উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮০,৩৩৪.৮১ (-৪১১.৯৭)
নিফটি : ২৪,২৭৩.৮০ (-১৪০.৬০)

ব্ল্যাক আউটের জেরে বন্ধ ম্যাচ
ব্ল্যাক আউটের জেরে বৃহস্পতিবার রাতে ধরমশালায় আইপিএলে পাঞ্জাব কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচ বন্ধ করে দেওয়া হয়। » ১২

পাক বন্দিদের উপর নজরদারি
ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংশোধনাগারে বন্দি থাকা অন্তত ৮ জন পাকিস্তানি জঙ্গির উপর নজরদারি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৭°	৩৭°	৩৭°	৩৭°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৪°	২৫°	২৩°

নয়া পোপ লিওর মুখে শান্তির বার্তা » ৮

শিলিগুড়ি ২৫ বৈশাখ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 9 May 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 348

অপারেশন সিঁদুর ২.০

তিন যুদ্ধবিমান ধ্বংস, আটক পাক পাইলট

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ মে : যুদ্ধই বেধে গেল। নিশানায় আর শুধু জঙ্গি ডেরা নয়। অসামরিক লক্ষ্যেও আঘাত শুরু হয়ে গিয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে। যদিও ভারত ও পাকিস্তান- উভয় দেশের দাবিকে ঘিরে বিভ্রান্তিও কম নয়। পাকিস্তান অস্বীকার করলেও ভারত দাবি করছে, বৃহস্পতিবার রাতে পাকিস্তানের তিনটি যুদ্ধবিমানকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আটক করা হয়েছে এক পাকিস্তানি পাইলটকে।

পাকিস্তানের কোনও হামলাই নিশানায় আঘাত করতে পারেনি বলে দাবি করছে নয়াদিল্লি। বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতে 'সুদর্শন চক্রে' পাক হামলা ভারত তো ঠেকিয়ে দিয়েছিলই, উপরন্তু লাহোরে উড়ে গিয়ে সেদেশের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। পাকিস্তানের আরও কিছু এয়ার রাডার ভেঙে দেওয়া হয়েছিল তখন।

যদিও বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়বার ড্রোন হামলার চেষ্টা হয় জম্মু, পুঞ্চ, জয়সলমের ইত্যাদি এলাকায়। ভারত পরের বারের এই আক্রমণকেও সমানভাবে প্রতিহত করেছে। ফলে ভারতকে আঘাত করার কোনও পাক চেষ্টাই সফল হয়নি বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত। রাশিয়া থেকে কেনা এস-৪০০ যন্ত্রে (সেনা যার নাম দিয়েছে সুদর্শন চক্র) এবং একের পর এক ড্রোন ছুড়ে ইসলামাবাদের যাবতীয় প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় বাহিনী।

ইসলামাবাদের অবশ্য দাবি, পাকিস্তান সেনা অন্তত ২৫টি ভারতীয় ড্রোন গুলি করে নামিয়েছে। ভারত স্পষ্ট জানিয়েছে, ভারতীয় সেনার প্রতিটি পদক্ষেপই করা হয়েছে নির্দিষ্ট জঙ্গি কাঠামো লক্ষ্য করে। পাকিস্তানি সাধারণ নাগরিক বা সামরিক ঘাঁটিকে টার্গেট করা হয়নি।

পাকিস্তানের উদ্দেশে বৃহস্পতিবার কড়া বার্তা দিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, 'আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেবেন না। উসকানি দিলে আমরা পুরোদস্তুর জবাব দিতে প্রস্তুত।' বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, 'ভারত যথেষ্ট সংযত ও পরিমিতভাবে পাক হামলার জবাব দিচ্ছে। তবে আক্রমণের তীব্রতা যদি বাড়ে, তাহলে কড়া জবাব দেওয়া হবে।'

পাকিস্তান অবশ্য সেই হুঁশিয়ারিকে উপেক্ষা করেছে। অবন্তিপুরা, শ্রীনগর, জম্মু, পাঠানকোট, অমৃতসর, ভুজ সহ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী ১৫টি শহরে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা চালায় পাকিস্তানি সেনা। ভারতের স্কেলপ ক্রুজ মিসাইল, হ্যারপ ড্রোন ও সুদর্শন চক্র সেই আক্রমণ পুরোপুরি ঠেকিয়ে দেয়। তারপরেও বৃহস্পতিবার রাতে জম্মুর সাম্বা জেলায় রকেট ও ড্রোন হামলা চালায় পাক সেনা। সীমান্তে অনবরত চলছে গোলাবর্ষণ।

যদিও পাকিস্তানি হানাদার সব ড্রোনকে ভারতের মজবুত এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করে দিয়েছে। এস-৪০০ দিয়ে অন্তত ৮টি পাকিস্তানি ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে বলে ভারতের দাবি। পাকিস্তানের ওই আগ্রাসনের জবাবে লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, করাচিতে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় ভারত। *এরপর দশের পাতায়*

অপারেশন সিঁদুর
» *আটের পাতায়*

কী ঘটল দিনভর

- ইসলামাবাদ, লাহোর, করাচি ও রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামের কাছে হামলা
- পাকিস্তানের একটি এফ১৬ ও ২টি জেএফ১৭ বিমান ধ্বংস
- পাকিস্তানের এক পাইলট ভারতের হাতে বন্দি, বিমান ধ্বংস ও পাইলট আটকের বিষয় অস্বীকার পাকিস্তানের
- সাতোয়ারী, সাম্বা, আরএস পুরা এবং আরনিয়া লক্ষ্য করে আটটি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে পাকিস্তান। সবক'টিই প্রতিহত
- শ্রীনগর, জম্মু, পাঠানকোট, অমৃতসর, কাপুরথালা, জলন্ধর, লুধিয়ানা, আদমপুর, ভাতিন্ডা, চণ্ডীগড় ও ভুজকে টার্গেট। চেষ্টা ব্যর্থ করে ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম
- আমেরিকান বিদেশ সচিব রুবিও ভারত ও পাকিস্তানকে সংযত হওয়ার বার্তা দিলেন

হ্যারপ ড্রোন কী

হ্যারপ ড্রোনটি তৈরি করেছে ইজরায়েলের এরোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ। নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তুকে খুঁজে তা ধ্বংস করতে সক্ষম এই ড্রোন।

সিঁদুর অনগোয়িং অপারেশন। তবে ভারত আরও অভিযান চালাতে চায় না। কিন্তু পাক সেনা আক্রমণ করলে তার জবাব দেওয়া হবে।
রাজনাথ সিং
প্রতিরক্ষামন্ত্রী

পাক-পরিস্থিতি

- লাহোর, শিয়ালকোট সহ পাকিস্তানের ৭ জায়গায় ড্রোন হামলা প্রতিহত করার দাবি
- ড্রোন হামলার পরই বন্ধ করা হয় করাচি বিমানবন্দর
- আংশিকভাবে পরিষেবা বন্ধ লাহোর ও ইসলামাবাদ বিমানবন্দরেরও
- ভারতের ২৫টি ড্রোন ধ্বংস করার দাবি
- ইজরায়েলে তৈরি হ্যারপ ড্রোন ব্যবহার করেছে ভারত

চিনের অস্বীকার

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে তাদের বিমানের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান

ইরান ও সৌদি আরবের অবস্থান

- অপারেশন সিঁদুরের মাঝেই ভারতে ইরান ও সৌদি আরবের বিদেশমন্ত্রীরা
- দিল্লিতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে সৌদি বিদেশমন্ত্রী আদেল আল-জুবায়েরের বৈঠক
- সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়াই করার অঙ্গীকার দুই দেশের
- ভারত-ইরান যৌথ কমিশনের বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লিতে ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি

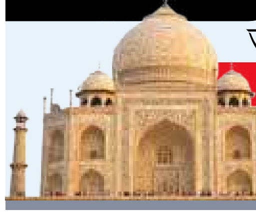

তাজমহলে সতর্কতা

- অপারেশন সিঁদুরের পর তাজমহলের ১০,৪০০ বর্গকিমি এলাকায় উচ্চ সতর্কতা
- ভারত-পাক উত্তেজনার মধ্যে তাজমহলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে
- সতর্কতা জারি করা হয়েছে দেশের বহু পর্যটনকেন্দ্রেও

ঐক্য বার্তায় সায় বিরোধীদের

ব্ল্যাক আউটের পর পঞ্জাবের স্বর্ণমন্দিরে। বৃহস্পতিবার।

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ মে : 'পিকচার আভি বাকি হ্যায়।'

প্রাক্তন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারাভানে বলেছিলেন বুধবার। একধাপ এগিয়ে বৃহস্পতিবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানালেন, 'অপারেশন সিঁদুর' শেষ হয়নি। পাকিস্তান আক্রমণ করলে ভারত সমুচিত জবাব দেবে। তাঁর সভাপতিত্বে বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ডাকা সর্বদল বৈঠকে পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাতের বিস্তারিত জানানো হয়।

পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি স্থানে মঙ্গলবার রাতে জঙ্গিঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে দিয়েছিল ভারত। সেই হামলায় ১০০-রও বেশি সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হয়েছে বলে সর্বদল বৈঠকে দাবি করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সর্বদলীয় বৈঠকের পাশাপাশি বৃহস্পতিবারের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শুধু পাকিস্তানি ড্রোন হামলা প্রতিহত নয়, পালটা আক্রমণে পড়শি দেশের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে ধ্বংস করে দেওয়া। এতে আরও চাপে পড়ল পাকিস্তান।

এই পরিস্থিতিতে সেনার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকতে একযোগে বার্তা দিয়েছে সব বিরোধী দল। যদিও বিরোধীদের দাবি সত্ত্বেও পাক-ভারত সংঘাতের আবহে দ্বিতীয় সর্বদল বৈঠকেও হাজির হননি প্রধানমন্ত্রী। এতে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে বটে, তবে দেশের এই সংকটকালে সমস্ত বিরোধীকে একজোট থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি। এক বার্তায় তিনি বলেন, প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত।

সরকারের এই বার্তায় সাড়া দিয়েছে বিরোধী শিবির। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, 'আজকের বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য আমরা শুনেছি। কিছু ব্যাপার আছে, যা বৈঠকের বাইরে আলোচনা করা যায় না। আমরা আগে যা বলেছি, এখনও তাই বলছি- আমরা সরকারের সঙ্গেই আছি।'

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

তবু প্রেম সগর্বে বেঁচে ভারত-পাক আকাশে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

যুদ্ধ বা যুদ্ধ যুদ্ধ হাওয়া সব সময়ই খারাপ। আচমকা নয়া সব যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ ভরে উঠেছে পাড়ায় পাড়ায়। তবু এই মুহূর্তেই মানবতাবাদের বহু দৃষ্টিনন্দন চরাচর মনে করিয়ে দিয়ে যায় আবার। দেখায়, রক্তারক্তির আবহেও ভালোবাসার রক্তগোলাপের কত সুবাস ছড়িয়ে ভারত-পাকিস্তানের হৃদকমলে।

দেশপ্রেমকে ঘিরে অহেতুক হিংসা-হুংকারকে নিঃশব্দে হারায় সেই অন্তহীন প্রেম।

ওয়াঘা সীমান্তে ক'দিন আগের কিছু অন্যরকম ছবি আর্দ্র করে দিচ্ছিল দু'চোখ। আমাদের চিরায়ত ধারণার শিকড়ে কুঠারাঘাত চালিয়ে।

কী বলে যায় ওই ছবিগুলো? ভালোবাসার, ভালোবাসবার কোনও দিনক্ষণ নেই। একটা ছবিই একটা গল্প। কোনটা বেশি হৃদয়বিদারক আমি জানি না। প্রেম তো কাঁটাতার মানে না, যুদ্ধ মানে না!

অটোরিকশার ভিতরে বাচ্চারা পাগলপারা কাঁদছে এদিকে। অদূরে মায়ের চোখভরা জল। বাচ্চারা পাক নাগরিক। মা ভারতের। ভারত বলেছে, পাকিস্তানিরা ফিরে যান। পাকিস্তান বলেছে, ভারতীয়দের থাকা চলবে না। তাই এমন হৃদয় ভাসানো পরিস্থিতি।

তরুণী সায়রা নয় মাসের ছেলে আজলানকে নিয়ে পাকিস্তানে ফিরছেন প্রবল অনিচ্ছেতে। পাশে স্বামী ফারহান। নয়াদিল্লির ফারহান স্ত্রী-সন্তানকে ফেরাতে এসেছেন অমৃতসর সীমান্তে। ছেলের কপালে বিদায়িচুম্বন আঁকলেন তিনি। স্ত্রী চলে যাচ্ছে ছেলে কোলে। এই সময়ই সীমান্তরক্ষীরা বোরখাপরা সায়রাকে আটকালেন, 'ম্যাডাম, বাচ্চার পাসপোর্টটা?' *এরপর দশের পাতায়*

করাচি বন্দরে হানার খবর নিয়ে বিভ্রান্তি

সতর্কতায় ভারতের ২৭ বিমানবন্দর বন্ধ

নয়াদিল্লি, ৮ মে : রাত যত বাড়তে থাকে, ততই পরস্পরবিরোধী দাবি করতে থাকে ভারতীয় ও পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমগুলি। অপারেশন সিঁদুরের দ্বিতীয় দিনে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। দিনভর একে অপরের দিকে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। সাতোয়ারি, সাম্বা, আরএস পুরা এবং আরনিয়া লক্ষ্য করে আটটি

রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামের কাছে ড্রোন হামলার পর জটলা।

ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে পাকিস্তান। তবে সবক'টিই প্রতিহত করে ভারত। এই পরিস্থিতির মধ্যেই বৃহস্পতিবার ভারতের ২৭টি বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাকিস্তানে সব স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধের নির্দেশ জারি করা হয়েছে বলে খবর ছড়ায়।

বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের বাড়ির সামনে বিস্ফোরণের খবর ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের অপসারণের খবরও ছড়িয়ে পড়ে। আরেকটি সূত্র থেকে দাবি করা হয়, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির বাংকারে আশ্রয় নিয়েছেন। তবে পাক সেনাপ্রধানকে নিয়ে এই খবরগুলির সত্যতা কেউ স্বীকার করেনি।

ভারতের এয়ারক্র্যাফ্ট ক্যারিয়ার আইএনএস বিক্রান্ত আগে থেকেই আরব সাগরে অবস্থান করছিল। খবর রটে যায়, বৃহস্পতিবার রাতে করাচি বন্দরে হামলা চালিয়েছে আইএনএস বিক্রান্ত। করাচি বন্দর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বলেও খবর ছড়ায়। তবে কোনও খবরই সমর্থন করে ভারত সরকারের তরফে বিবৃতি দেয়নি। পাকিস্তানের তরফেও এধরনের কোনও খবর সমর্থন করে বা অস্বীকার করে বিবৃতি দেওয়া হয়নি। পাকিস্তানজুড়ে ব্ল্যাক আউট ঘোষণা করা হয়েছে বলেও খবর রটে যায়।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই ব্ল্যাক আউট হয়ে যায় গোটা জম্মুতে। জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কয়েকটি পাক ড্রোন ধ্বংস করা হয় বলে ভারতীয় সেনার পক্ষে দাবি করা হয়। আবার জয়সলমেরে ব্ল্যাক আউট হয়ে যায়।

এদিকে ইসলামাবাদ, লাহোর ও করাচিতেও ভারতের ড্রোন হামলা হয়েছে বলে খবর ছড়ায় ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে। ড্রোন হামলার কথা স্বীকার করেছে পাকিস্তানও। তবে পাকিস্তান দাবি করে, ভারতের ড্রোনগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ভারতের তরফে দাবি করা হয়, পাকিস্তানের একটি এফ১৬ ও ২টি জেএফ১৭ বিমান ধ্বংস করা হয়েছে। এমনকি পাকিস্তানের এক পাইলট ভারতের হাতে বন্দি হয়েছে বলে দাবি করা হয়। যদিও বিমান ধ্বংস ও পাইলট আটকের বিষয় অস্বীকার করেছে পাকিস্তান। এদিন শ্রীনগর, জম্মু, পাঠানকোট, অমৃতসর, কাপুরথালা, জলন্ধর, লুধিয়ানা, আদমপুর, ভাতিন্ডা, চণ্ডীগড় ও ভুজকে টার্গেট করে পাকিস্তান। পাকিস্তানের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এস-৪০০।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই পাক সেনাঘাঁটিতে বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) হামলা চালিয়েছে বলে খবর। কোয়েটায় একটি পাক সেনাঘাঁটি বালোচ লিবারেশন আর্মির হামলায় বিধ্বস্ত হয়েছে বলেও খবর। বুধবার পাক সেনার কনভয়ে হামলা চালায় বিএলএ। এই হামলায় ১৪ পাক সেনার মৃত্যু হয়েছে।

বিহারে ধৃত ৪ চিনার পাক-যোগ

ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হেপাজতে ৪ চিনা নাগরিক।

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার ও খোকন সাহা

কিশনগঞ্জ ও বাগডোগরা, ৮ মে : অপারেশন সিঁদুরের মধ্যেই ভারতে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে ধরা পড়ল ৪ চিনা নাগরিক। বিহারের ভারত-নেপাল সীমান্তের রকসোল মৈত্রী সেতুর উপর থেকে ওই ৪ চিনা নাগরিককে গ্রেপ্তার করে এসএসবি। তাদের সঙ্গে পাক-যোগ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। ধৃতদের মোবাইল ফোনের কল লিস্ট ঘেঁটে পাকিস্তানের বেশ কিছু মোবাইল নম্বর পাওয়া গিয়েছে। অপারেশন সিঁদুর-এ 'বিষদাঁত' ভাঙলেও পাকিস্তান যে 'ছোবল' দেওয়ার চেষ্টা করবে, সেই আশঙ্কা থেকে কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে গোটা বাগডোগরা বিমানবন্দর এলাকাতেও।

ডেন বিজোন, লি উনাঘাই, হি কিউ হেনসেন ও হুবগাং লিভিং নামে ওই চিনা নাগরিকরা চারটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। তারা শুধু মান্দারিন ও ইংরেজিই নয়, হিন্দি ও নেপালিতেও কথা বলতে পারে। পুলিশি জেরার মুখে তারা বারবার নিজেদের বয়ান বদলাচ্ছে। ধৃতরা সবাই চিনের হুনান প্রদেশের বাসিন্দা। বুধবার রাতে ধৃতদের বিহারের মোতিহারী থানার পুলিশের হেপাজতে তুলে দেয় এসএসবি। তদন্তকারীদের অনুমান, ধৃত চিনা নাগরিকদের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগ রয়েছে। অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত-নেপাল সীমান্তে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ভারতে অবৈধভাবে চার চিনা নাগরিকের ঢোকার চেষ্টায় উদ্বিগ্ন প্রশাসনও। ৪ চিনা নাগরিককে পুলিশ, এসএসবি ও গোয়েন্দা সংস্থা গোপন স্থানে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। জেরায় জানা গিয়েছে, রকসৌলের মৈত্রী সেতুর উপর থেকে মোবাইলে পাকিস্তানের এক তরুণের সঙ্গে কথা বলেছিল ডেন, লি, হি ও হুবগাং। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ওই চার চিনা নাগরিক নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে ছিল। কিন্তু তারা কেন হঠাৎ ভারতে অনুপ্রবেশ করল, তা ভাবাচ্ছে তদন্তকারী দলকে।

পূর্ব চম্পারনের (মোতিহারী) পুলিশ সুপার স্বর্ণ প্রভাত জানিয়েছেন, নেপাল থেকে হেঁটে ভারতে ঢুকেছিল ওই চার চিনা নাগরিক।

এরপর দশের পাতায়

বায়নার আশায়।। কোচবিহার-ফালাকাটা জাতীয় সড়কে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

INVITATION OF TECHNICAL AND FINANCIAL BIDS FOR CONSTRUCTION OF 02 X ROOMS (COMPUTER LAB & SCIENCE INTERGATED LAB) TEMPORARY IN NATURE AT APS SUKNA

1. Technical and Financial Bids in sealed envelope are invited by Principal, APS Sukna on behalf of Chairman, School Administration and Management Committee (SAMC), APS Sukna from Eligible Contractors for the following work.
   (a) Name of Work : Provisioning of Construction of 02 x Rooms (Computer Lab & Science Integrated Lab) temporary in nature size 52' x 24' with verandah 8.5 ft wide and height 10.5 feet.
2. Technical Specification of said construction is available in the school website www.apssukna.com and office of APS Sukna.
3. Eligibility criteria and documents required to be submitted alongwith tender are enumerated in succeeding Paras.
4. Reputed Contractors enlisted with any Central/State Govt will submit Technical & Financial bids separately based on Technical Specifications duly filled in details alongwith the following documents for checking eligibility :-
   (a) Tender on Firm's Letter Pad.
   (b) EMD- Rs 1,00,000/- (DD/At par cheque in favour of Army Public School, Sukna).
   (c) Tender Fee – Rs 200/- (Non refundable) DD/At par cheque in favour of Army Public School, Sukna should be submitted alongwith the Technical Bid.
   (d) Copy of enlistment letter with Central/State Govt.
   (e) Copy of Employees Provident Fund number.
   (f) Copy of GST Registration Number.
   (g) IT Returns of Last Two Years.
5. Contractor not in possession of the above documents shall be disqualified and his Technical as well as Financial bids will not be accepted. Tenders not accompanied by requisite value **DD/At par cheque towards EMD** and **Cost of Tender** and other documents shall be rejected.
6. The firms/contractors who qualify for Technical Bids will only be considering for Financial Bids.
7. Please note that subletting of work will not be permitted.
8. Right is reserved by SAMC to reject any or all tenders without assigning any reason. In case any dispute arises, the decision of SAMC will be final and binding, with no forum of appeal whatsoever.
9. Time of Completion after placement of Work Order : **150 Days.**
10. Date, Place and Time for Submission of Tender – **08 Jun 2025** at 1200 hrs at APS Sukna.
11. Date and place of opening of Tender is as follows:-
   (a) Technical Bid : **09 Jun 2025 at 1200 hrs at APS Sukna.**
   (b) Financial Bid : **09 Jun 2025 at 1200 hrs at APS Sukna.**

Sd/ x x x x x x x x
(Mrs Dola Sarkar Sinha)
Principal
Army Public School, Sukna

Date : 08 May 2025

দেশে ৭৭ হয়ে উজ্জ্বল ধৃতিমান

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ৮ মে : কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট (সিএসআইআর নেট)-এর রসায়ন বিভাগে সারা দেশে ৭৭তম স্থান অধিকার করল তুফানগঞ্জের ধৃতিমান দত্ত। তিনি শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ স্ট্রিটের বাসিন্দা। গত মঙ্গলবার তাঁর স্কোরকার্ড প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ধৃতিমান আইআইটি মুম্বইতে পড়াশোনা করছেন। আগামীদিনে রসায়নে গবেষণার পাশাপাশি বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অংশ নেওয়ার ইচ্ছেও রয়েছে তাঁর। ধৃতিমানের কথায়, 'সাফল্যের মূলমন্ত্র হল নিয়মিত অধ্যয়ন।'

ধৃতিমানের বাবা সুপ্রিয়কুমার দত্ত পেশায় স্কুল শিক্ষক। মা সুজাতা দত্ত। তুফানগঞ্জ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে শিক্ষাজীবন শুরু করে মেধাবী ছেলেটি তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। তিনি বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে রসায়নে স্নাতক। সুপ্রিয় বলেন, '২০২৪-এর 'জ্যাম' এর পরীক্ষাতেও সর্বভারতীয় স্তরে

ধৃতিমান ৯১তম স্থানে ছিল। বাবা হিসাবে সত্যি আমি গর্বিত।'

সর্বভারতীয় আইআইটি জ্যাম পরীক্ষাতে সাফল্য পেয়ে ধৃতিমান স্নাতকোত্তরে পড়াশোনার জন্য আইআইটি মুম্বইতে ভর্তি হন। প্রথম বর্ষেই তিনি সিএসআইআর নেট-এর জন্য আবেদন করেন। গত বছর ডিসেম্বরে পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতে পরীক্ষা হয়েছিল। মোট ৩৯,৪৫২ জন পরীক্ষার্থী সেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল।

উত্তরের সমবায় ঘাসফুলেরই

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৮ মে : উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচনে তৃণমূলের জয় অব্যাহত থাকল। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কার্যত ধরাশায়ী অবস্থা। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ফল ঘাসফুল শিবিরের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এখনও পর্যন্ত জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি ও কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে ৭২টি কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচন হয়েছে। যার মধ্যে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে থাকা একটি সমবায় বিজেপি ও সিপিএম মিলে দখল করেছে। বাকি ৭১টিই তৃণমূলের দখলে। ৭২টি কৃষি সমবায় সমিতির এই নির্বাচনে তৃণমূল ৪৭০টি এবং বিরোধীরা মাত্র ৪৬টি আসন পেয়েছে। এবিষয়ে জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'কৃষি সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে আমরা কৃষকের কিষান ক্রেডিট কার্ড ও অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে স্বল্পসুদে ব্যাংকঋণ দিয়েছি। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কৃষককে ঋণ দিয়ে আমরাই রাজ্যে প্রথম। তাই সমবায়গুলি আমাদের পাশে থেকে ভোটে জিতিয়েছে।'

অবাধ জয়

- উত্তরবঙ্গে ৭২টি কৃষি সমবায় সমিতির মধ্যে ৭১টি তৃণমূলের
- ধূপগুড়ির একটি সমবায় বিজেপি ও সিপিএমের
- তৃণমূল ৪৭০টি এবং বিরোধীরা ৪৬টি আসন পেয়েছে
- নির্বাচনের খবর ঠিকমতো জানানো হয়নি, দাবি বিজেপির

অন্যদিকে, কৃষিবলয়ে বিরোধীদের সাংগঠনিক অবস্থা ভালো না হওয়াতেই খারাপ ফলাফল হয়েছে বলে অনেকের মত। এবিষয়ে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলার প্রাক্তন সভাপতি বাপি গোস্বামীর দাবি, 'সমস্ত কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচনের খবর সময়মতো আমাদের জানানো হয়নি। তাই সব জায়গায় মনোনয়নপত্র জমা করা যায়নি। কিন্তু বিরোধী হিসেবে আমরাই সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছি। এখনও ৩০০-র বেশি কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচন বাকি রয়েছে। সেখানে আমরা মনোনয়নপত্র দেব। সেগুলিতে বিজেপি ভালো ফলাফল করবেই।'

যদিও সৌরভ বিজেপির দাবি মানতে চাননি। তিনি জানান, নির্বাচন সংক্রান্ত নোটিশ সমিতির মাধ্যমে আগাম জানানো হয়েছিল। বিরোধীদের মনোনয়নপত্র জমা করতেও সহযোগিতা করা হয়েছে। স্বচ্ছতা রেখে ও নির্বাচনি নিয়ম মেনে সমিতিগুলির নির্বাচন করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের অধীনে ৩৭৩টি কৃষি সমবায় সমিতি রয়েছে। ধাপে ধাপে সেগুলিতে নির্বাচন হচ্ছে। ২০১৮ সাল থেকে কৃষি সমবায় সমিতিগুলিতে নির্বাচন বন্ধ ছিল। ২০২৪ থেকে পুনরায় তা চালু হয়। রাজনৈতিক দলগুলির সাংগঠনিক ভিত কতটা শক্ত তা ওই সমিতিগুলির নির্বাচন থেকে বোঝা যায়। অন্যদিকে বেশিরভাগ কৃষি সমবায় সমিতি তৃণমূল দখল করলেও বিরোধী হিসেবে বিজেপি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসন পেয়েছে। আর কয়েকটি পেয়েছে বামেরা। মালবাজারের নেওড়া কৃষি সমবায় সমিতিতে ৬টি আসন তৃণমূল পেলেও বিজেপি ৪টি পেয়েছে। দক্ষিণ বড়গিলায় তৃণমূল ৫টি ও বিরোধীরা ৪টি আসন পেয়েছে। শিলিগুড়ির খড়িবাড়ির হাওদাভিটা কৃষি সমবায় সমিতিতে তৃণমূল ৮টি ও বিজেপি ১টি আসন পেয়েছে। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের হলদিবাড়িতে সিমতি দখল করতে না পারলেও বিরোধীরা কয়েকটি করে আসন পেয়েছে।

অপরাধী চেনাচ্ছে নয়া প্রযুক্তি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৮ মে : হেমতাবাদের তৃণমূল নেত্রীর ভাইপোকে নৃশংস ভাবে খুন করে দেহ লোপাটের চেষ্টা, আর রায়গঞ্জ শহরের রবীন্দ্রপল্লি এলাকায় বধূকে গলা কেটে খুন দুটি ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হয়ে উঠেছিল অভিযুক্তদের আঙুলের ছাপ। ঘটনাস্থল থেকে বাজেয়াপ্ত জিনিসে সংগ্রহ করা হয়েছে আঙুলের ছাপ। বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষায় অভিযুক্তদের সঙ্গে মিলে যায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট। তদন্ত গতি পায়।

এভাবে আঙুলের ছাপের সাহায্যে অপরাধী শনাক্ত করতে আরও উন্নত প্রযুক্তি কাজে লাগাচ্ছে সেন্ট্রাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো। এই বিশেষ ব্যবস্থার নাম 'মর্ফো বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম' বা এমবিআইএস। আগে কোনও ক্রাইম সিন বা অপরাধস্থল থেকে একাধিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেলে তা আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হত না। এবার সেই চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া হবে এক নিমেষে।

শুধু তাই নয়, মসৃণ বা অমসৃণ, যেকোনও ধরনের পৃষ্ঠতলেই ওই প্রযুক্তি কাজ করতে সক্ষম। এহেন প্রযুক্তির কী বৈশিষ্ট্য, কীভাবে অকুস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হবে-এসবই শেখানো হচ্ছে হাতেকলমে। অপরাধী চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে তদন্তকারীদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে এই 'মর্ফো বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম'। তদন্তে গতি আনতে দেশজুড়ে এই বিশেষ ব্যবস্থা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এমবিআইএস পদ্ধতি নমুনায় আঙুল (ফিঙ্গার) ও তালুর (পাম) ছাপ একই ব্যক্তির কি না, তা সহজেই চিহ্নিত করতে পারে। অন্য কোনও লোকের হলে তাও জানিয়ে দেবে। এই ফলাফল থেকে বোঝা যাবে, অপরাধের সময় বা পরবর্তী ক্ষেত্রে তথ্যপ্রমাণ লোপাটে এক নাকি একাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অভিযুক্ত আগে কখনও গ্রেপ্তার হয়ে থাকলে তার ছবি, ঠিকানা, আঙুলের ছাপ, ফোন নম্বর সহ যাবতীয় তথ্য সংরক্ষিত থাকে পুলিশের তথ্যভাণ্ডারে।

সম্প্রতি রায়গঞ্জ জেলা আদালতেও চালু হয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার। আটজন দুষ্কৃতীর ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয় আদালতের কোর্ট ইনস্পেকটরের ঘরে। বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, চুরির ঘটনায় ধৃত আসামিদের। ওই ধরনের অপরাধীকে পুলিশি পরিভাষায় বলে 'হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার'। তাই অপরাধ ঘটানোর ক্ষেত্রে 'হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার' যুক্ত থাকলে বিশেষ সুবিধা পাবেন তদন্তকারীরা। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ফিঙ্গারপ্রিন্টের নমুনা ল্যাবে দিলেই এক ক্লিকেই মিলে যাচ্ছে অভিযুক্তের ঠিকুজি-কুষ্ঠি। তদন্তকারীরা বলছেন, আগে একই জায়গায় একাধিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট অথবা তালুর প্রিন্ট থাকলে, তা আলাদা করা সম্ভব হত না। তাই ঘটনাস্থলের তথ্যপ্রমাণ ঘেঁটে দেওয়া ছিল সহজ। নতুন ব্যবস্থায় 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট ওভারল্যাপ' হলে তাও চিহ্নিত করা যাবে।

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৬১ তারিখ ঃ ০৬.০৫.২০২৫. সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা. অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর, ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন, ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ), কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/ এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে:- **টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৬১; কাজের নামঃ** ''মালদা ডিভিসনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ স্টেশন, পরিষেবা ভবনসমূহ, কোয়ার্টার্স-এ স্থি আর্থিং-এর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা''-র পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৬২,২১,৫০৯.২০ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ২,৮১,১০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময়ঃ** ১৪.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে ২৮.০৫.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিশবোর্ডঃ www.ireps.gov.in** এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব-রেলওয়ে/ অফিস/এমএলডিটি। টেন্ডারদাতাগণকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(MLD-48/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রঙ্গিয়া মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৫-২০২৪-২৫ তারিখঃ ০৬-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** বিশ্বনাথ চারালিতে এডিইএন কার্যালয়, এসএসই ওয়ার্কস কার্যালয়, গো ডাউন এবং অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ৬,৩৪,৩০৮.৯৬ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১২,৭০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৮-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No-03, Memo No- 1670/BDO, dated- 08.05.2025 of Block Development Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 23.05.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
BDO
Blg Dev. Block

Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare Malda Medical College & Hospital, Malda

NOTICE INVITING E-TENDER

MALDA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL INVITING E-Tender Notice No- MSVP/E-NIT-11/MLDMCH 2023-2024 (6th Call) Dated-01/03/24 service of hiring vehicles, MSVP/E-NIT-16/MLDMCH (2ND CALL) Dated-03/03/25 supply of EYE Equipment MSVP/E-NIT-15/MLDMCH (2ND CALL) Dated-03/03/25 Supply of ENT Equipment items at Malda Medical College & Hospital, Malda. www.wbhealth.gov.in/ www.maldamedicalcollege.com/ www.malda.gov.in Or office of the Under signed.

MSVP, Malda MCH

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানড লেভেল ক্রসিং গেটের ইন্টারলকিং

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-০৬, তারিখঃ ০৬-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনে হাই টিভিইউ (>২০,০০০) যুক্ত পাঁচটি ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানড লেভেল ক্রসিং গেটের ইন্টারলকিং। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৫০,৮৮,৭৬৭/- টাকা, বায়নার ধনঃ ৩,২৫,৫০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ২৮-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে এবং খুলবে** ২৮-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৮-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মালদা ডিভিসনে মসুদন ও অভয়পুর স্টেশনের মধ্যে সাবওয়ে নির্মাণের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

মসুদন ও অভয়পুর স্টেশনের মধ্যবর্তী লেভেল ক্রসিং গেট নং ২৩ অপসারণের উদ্দেশ্যে সাবওয়ে নির্মাণের জন্য আরসিসি বক্স ও স্ল্যাব স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, মালদা ডিভিসনের জামালপুর-কিউল শাখায় **১০.০৫.২০২৫ (শনিবার) তারিখে ০৭ ঘন্টার (সকাল ৭.১৫ মিনিট থেকে দুপুর ২.১৫ মিনিট পর্যন্ত) ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের** প্রয়োজন হবে। তদনুযায়ী, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছেঃ ● **ট্রেন বাতিলঃ** (১) ৫৩৪৭৯/৫৩৪৮০ জামালপুর-কিউল-জামালপুর প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫)। (২) ৭৩৪২১/৭৩৪২২ জামালপুর-কিউল-জামালপুর প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫)। (৩) ৬৩৪২৩/৬৩৪২৪ জামালপুর-কিউল-জামালপুর প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫)। (৪) ০৫৫০৯ সহর্সা-জামালপুর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) ও ৫৩৬১৫ জামালপুর-সহর্সা প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫)। (৫) ৫৩৬১৬ গয়া-জামালপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ও ০৫৫১০ জামালপুর-সহর্সা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৫.২০২৫)। ● **ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু ঃ (১) ১৩৪০৯/১৩৪১০ মালদা টাউন-কিউল-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) **জামালপুরে** সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/**জামালপুর থেকে** সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (২) **১৩২৩০ রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল-গোড্ডা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৫.২০২৫) **কিউলে** সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **১৩২২৯ গোড্ডা-রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) **কিউল থেকে** সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (৩) **৬৩৪৩১/৬৩৪৩২ সাহিবগঞ্জ-জামালপুর-সাহিবগঞ্জ এমইএমইউ** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) **ভাগলপুরে** সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/**ভাগলপুর থেকে** সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। ● **ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ ঃ (১) ১২৩৬৭ ভাগলপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল বিক্রমশীলা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) ভাগলপুর থেকে **০৩ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) **২২৪০৫ ভাগলপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল গরীব রথ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) ভাগলপুর থেকে **০৪ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। (৩) **১৩২৩৬ দানাপুর-সাহিবগঞ্জ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) দানাপুর থেকে **০৪ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। (৪) **১৩৩৩৪ পাটনা-দুমকা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) পাটনা থেকে **০৫ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। (৫) **১৫৬৫৮ কামাক্ষ্যা-ওল্ড দিল্লী ব্রহ্মপুত্র মেইল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৫.২০২৫) কামাক্ষ্যা থেকে **৪১/২ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। (৬) **২২৪০৬ আনন্দবিহার টার্মিনাল-ভাগলপুর গরীব রথ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৫.২০২৫) আনন্দ বিহার (টি) থেকে **০৪ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। (৭) **০৩২৬৬ রাজগীর-খাগাড়িয়া স্পেশাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) রাজগীর থেকে **৩১/২ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। (৮) **৫৩৪০৪ গয়া-জামালপুর এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) গয়া থেকে **০৪ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। (৯) **১৩৩৩৩ দুমকা-পাটনা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৫.২০২৫) দুমকা থেকে **০৫ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে। স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের ঘোষণা শুনতে যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা
পূর্ব রেলওয়ে

ফর্ম নং-৩
প্রবিধানটি লক্ষ্য করুন
-১৩ (১) (এ)

ডেটস রিকোভারি ট্রাইবিউনাল শিলিগুড়ি
তৃতীয় তলা পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
কেস নং ঃ ওএ/১১১/২০২৩

সমনটি সেকশন ১৯ এর অর্ন্তগত সাব সেকশন (৪) ডেট রিকোভারি ট্রাইবিউনাল (প্রসিডিওর) রুলস ১৯৯৩- এর রুল ৫ এর অর্ন্তগত সাব রুল (২এ) এর সঙ্গে পঠিত
প্রদর্শক নং ঃ ১১২১

ইন্ডিয়ান ব্যাংক
বনাম
মেসার্স অ্যান্টিডট ফার্মা এবং অন্যান্য

প্রতি,
(১) মেসার্স অ্যান্টিডট ফার্মা
৫৩৪/১৮৪/১, জয়মণি ভবনের পিছনে হিলকার্ট রোড, পোস্ট এবং থানা শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৩৪০০১।
(২) শ্রী অভিজিৎ ঘোষ
৫৩৪/১৮৪/১, জয়মণি ভবনের পিছনে হিলকার্ট রোড, পোস্ট এবং থানা ঃ- শিলিগুড়ি, জেলা ঃ- দার্জিলিং, পিন- ৭৩৪০০১
৩) শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা সেন ঘোষ
৫৩৪/১৮৪/১, জয়মণি ভবনের পিছনে হিলকার্ট রোড, পোস্ট এবং থানা ঃ- শিলিগুড়ি, জেলা ঃ- দার্জিলিং, পিন- ৭৩৪০০১

সমন

যেহেতু, ওএ/১১১/২০২৩ মাননীয় প্রিসাইডিং-অধিকর্তার সামনে ২৮.০২.২০২৫ তারিখে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সেহেতু, এই মাননীয় ট্রাইবিউনাল সমন বিজ্ঞপ্তিটি সেকশন ১৯ (৪) এর ধারার অন্তভুক্ত উক্ত আবেদনের দ্বারা আপনার বিরুদ্ধে বকেয়া পুনরুদ্ধারের টাঃ ২৫৫৬০৭০/- (আবেদনের সঙ্গে নথিপত্রের অনুলিপি ইত্যাদি, সংযুক্ত) দায়ের করার মাধ্যমে পরিতুষ্ট হয়েছে।
আইনের ১৯ এর অর্ন্তগত সাব সেকশন (৪) অনুসারে, আপনাকে বিবাদীরূপে নিম্নো নির্দেশিত করা হচ্ছে ঃ-

১) সমন জারির ত্রিশদিনের মধ্যে কেন ত্রাণ প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে না তার কারণ দর্শানো।
২) মূল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ এর অর্ন্তগত আবেদনকারীর দ্বারা নির্দিষ্ট সম্পত্তি এবং সম্পদ ব্যাতীত অন্য সম্পত্তি অথবা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ।
৩) আপনি মূল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ এর অর্ন্তগত প্রকাশিত অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি অথবা সুরক্ষিত সম্পদের সঙ্গে লেনদেন অথবা নিষ্পত্তি করা থেকে বিরত থাকবেন। বিচারাধীন শুনানি পর্যন্ত আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করবেন না।
৪) আপনি সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যধারা ব্যতীত আসল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ- তে প্রকাশিত সম্পত্তিগুলির ট্রাইবিউনালের পূর্ব অনুমতিবিহীন বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না নতুবা সম্পত্তিগুলির উপর সুরক্ষিত সুদ ধার্য করা হবে।
৫) ব্যবসায়িক সাধারণ কার্যধারায় সুরক্ষিত সম্পদ অথবা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিক্রয় আয়ের উপর আপনি দায়বদ্ধ থাকবেন এবং এই জাতীয় সম্পদের উপর সুরক্ষিত সুদ ধারণকারী ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এই বিক্রয় আয় আপনি জমা দেবেন।

আপনাকে লিখিত বিবৃতির সঙ্গে আবেদনকারীকে দেওয়া অনুলিপির সহিত ফাইল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ২৩/০৫/২০২৫ তারিখে সকাল ১০:৩০ টায় রেজিস্ট্রারের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। আবেদনপত্রটি জমা দিতে ব্যর্থ হলে সেটিকে আপনার অনুপস্থিতি বলে গণ্য করা হবে।
আমার হাতের দ্বারা ট্রাইবিউনাল সিলমোহর দেওয়া হবে ২৯.০৪.২০২৫ তারিখে।

ট্রাইবুনালটি নির্দেশিত
সমন জারি করা অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা স্বাক্ষরিত
রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকোভারি ট্রাইবিউনাল
শিলিগুড়ি

কর্মখালি

বাসন ধোয়া-মাজা কাজের জন্য লোক চাই। থাকা খাওয়া ফ্রি। বেতন-৮০০০/- টাকা। ফোন : 9832543559. (C/116316)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স, অন্যান্য প্রমাণপত্রে পিতা ও পুত্রের নামের ভুল থাকায় বুনিয়াদপুর J.M. কোর্টে 30/1/25 তারিখে অ্যাফিডেভিট করে Monsur Rahaman, S/o. Bitharee Mahammad থেকে Mansur Rahaman, Bitharu Mahammad হইল। ধনাইপুর দঃদিঃ। (C/116426)

●

আমার আধার কার্ড নং 737313534112 আমার নাম এবং স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 12-2-25, নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার, পঃ বঃ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jyotsna Roy এবং Joshana Roy, স্বামী Kartik Ch. Roy এবং Kartik Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পাটছড়া, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃ বঃ। (C/115919)

Spoken English

ক্লাসে/বাড়িতে সবার জন্য অনবদ্য স্পোকেন ইংলিশ কোর্স। M.P/ H.S.'25 স্পেশাল ক্লাসে ভর্তি চলছে। (M) 86375-28788. (C/116306)

আজ টিভিতে

আজ মুরগির মালাইকারি রাঁধবেন অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ চাঁদের বাড়ি, ১০.০০ মহান, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.১৫ মস্তান, সন্ধে ৭.১৫ নবাব নন্দিনী, রাত ১০.১৫ লে হালুয়া লে, ১.০০ চার অধ্যায়
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হারজিত, বিকেল ৪.১৫ আরাধনা, সন্ধে ৭.৩৫ স্বামীর ঘর, রাত ১০.৩৫ অমানুষ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ অনুতাপ, দুপুর ২.০০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৪.৩০ সত্য মিথ্যা, রাত ১.০০ উড়নচন্ডী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ক্ষুধিত পাষাণ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ফিরিয়ে দাও, রাত ৯.০০ চোখের বালি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ছেলেবেলা
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.৪৭ বঙ্গারাজু, বিকেল ৪.৪৭ মহাবলী, সন্ধে ৭.৫৫ ভীমা, রাত ১০.৪৪ বিজয় : দ্য মাস্টার
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.০৬ কোই মিল গ্যায়া, বিকেল ৪.৩০ স্যান্ডউইচ, সন্ধে ৭.৩০ বাগী, রাত ১০.০৯ সূর্যবংশী
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৪০ বব বিশ্বাস, বিকেল ৪.০১ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, সন্ধে ৬.৪৭ মিশন মজনু, রাত ৯.০০ র‍্যাহেনা হ্যায় তেরে দিল মে, ১১.০১ জওয়ানি জানেমন
রমেডি নাউ : দুপুর ১.০৭ দ্য নাট জব, ২.৩৪ হোয়াটস ইয়োর নাম্বার?, বিকেল ৫.৪৩ সেন্ট ভিনসেন্ট, রাত ৯.০০ ডেট মুভি, রাত ১০.১৫ অ্যান্ড সো ইট গোজ, ১১.৫১ দ্য ওয়ে, ওয়ে ব্যাক

অমানুষ রাত ১০.৩৫ জলসা মুভিজ

চোখের বালি রাত ৯.০০ কালার্স বাংলা

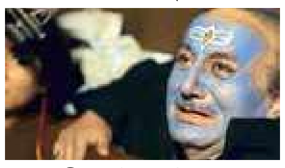

দ্য কাশ্মীর ফাইলস বিকেল ৪.০১ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

স্পিড কিলস সন্ধে ৭.০২ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে ব্যবসায় অগ্রগতি। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। বৃষ : সময়ে কাজ শেষ করতে না পারলে অনুতাপ করতে হতে পারে। ব্যবসা নিয়ে নতুন কিছু ভাবুন। মিথুন : প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকা দরকার। কর্কট : অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ঝামেলায় পড়তে পারেন। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলোচনা। সিংহ : বিদেশে যাওয়া ঠিক হতে পারে। বাড়িতে পুজোর আয়োজন। কন্যা : ছেলের পরীক্ষার ফলে খুশি হবেন। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে সামান্য মতবিরোধ। তুলা : প্রিয় কোনও বন্ধুকে অনেকদিন পর কাছে পেয়ে খুশি। সাহিত্যিক ও অধ্যাপকদের শুভ। বৃশ্চিক : বাবার শরীর নিয়ে সামান্য দুশ্চিন্তা থাকবে। সংসারে নতুন অতিথির আগমনে উৎসব। ধনু : নতুন কোনও চাকরিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ভাইয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য। মকর : জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে আনন্দ। সন্তানের বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কুম্ভ : হঠাৎ কোনও নতুন সম্পর্কে পড়তে পারেন। বিপন্ন কোনও ব্যবসাকে নতুন করে শুরু করতে পারেন। মীন : পরিবারের সঙ্গে দিন কাটিয়ে আনন্দ। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ আসবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ১৯ বৈশাখ, ৯ মে, ২০২৫, ২৫ বহাগ, সংবৎ ১২ বৈশাখ সুদি, ১০ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৪, অঃ ৬।৪। শুক্রবার, দ্বাদশী দিবা ৩।২২। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ১২।৩৮ বজ্রযোগ রাত্রি ৩।৩৯। বালবকরণ দিবা ৩।২২ গতে কৌলবকরণ শেষরাত্রি ৪।১৯ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ১২।৩৮ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ৩।২২ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈরঋতে, দিবা ৩।২২ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৮।১৯ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৯ গতে ১০।১২ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৩।২২ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১২।৩৮ গতে যাত্রা মধ্যম মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৬। ৫৪ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ চূড়াকরণ কর্ণবেধ গৃহারম্ভ দেবগৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ দেবগৃহপ্রবেশ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ জলাশয়ারম্ভ দেবতাগঠন বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৬।৫৪ গতে ৩।২২ মধ্যে বিদ্যারম্ভ দীক্ষা, দিবা ৩।২২ গতে দ্বিরাগমন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব (১৬৫ তম)। বিশ্ব থ্যালাসিমিয়া দিবস (৯ মে)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৩ মধ্যে ও ৭।৩৫ গতে ১০।১২ মধ্যে ও ১২।৪৮ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৪।১৭ গতে ৬।৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৫ গতে ৯।৩ মধ্যে ও ২।৫৩ গতে ৩।৩৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩০ গতে ১১।১৪ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।৩ মধ্যে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
GROUND ZERO
*ing : Imran Hashmi, Sai Tamhankar & others
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

তরিবাড়িতে সন্ধ্যা নামলেই আঁধার

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৮ মে : ছুটিছাটায় শহর থেকে খানিক দূরে নিরিবিলিতে বেড়ানোর অন্যতম গন্তব্য এখন তরিবাড়ি। কিন্তু কোনও পরিকাঠামো না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয় পর্যটকদের। পথবাতি নেই তরিবাড়িতে। ফলে সন্ধ্যার পর শুধু পর্যটক নন, সমস্যায় পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারাও। এলাকার বাসিন্দা অনুজ থাপার কথায়, 'তরিবাড়ি পর্যটনস্থল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সারাদিন এলাকাটি জমজমাট থাকলেও সন্ধ্যার পর অন্ধকারে ডুবে যায়। অবিলম্বে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা দরকার।'

পথবাতি না থাকায় ভোগান্তি

এলাকাটি ডাবগ্রাম ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে। ওই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অবিরাম সাইবো বলেন, 'সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করব। প্রয়োজনে সৌরচালিত আলোর ব্যবস্থা করা হবে।' স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, পথবাতি না থাকায় সূর্য ডুবলে অসামাজিক কার্যকলাপও হয়। নজরে পড়লে স্থানীয় মানুষজন প্রতিবাদ করেন। এলাকার বাসিন্দা প্রেম ছেত্রী বলেন, 'কিছুদিন আগে দেখি কয়েকজন ছেলে একসঙ্গে অন্ধকার একটি গলিতে মদ্যপান করছে। অন্ধকারের সুযোগে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম চলছে।'

আরেক বাসিন্দা অমিত দোরজির কথায়, 'আমরা এলাকা আবর্জনামুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছি। কিন্তু অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ করতে প্রশাসনিক নজরদারি প্রয়োজন।' তরিবাড়ি গুম্ফায় বেড়াতে আসা অলক দে বললেন, 'এখানে আগেও এসেছি। পথঘাট এখনও সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আগের মতোই অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। পথবাতি লাগানো জরুরি।'

বই চুরিতে ধৃত পঞ্চায়েত সদস্য

ইসলামপুর, ৮ মে : ২০২২ সালে ইসলামপুর অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের গোডাউন থেকে বই চুরি কাণ্ডে এক নির্দল পঞ্চায়েত সদস্য সহ মোট দুজনকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। ধৃতদের নাম আব্দুল আলিম ও ইনাতুর রহমান। তাদের বাড়ি ইসলামপুর থানার মাটিকুন্ডা-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া এলাকায়। ধৃতদের মধ্যে আব্দুল মাটিকুন্ডা-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বলে জানা গিয়েছে। তার ভাঙাড়ির দোকান রয়েছে। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের ইসলামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ৩ দিনের সিআইডি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল। এই ঘটনায় সম্প্রতি গ্রেপ্তার হওয়া অন্যতম অভিযুক্ত নারায়ণ ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই দুজনকে সিআইডি গ্রেপ্তার করে।

সরকারি আইনজীবী বলেন, 'বই চুরি কাণ্ডে প্রথম গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ভিম মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে নারায়ণ এবং এদিন আদালতে পেশ হওয়া দুজনের টাকার লেনদেনের হদিস পেয়েছে সিআইডি। এমনকি চুরি যাওয়া পাঠ্যপুস্তকের কিছুটা উদ্ধার হয়েছে।' মাস কয়েক আগে কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলার তদন্তভার সিআইডিকে সঁপেছিল।

ডেটিং অ্যাপে প্রতারণা

সোনার আংটি খুইয়ে পুলিশের দ্বারস্থ তরুণী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ মে : ডেটিং অ্যাপে পরিচয় পেশায় পাইলট এক তরুণের সঙ্গে। পরবর্তীতে দুজনের সম্পর্ক গভীর হয়। মাঝেমধ্যে চলে দেখা সাক্ষাতও। শেষমেষ প্রেমিকার সোনার আংটি নিয়ে চম্পট দিল সেই তরুণ! এখানেই শেষ নয়, চম্পট দেওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই তরুণের খোঁজ করতেই মাথায় বাজ পড়ল তরুণীর। বুঝতে পারলেন, আসলে ওই তরুণ পাইলট নয়। তার আসল নামও অন্য। শেষমেশ তিনি দ্বারস্থ হন পুলিশের। প্রেমের জালে ফেলে প্রতারিত করা ওই তরুণের বিরুদ্ধে চলতি সপ্তাহে মেডিকেল ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পেশায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মী ওই তরুণী অভিযোগপত্রে পুলিশকে জানিয়েছেন, ওই তরুণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় মাস ছয়েক আগে। তরুণ নিজেকে একটি বিমানসংস্থার পাইলট হিসেবে পরিচয় দেয়। নাম জানায় সিদ্ধার্থ শর্মা। ধীরে ধীরে ডেটিং অ্যাপ ছেড়ে কথাবার্তা বাড়তে থাকে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তরুণী আরও জানান, সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি দেখতে পান, ওই তরুণ পাইলট ইউনিফর্মেই সমস্ত ছবি আপলোড করেছে। ফলে বিশ্বাস বাড়ে তাঁর। শুরু হয় দেখা সাক্ষাৎ।

সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল, পরিস্থিতি অন্য মোড় নেয় গত ২৯ এপ্রিল। তরুণীর বক্তব্য, ইভিনিং শিফট থাকায় ওইদিন একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য তিনি তাঁর স্কুটারে দুটো সোনার আংটি রেখেছিলেন। ওই তরুণ বিধান মার্কেটে যাওয়ার জন্য স্কুটারটি চান। স্কুটার দেওয়ার সময় তরুণকে জানিয়ে দেন, ভেতরে সোনা আছে। পরদিন ওই তরুণ স্কুটার ফিরিয়ে দেয় ওই তরুণীকে। কিন্তু আংটির কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলে, সোনা তার কাছে ঠিকঠাক রয়েছে। পরে দিয়ে দেবে। পরে ওই তরুণী ফোন করে চাইলে, ওই তরুণ জানায় সে দিল্লি চলে গিয়েছে। পরবর্তীতে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গা থেকে ব্লক হতেই তরুণী বুঝতে পারেন, আসলে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় সার্চ করে তরুণী বুঝতে পারেন, ওই তরুণের আসল নাম হেমন্ত শর্মা। সবমিলিয়ে, ভগ্ন হৃদয়ে সোনার আংটির খোঁজে রয়েছেন ওই তরুণী।

মন্ত্রীকে ফের প্রার্থী না করার দাবি

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ৮ মে : আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মালের তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইককে প্রার্থী না করার দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহে নামবে দলেরই সংখ্যালঘু নেতাদের একাংশ। গণস্বাক্ষর করা সেই দাবিপত্র দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার ক্রান্তি ব্লকের কাঁঠালগুড়ি মাদ্রাসা ময়দানে তৃণমূলের সংখ্যালঘু নেতাদের একাংশের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। বিষয়টি জানা নেই বলে এড়িয়ে গিয়েছেন দলের জেলা চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়।

দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের ক্রান্তি ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি তথা ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মেহবুব আলমের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছিল বুলুর। গত ৩০ এপ্রিল দিঘায় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধন হয় জগন্নাথ মন্দিরের। ক্রান্তি ব্লক প্রশাসনের তরফে ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ের সামনে জায়েন্ট স্ক্রিনে সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। অভিযোগ, সেখানেই প্রকাশ্যে ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রভাত বিশ্বাসকে মারধর করেন মেহবুব। এরপরই লাটাগুড়িতে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপের উপস্থিতিতে ক্রান্তি ব্লক কমিটির একটি জরুরি বৈঠক হয়। সেখানেই মেহবুবকে দল থেকে বহিষ্কার করার সুপারিশ করা হয়। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই সুপারিশ অনুমোদনের জন্য রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি মেহবুবের কাছে গোটা বিষয়ে লিখিতভাবে জানতে চেয়েছে দল।

এদিন এই মেহবুবের নেতৃত্বেই ক্রান্তি ব্লকে এক সভার ডাক দেওয়া হয়, সেখানে আরেক তৃণমূলের সংখ্যালঘু নেতা বাদশা আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। দলেরই একাংশের মতে, দল থেকে যাতে বহিষ্কার না করা হয় এজন্য দলের ওপর চাপ বাড়াতে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন মেহবুব।

এদিন ক্রান্তি ও মাল ব্লকের দুই নেতার বেশ কিছু অনুগামী উপস্থিত ছিলেন। মেহবুবের অভিযোগ, মন্ত্রী দলটিকে তাঁর জমিদারিতে পরিণত করেছেন। ২০২১-এ যাঁরা সর্বস্ব দিয়ে তাঁকে বিজয়ী করেছেন তাঁদেরই আড়াল করে নতুন গোষ্ঠী তৈরি করেছেন মন্ত্রী। পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতাদের কার্যত দলে একঘরে করে রেখেছেন। এর বিরুদ্ধে তাঁরা এক হয়ে লড়াই করবেন। আগামীদিনে বিধানসভার প্রতিটি অঞ্চলে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন সভা করা হবে। মন্ত্রীকে আগামীতে দল যাতে প্রার্থী না করে সেই জন্য ৫০০০ স্বাক্ষর সংবলিত একটি দাবিপত্র মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেও তুলে দেওয়া হবে।

মেহবুবের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে প্রভাত বিশ্বাসকে মারধরের যে অভিযোগ তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ঘটনার সময়ে সেখানে সিসিটিভি ছিল। সেই ফুটেজ দেখলেই গোটা বিষয়ে পরিষ্কার হবে। বুলুর বক্তব্য, তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার রাজ্য নেতৃত্বই নেবে।

পাট্টার দাবিতে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৮ মে : পাট্টার দাবিতে বৃহস্পতিবার মেচি কৃষি জমিন বাঁচাও কমিটির তরফে শিলিগুড়িতে মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিককে স্মারকলিপি দেওয়া হল।

এদিন কোর্ট মোড় থেকে সংগঠনের সদস্যরা মিছিল করে ভূমি সংস্কার দপ্তরের অফিসে এসে পৌঁছান। অফিসের সামনে একটি বিক্ষোভ সভা করেন পাট্টার দাবিদাররা। এদিনের কর্মসূচিতে সংগঠনের সভাপতি কৃষ্ণবাহাদুর সারকি, জয় লোধ, কৌশিক দত্ত সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এনজেপি থানার সামনে বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার। -সংবাদচিত্র

ডিভাইডারে ধাক্কা গাড়ির, জখম চালক

ইসলামপুর, ৮ মে : বৃহস্পতিবার ভোররাতে ইসলামপুর শহরের আশ্রমপাড়া মোড়ে রাজ্য সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনায় গাড়ির চালক জখম হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে তাঁর আঘাত গুরুতর না হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শিলিগুড়ির দিকে যাওয়ার সময় গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

স্থানীয়দের অনেকেরই বক্তব্য, বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর জন্যে শহরে দুর্ঘটনাগুলি ঘটছে। ট্রাফিক পুলিশকে এবিষয়ে সজাগ থাকার দাবি জানানো হয়েছে তাঁদের তরফে। দুর্ঘটনা ঠেকাতে সেফ ড্রাইভ সেফ লাইভ-এর মতো কর্মসূচিগুলি বাড়ানোর দাবিও তাঁরা জানিয়েছেন।

খুনির শাস্তি চেয়ে বিক্ষোভ থানায়

ধৃতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের আশ্বাস পুলিশের

শিলিগুড়ি, ৮ মে : বাড়িভাসায় খুনের ঘটনায় দোষীর শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার শতাধিক মানুষ এনজেপি থানায় বিক্ষোভ দেখান। এদিন মাদানি বাজারের রামকৃষ্ণ মিনি মার্কেটের ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি স্থানীয় বহু বাসিন্দা বিক্ষোভে শামিল হন। এর পাশাপাশি থানায় স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। পুলিশের তরফে আইন মোতাবেক তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এনজেপি থানার এক আধিকারিক বলেছেন, 'পুলিশ ঘটনার দিনই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। দোষীর উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে।'

এদিন সকাল থেকেই বাজারের বেশিরভাগ দোকানদার ব্যবসা বন্ধ রেখেছিলেন। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ বেশ কয়েকটি গাড়িতে চেপে বহু মানুষ থানার সামনে আসেন। তাঁদের হাতে দোষীর শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড দেখা যায়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। বাজার কমিটির সম্পাদক মানিক সরকার বলেন, 'ব্যবসায়ী বিদ্যুৎ দাসকে বিক্রম সরকার খুন করেছে। আমরা বিক্রমের ফাঁসি চাই।'

> প্রকাশ্যে আমার বাবাকে খুন করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই দৃশ্য চাক্ষুষ করতে হয়েছে আমার ১৪ বছরের বোনকে। ঘটনার পর থেকে এখনও ট্রমায় আছে আমার বোন।
>
> **–অরূপ দাস**
> *মৃতের ছেলে*

এদিনের বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুতের ছেলে অরূপও। তিনি শিলিগুড়ি সূর্য সেন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বাবার খুনির কড়া শাস্তি দাবি করেন অরূপ। সংবাদমাধ্যমের সামনেই তিনি বলেন, 'প্রকাশ্যে আমার বাবাকে খুন করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই দৃশ্য চাক্ষুষ করতে হয়েছে আমার ১৪ বছরের বোনকে। ঘটনার পর থেকে এখনও ট্রমায় আছে আমার বোন।'

এদিকে, একমাত্র উপার্জনকারীর মৃত্যুর পর পরিবারটির কী হবে? তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনেকে।

বাজার কমিটির সহ সভাপতি সন্যাস চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'কোনওভাবেই যেন বিক্রম ছাড়া না পায়, পুলিশকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে।' উপস্থিত প্রায় সকলেরই একই দাবি। প্রসঙ্গত, সপ্তাহখানেক আগে বাড়িভাসায় খুন হন বিদ্যুৎ। সেই ঘটনার পর থেকেই চাপা উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়।

মেচির চর পরিদর্শনে বিডিও

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৮ মে : দখল হওয়া মেচি নদীর চর পরিদর্শন করলেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেন বিডিও।

নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সজনী সুব্বা, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ পৃথ্বীশ রায় এদিন ভারত-নেপাল সীমান্তের সুরজবর মৌজায় সরকারি দখল হওয়া জমিগুলি পরিদর্শন করেন। সব কিছু খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন পরিদর্শনকারী দল। অভিযোগ ছিল, নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত মেচি নদীর চর লক্ষ লক্ষ টাকায় হাতবদল করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সুরজবর, শিউবর, বড়মণিরাম মৌজা অধিকাংশই মেচি নদীর তীরে অবস্থিত। তিন বছর আগে ভূমি দপ্তরের সমীক্ষায় উঠে আসে, শুধুমাত্র সুরজবর মৌজায় ৩০০ একরের বেশি সরকারি জমি রয়েছে। যার অধিকাংশই ফাঁকা মাঠ ছিল। বেশ কয়েক বছর ধরে সেখানে একের পর এক বসতি স্থাপন হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

দখল হওয়ার প্লট তদারকিতে আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার।

নেপাল সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর, অরুণাচল, মেঘালয়ের বাসিন্দাদের কাছে সরকারি জমি বিক্রি করছেন একদল মাফিয়া। এই নিয়ে গত ৬ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হয়। খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসনের আধিকারিকরা। তারপরেই নকশালবাড়ি ব্লক প্রশাসনের একটি দল বৃহস্পতিবার গোটা এলাকা পরিদর্শন করেন। যেসব এলাকায় সিমেন্টের খুঁটি পুঁতে প্লটিং করা হয়েছে সেখানে বেশ কিছু নাম পাওয়া গিয়েছে। সে সব নামে জমি প্লটিং হয়েছে বলে ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা জানান। তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

> বিএলএলআরও দপ্তরের মাধ্যমে গোটা এলাকায় জমি কী অবস্থায় রয়েছে তা যাচাই করে দেখা হবে। তারপরেই সরকারি জমি দখলমুক্ত করা হবে। যেসব নাম প্লটিং করা এলাকায় পাওয়া গিয়েছে, সেগুলিও যাচাই করে দেখা হবে।
>
> **প্রণব চট্টরাজ**
> *বিডিও, নকশালবাড়ি*

বিডিও বলেন, 'বিএলএলআরও দপ্তরের মাধ্যমে গোটা এলাকায় জমি কী অবস্থায় রয়েছে তা যাচাই করে দেখা হবে। তারপরেই সরকারি জমি দখলমুক্ত করা হবে। যেসব নাম প্লটিং করা এলাকায় পাওয়া গিয়েছে, সেগুলিও যাচাই করে দেখা হবে।' নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ বলেন, 'জমি মাফিয়াদের চক্রান্তে এখানে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলা যায়নি। চারদিকে যে যার মতো খুঁটি পুঁতে জমি দখল করে চলছে। শীঘ্রই এখানে যাতে সরকারি প্রকল্প গড়ে তুলে স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়, সেই দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেব।'

নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ পৃথ্বীশ রায় বলেন, 'গোর্খা ব্যাটালিয়নের জন্য এই এলাকায় ৩৫ একর জমি হস্তান্তর করা হয়েছিল। সেই জমি রক্ষা করাও এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের জন্য ৭৫ একর জমি অধিগ্রহণ করার কথা ছিল সেটাও বিজেপি, সিপিএমের আন্দোলনের জেরে বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় সেই সেন্টার করার জন্য পুলিশের আধিকারিকের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে।'

স্ত্রীকে মেসেজ করে তিস্তায় ঝাঁপ

করোনেশন সেতুর কাছে উদ্ধার শিলিগুড়ির তরুণের দেহ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ মে : ফেসবুকে লেখা 'নেভার গিভ আপ'। অথচ ৩২ বছরের জীবনটাকে তিস্তায় ছুড়ে ফেলে শেষ করে দিল তাপস সাহা। বৃহস্পতিবার সেবকের করোনেশন সেতু থেকে ঝাঁপ দেন শিলিগুড়ির কুণ্ডুপুকুর মাঠ সংলগ্ন এলাকার তরুণটি। তবে তাঁর মৃত্যুর পর যাতে পরিবার না ভেসে যায়, সেই চেষ্টায় মেসেজ করে স্ত্রীকে এটিএমের পিন নম্বর, জীবন বিমার তথ্য দিয়েছেন ঝাঁপ দেওয়ার আগে।

বাড়িতে মোবাইল রেখে হোটাসঅ্যাপে বলে গেলেন, 'বিবাহিত জীবনে অশান্তি রোজ। কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তা। কী করে খাব, কাজ পাচ্ছি না। তাই আমি আত্মহত্যা বেছে নিলাম। সবাই ক্ষমা করো আমাকে।' কিন্তু পেশায় একটি বেসরকারি সংস্থার সেলসের কর্মী তাপস কেন এমন পথ বেছে নিল, বুঝতে পারছেন না পরিবারের পাশাপাশি পাড়ার কেউ।

পাঁচ মাসের বৈবাহিক জীবনে বিতৃষ্ণা? কীসের অশান্তি? তাপসের তিস্তায় ঝাঁপ এবং মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা জানাজানি হতেই প্রশ্নগুলি উঠেছে কুণ্ডুপুকুর মাঠ সংলগ্ন এলাকায়।

পরিবারের সদস্য চন্দন দাস অবশ্য দাবি করলেন, 'বৈবাহিক কোনও অশান্তি ছিল না। সেলসের কাজের চাপেই সব শেষ হয়ে গেল।' অনেকেই মনে করেন, পরিবারের সকলকে ভালো রাখার জন্য তেমন কাজ হয়তো জোগার করতে পারেনি তাপস। ঘটনাটি জানাজানি হতে নেট নাগরিকরা নিজের মতামত দেওয়া শুরু করে দিয়েছেন। বিভিন্ন জনের অভিমতে উঠে এসেছে, তরুণদের সাংসারিক চাপের কথা।

অনেকে আবার মনে করেন, করোনেশন সেতু থেকে আত্মহত্যার ঘটনা যেভাবে বাড়ছে, তাতে এলাকাটি সুইসাইড জোন হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোবিদ ডাঃ উত্তম মজুমদার বলছেন, 'আসলে যাঁরা মানসিকভাবে ওই পর্যায়ে চলে যায়, তাঁরা একটা সেফ প্লেস খোঁজে আত্মহত্যার চেষ্টা পুরোপুরি সফল করার জন্য। করোনেশন সেতু অনেক উঁচু, নিরিবিলি। তাই ওই জায়গায় বারংবার এমন ঘটনা ঘটছে।'

বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত গল্পকার বিপুল দাস বলছেন, 'প্রশাসনের ওই সেতুতে কড়া নজর দিতে হবে। নইলে কোনও এক ব্যবস্থা করতে হবে। এরকম চলতে থাকলে একসময় পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে।'

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণ এদিন সকালে কাউকে না বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। স্বামীর দেখা না পেয়ে তাঁর খোঁজ শুরু করেন স্ত্রী শ্রুতি দাস। এরমধ্যেই হঠাৎ করে বিছানায় স্বামীর মোবাইলের দিকে নজর পড়ে তাঁর। মোবাইল ফোনের লক খুলতেই হোটাসঅ্যাপ মেসেজে নজর পড়ে। প্রথম মেসেজে অশান্তি, ভালো কাজ না পাওয়ার যন্ত্রণা এবং নিজেকে শেষ করে দেওয়ার বার্তা। অন্য একটি মেসেজে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা, 'কাল এজন্য বলেছিলাম, তোমার যা যা আছে, নিয়ে চলে যেও। তোমাকে কোনওদিন সুখ দিতে পারলাম না। সেবক থেকে সুইসাইড করব।'

এমন মেসেজ দেখার পরই পরিবারের লোকেরা সেবকের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এরমধ্যেই একটি অপরিচিত নম্বর থেকে নিজের মোবাইলে ফোন করে তাপস। শ্রুতি ওই ফোন তুলতেই সে জানায়, 'আমি করোনেশন সেতু থেকে ঝাঁপ দিচ্ছি।' ওই ঘটনা জানিয়ে চন্দন বলেন, 'সেবকে পৌঁছতে পৌঁছতেই সব শেষ।'

শহরের বাসিন্দা মহম্মদ সেলিমের পোস্ট, ' যুদ্ধ আছে, রাজনীতি আছে। ক্ষমতা দখলের লড়াই আছে। কিন্তু দেশের যুব সম্প্রদায়ের মানসিক স্বাস্থ্য দিনকে দিন অবনতির পথে যাচ্ছে। আমরা কোথায় পৌঁছোচ্ছি জানি না।'

একনজরে

- চলতি বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি ৩৩ বছরের এক তরুণীর আত্মহত্যা
- গত বছরের ৩ জানুয়ারি বিনয় মোড়ের এক তরুণের আত্মহত্যা
- গত বছরের ২০ জানুয়ারি মিলনপল্লির এক তরুণের আত্মহত্যা
- ২০২৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জ্যোতিনগরের এক তরুণের আত্মহত্যা
- ২০২৩ সালের ৫ এপ্রিল এক চিকিৎসকের আত্মহত্যা
- বৃহস্পতিবার সেবকের করোনেশন সেতু থেকে ঝাঁপ দেন শিলিগুড়ির তরুণ

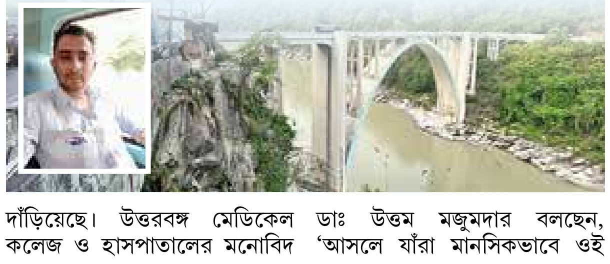

স্নানের ভিডিও তুলে পালানোর পথে আটক

শিলিগুড়ি, ৮ মে : শৌচালয় থেকে এক মহিলার স্নানের ভিডিও (ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) করার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলা এলাকার এক আত্মীয়ের বাড়িতে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। এদিন সকালে তিনি ওই বাড়ির শৌচালয়ে স্নান করতে যান। যদিও ওই মহিলার অভিযোগ, স্নান করার সময় তাঁর নজরে আসে, বাথরুমের ফাঁক দিয়ে এক তরুণ মোবাইলে ভিডিও করছে। তারপর ওই মহিলা মোবাইলের দিকে জল ছুড়ে মারেন। এরপরই পালানোর চেষ্টা করে ওই তরুণ। যদিও ওই মহিলার আত্মীয়রা তাকে ধরে ফেলে। ওই তরুণ পাশের বাড়িতেই ভাড়া থাকে। ওই তরুণকে লাঠি দিয়ে মারার পাশাপাশি রাস্তায় কান ধরে ওঠবস করানোর ভিডিও (ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ভাইরাল হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। এরপর ওই তরুণকে আটক করা হয়। যদিও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

নিকাশিনালার জল রাস্তায়

চাকুলিয়া, ৮ মে : চাকুলিয়া বালিগোড়ার নিকাশিনালার বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নিকাশিনালার মুখ বন্ধ। রাস্তার ওপর উপচে পড়ছে আবর্জনা, নোংরা জল। বাড়ছে পোকামাকড়ের উপদ্রব। স্থানীয় বাসিন্দা জামাল শেখ বলেন, 'নিকাশিনালার নোংরা জল নিয়ে আমরা খুবই অস্বস্তিতে রয়েছি। পঞ্চায়েত প্রধানকে একাধিকবার সংস্কারের দাবি জানানো সত্ত্বেও কোনও কাজ হয়নি।' চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুনের দাবি, বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাদ্দ টাকার সমস্যা রয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সবুজ সংকেত পেলেই কাজ শুরু হবে। অন্যদিকে, চাকুলিয়ার নিজামপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের লিসিন্ধারা থেকে লাহিল পর্যন্ত ২ কিমি পাকা রাস্তা নির্মাণের সূচনা হল বৃহস্পতিবার।

শ্রমিক সভা

চোপড়া, ৮ মে : ২০ মে শ্রমিক ধর্মঘটের প্রচার করতে বৃহস্পতিবার পশ্চিম দিনাজপুর চা বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে চোপড়ার ঘরুগছ এলাকায় সভা হয়। অন্যদিকে, সিপিএমের চোপড়া ২ নম্বর এরিয়া কমিটি দাসপাড়া বাজারে ধর্মঘটের সমর্থনে ও ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হেনস্তা বন্ধের দাবিতে মিছিল ও প্রচারসভা করে। ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক কার্তিক শীল বলেন, 'নয়া শ্রম আইনের প্রতিবাদে ২০ মে দেশজুড়ে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।'

অগ্নিকাণ্ড

চোপড়া, ৮ মে : চোপড়ার কালাগছ এলাকায় আচমকা বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারে আগুন লাগে। স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। অগ্নিকাণ্ডে অবশ্য বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে ট্রান্সফর্মারটির কিছু অংশ পুড়ে নষ্ট হয়েছে। ঠিক কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ড, বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কর্মীরা তা খতিয়ে দেখছেন।

রক্তদান

চোপড়া, ৮ মে : দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বৃহস্পতিবার রক্তদান শিবিরে মোট ৩৪ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ওষুধের দোকানে বেআইনি ক্লিনিক

ইসলামপুরে নরকযন্ত্রণায় রোগীরা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৮ মে : ইসলামপুর শহর সংলগ্ন বিহারের খেজুরবাড়ি থেকে স্ত্রী অঞ্জুমা বেগমকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন মহম্মদ শাহনওয়াজ। রোগীর দীর্ঘ লাইন। কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা করতে করতে অবশেষে অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে ওষুধের দোকানের সামনের চাতালেই বসে পড়লেন।

ইসলামপুর থানার বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া পাটাগড়া থেকে ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন শান্তি সিংহ। তাঁর কথায়, 'যতবারই এসেছি তিন ঘণ্টা লাইনে থাকতে হয়েছে। ক্লান্ত হয়ে ছেলেকে নিয়ে ফুটপাথে বসে নাম ডাকার অপেক্ষা করেছি।' এধরনের চেম্বারে শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা তো দূরের কথা। ইসলামপুর শহরের অধিকাংশ ওষুধের দোকানের সামনে প্রতিদিনই এমন চিত্র ধরা পড়ে। ক্লিনিকাল অ্যান্ড এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্টকে লাটে তুলে ওষুধের দোকানগুলি ডাক্তারের চেম্বার খুলে ঝুলি ভরে টাকা কামাচ্ছে। ওষুধের দোকানে বেআইনিভাবে চলা ডাক্তারের ক্লিনিকের কথা স্বীকার করেছেন ড্রাগ কন্ট্রোলের কর্তারা। কিন্তু সব জেনেও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন?

এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর তাঁদের কাছে নেই। বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন বেআইনি ও অমানবিকভাবে চলা ক্লিনিকগুলি 'লজ্জাজনক' বলে স্বীকার করেছে। পাশাপাশি লোরেল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনও সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই অমানবিক রূপ নিয়েছে যে, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস এই পরিস্থিতি 'কাম্য নয়' বলে সরব হয়েছে।

খুচরো ওষুধের দোকানে ডাক্তারের চেম্বার চলা রীতিমতো বেআইনি। কিন্তু ইসলামপুর শহরে অবৈধ কারবারটিই যেন আইন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লিনিকাল অ্যান্ড এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট অনুসারে, ডাক্তারের চেম্বার চালাতে হলে স্বাস্থ্য দপ্তরের থেকে আলাদা অনুমতি নিতে হয়। সেক্ষেত্রে রোগীদের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকা বাধ্যতামূলক। পর্যাপ্ত বসার জায়গা, আলো বাতাসের ব্যবস্থা, স্বচ্ছ শৌচাগার, আচমকা রোগী বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকার কথা। কিন্তু ইসলামপুর শহরে এই ধরনের ক্লিনিক নেই বললেই চলে। ওষুধের দোকানে স্বনামধন্য চিকিৎসকদের চেম্বারের রমরমা। আর তার জেরে নরকযন্ত্রণার শিকার হয়েও রোগীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তা ও ফুটপাথে বসে থাকছেন চিকিৎসককে দেখাবেন বলে।

এ প্রসঙ্গে বিসিডিএ-র উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি সাধন দাসের প্রতিক্রিয়া, 'বেআইনিভাবে ওষুধের দোকানে যে ডাক্তারদের চেম্বার চলছে, তা অস্বীকার করা যাবে না। যে অমানবিক কায়দায় রোগীদের ডাক্তার দেখাতে হয়, তা লজ্জাজনক। ড্রাগ কন্ট্রোল বিষয়টি দেখছে। আমরাও সদস্যদের সতর্ক করেছি।' এলসিডিডব্লিউএ-র ইসলামপুর জোন সম্পাদক রঞ্জন সাহার বক্তব্য, 'এমনটা কাম্য নয়। রোগীদের জন্য সুব্যবস্থা অবশ্যই থাকা উচিত।'

অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক পার্থ ভদ্রের কথায়, 'আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ওষুধের দোকানে চেম্বার চলা ওপেন সিক্রেট। রোগীদের জন্য মানবিক ন্যূনতম পরিকাঠামো অবশ্যই থাকা উচিত।' আইএমএ-র ইসলামপুরের সম্পাদক সায়ন্তন কুণ্ডু রাখঢাক না রেখেই বলেন, 'আইন ভেঙে যে অর্থ উপার্জন চলছে, তা নিয়ে দ্বিমত নেই। রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না করে ব্যবসায়ীরা শুধু টাকা টাকা করবেন, এটা কাম্য নয়। কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত।' ড্রাগ কন্ট্রোলার অমিতাভ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, 'ইতিমধ্যে একাধিক ওষুধের দোকানকে চিহ্নিত করে সতর্ক করেছি। সমস্যার কথা অস্বীকার করা যাবে না। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমরা যথাযথ পদক্ষেপ করব।'

ইসলামপুর শহরে ওষুধের দোকানে চলা ডাক্তারের চেম্বারে এভাবেই নীচে বসে অপেক্ষা করেন রোগীরা।

বিপাকে রোগীরা

- ডাক্তারের চেম্বার চালাতে হলে স্বাস্থ্য দপ্তরের থেকে আলাদা অনুমতি নিতে হয়
- সেক্ষেত্রে রোগীদের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকা বাধ্যতামূলক
- পর্যাপ্ত বসার জায়গা, আলো বাতাসের ব্যবস্থা, স্বচ্ছ শৌচাগার থাকার কথা
- কিন্তু ইসলামপুরে ওষুধের দোকানে চলা ক্লিনিকগুলিতে এই ধরনের পরিকাঠামো নেই

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.

ঘরে ফেরা।। *তোর্ষা নদীর তীরে ছবিটি তুলেছেন বিপুল বর্মন।*

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আক্রান্ত

শিলিগুড়ি, ৮ মে : পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে হামলার মুখে পড়লেন সুদন গুরুং। তিনি দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা। সুদন বেশ কিছুদিন ধরে পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব। পাহাড়ের বর্তমান শাসক দলের বিরুদ্ধেও তাঁর অভিযোগ রয়েছে। ক'দিন আগে শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে ৩১৩ জন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন।

বৃহস্পতিবার রাতে দার্জিলিংয়ের সুপার মার্কেট এলাকাতে তাঁর ওপরে হামলা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। রাতেই সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সুদন। এই ঘটনার নিন্দা করেছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং, ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের নেতা অজয় এডওয়ার্ড সহ অন্যরা। পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, এই হামলা কীভাবে হল, কে করল, সেটা পুলিশ তদন্ত করে বের করুক।' জানা গিয়েছে, ঘটনা সম্পর্কিত অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

স্কুল ভিত্তিক ফলাফল উচ্চমাধ্যমিক

- চোপড়া গার্লস হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৫১৫
  উত্তীর্ণ : ৪১৩
  সর্বোচ্চ : আসিফা বেগম (৬৫০)
- চোপড়া হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ২০৬
  উত্তীর্ণ : ১৫৪
  সর্বোচ্চ : দেবার্ঘ্য দে (৬১৬)
- সোনাপুরহাট মহাত্মা গান্ধি হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ২৪৩
  উত্তীর্ণ : ২০২
  সর্বোচ্চ : বিশ্বদেব সিংহ (৬০২)
- এনএলপি বদিগছ হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৪৫
  উত্তীর্ণ : ৮৫
  সর্বোচ্চ : দীপা সরকার (৪৫০)
- দাসপাড়া হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৪৬৫
  উত্তীর্ণ : ২৮৮
  সর্বোচ্চ : রূপাঞ্জন সরকার (৫৯৩)
- মাঝিয়ালি হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৪০৫
  উত্তীর্ণ : ২৩৬
  সর্বোচ্চ : মনোতোষ পাল (৪৫৯)
- কালীগঞ্জ হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ২৩৭
  উত্তীর্ণ : ১৮৪
  সর্বোচ্চ : নিখাত পারভিন (৫৭৪)
- টটু সিংহ স্মৃতি হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ২২৬
  উত্তীর্ণ : ১২৫
  সর্বোচ্চ : সাথী সরকার (৫৮৬)
- কোটগছ হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৪২
  উত্তীর্ণ : ৮০
  সর্বোচ্চ : রৌশন আলম (৫২৯)
- মহম্মদবক্স হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৭৮
  উত্তীর্ণ : ৯৭
  সর্বোচ্চ : রুনা পারভিন (৪৭৪)
- বড়বিল্লা হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৭১
  উত্তীর্ণ : ৪২
  সর্বোচ্চ : মেহেজিবা পারভিন (৫৪০)
- লক্ষ্মীপুর হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৩৫০
  উত্তীর্ণ : ২৫৯
  সর্বোচ্চ : ইমরান আলি (৪৯০)
- নন্দীগছ হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৬৩
  উত্তীর্ণ : ৫৯
  সর্বোচ্চ : নুরিসা খাতুন (৩৭৮)
- বাচ্চামুন্সি গার্লস হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৯৬
  উত্তীর্ণ : ৪৩
  সর্বোচ্চ : নাজমিনা খাতুন (৩২২)
- ইসলামপুর হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ২৪৮
  উত্তীর্ণ : ২৩৪
  সর্বোচ্চ : সৌলিপ বিশ্বাস (৬৪৮)
- ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৩০০
  উত্তীর্ণ : ২৮০
  সর্বোচ্চ : অঙ্কিতা দাস (৬৭১)
- ক্ষুদিরামপল্লি সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠ
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৩০
  উত্তীর্ণ : ৭১
  সর্বোচ্চ : তুহিনকুমার কুণ্ডু (৬৬১)
- মিলনপল্লি হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৩৬
  উত্তীর্ণ : ১১২
  সর্বোচ্চ : কৌশিক দাস (৬৩৫)
- চোপড়াঝাড় আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়
  মোট পরীক্ষার্থী : ১১০
  উত্তীর্ণ : ২২
  সর্বোচ্চ : সাবেরা খাতুন (২৩০)
- ইসলামপুর উর্দু মিডিয়াম গার্লস হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৮৯
  উত্তীর্ণ : ৬৪
  সর্বোচ্চ : নুর ফাইজি (৪৩৩)
- স্টেট ফার্ম কলোনি হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৩৪
  উত্তীর্ণ : ৭৩
  সর্বোচ্চ : দয়ানন্দ সিংহ (৬৩১)
- শ্রীকৃষ্ণপুর হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ২২২
  উত্তীর্ণ : ১০৩
  সর্বোচ্চ : মহম্মদ রেজা (৫৫৩)
- মাদারিপুর হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৯৭
  উত্তীর্ণ : ৬৫
  সর্বোচ্চ : মহম্মদ ওয়েস রেজা (৬৩৬)
- রামগঞ্জ হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৩৪৩
  উত্তীর্ণ : ২৫৩
  সর্বোচ্চ : মহম্মদ মিসবাউল হক (৬১৮)
- রামগঞ্জ গার্লস হাইস্কুল
  মোট পরীক্ষার্থী : ৪০৬
  উত্তীর্ণ : ১৭৭
  সর্বোচ্চ : নিরুপমা সিংহ (৫৬৩)

ধর্ষণে অভিযুক্তদের শাস্তি দাবি

শিলিগুড়ি, ৮ মে : নকশালবাড়ি ব্লকের কিরণচন্দ্র চা বাগানে নাবালিকাকে ধর্ষণে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভে শামিল হলেন চা বাগানের মহিলারা। বৃহস্পতিবার তাঁরা শিলিগুড়ি আদালতের সামনে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় পুলিশবাহিনী।

এপ্রিল মাসে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছিল ওই নাবালিকা। অভিযোগ, সেই সময় তাকে টেনে চা বাগানে নিয়ে যায় দুই তরুণ। পরে সেখানে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় আরও এক তরুণ। তিনজন মিলে ধর্ষণ করে নাবালিকাকে।

ঘটনার তদন্তে নেমে তিন তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের এদিন আদালতে পেশের আগে তাদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হয়।

বিক্ষোভে চা বাগানের বাসিন্দাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য, সমন পাঠক ও দার্জিলিং জেলা চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়নের সদস্যরা।

ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, 'দেশে কোথাও মেয়েরা নিরাপদ নয়। কেন্দ্র-রাজ্য কারও সেদিকে নজর নেই। মেয়েদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।' ধৃতরা যাতে কিছুতেই জামিন না পায় সেই দাবি জানান চা বাগানের মহিলারা।

মেয়রের সাহায্যে গবেষণার সুযোগ

শিলিগুড়ি, ৮ মে : মেয়র ফান্ডের আর্থিক সহযোগিতায় পড়াশোনা করে আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার সুযোগ পেয়েছিলেন শিলিগুড়ির ছেলে ধীমান নন্দী। তবে গবেষণার কারণে প্রতি মাসে ধীমান স্টাইপেন্ড পাওয়ায় এখন আর সেই টাকার দরকার নেই বলে মেয়রকে ফোন করে জানালেন তাঁর বাবা তুষারকান্তি নন্দী। পাশাপাশি ধন্যবাদও জানালেন। ছেলের পড়াশোনার জন্য আর্থিক সহযোগিতা চেয়ে মেয়রের কাছে লিখিত আবেদন করেছিলেন ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তুষার। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রতি মাসে পড়াশোনার খরচ বাবদ তুষারের ছেলে ধীমান নন্দীর জন্য মেয়র ফান্ড থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে সহযোগিতা করত শিলিগুড়ি পুরনিগম। সেই সহযোগিতা পেয়েই বিদেশে পিএইচডির সুযোগ পান ধীমান। গত অগাস্ট মাস থেকে সেখানেই গবেষণা করছেন তিনি। গবেষণার কারণে প্রতি মাসে স্টাইপেন্ড পাচ্ছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে মেয়রকে ফের চিঠি দিয়ে সহযোগিতার টাকা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ওই ছাত্রের বাবা বলেন, 'এখন আর ওই টাকার দরকার নেই।' প্রয়োজনে ওই টাকা অন্য কোনও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্র বা ছাত্রীকে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

আরও এক হাজার এলইডি আলো

শিলিগুড়ি, ৮ মে : নতুন করে আরও এক হাজার এলইডি লাইট লাগাচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। শহরের বেশ কিছু ওয়ার্ড এবং সংলগ্ন এলাকায় পুরোনো লাইট বদল করা যায়নি। বিদ্যুৎ বিভাগের মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়াল বলেন, 'শহরে পথবাতির সমস্যা আগের থেকে অনেকটাই কমেছে। আমরা ১২০ ওয়াটের এক হাজারটি পথবাতি লাগাব এছাড়া পুজোরও আগে আরও পথবাতি লাগানো হবে।'

বর্তমানে শহরে প্রায় ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি পথবাতি রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন উদ্যান, মাঠ মিলিয়ে আরও তিন হাজার। এর মধ্যে সবগুলি এলইডি নয়। সেগুলিকে পরিবর্তন করে সব জায়গাতেই এলইডি লাগানো হবে। এছাড়া শহরের যে সমস্ত রাস্তা কিংবা ওয়ার্ডের ভিতরে পথবাতি বিকল হয়ে রয়েছে সেগুলিও সংস্কারের কাজ করা হবে। প্রায় ৫ হাজার এলইডি লাইট এই বোর্ড থাকাকালীন শহরে লাগানো হয়েছে, বাকি বাতিগুলিকেও পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া চলছে। শহরের বাসিন্দা অজিত কর্মকার বলেন, 'হায়দারপাড়ার কিছু অংশে লাইটের সমস্যা রয়েছে। কাজেই নতুন লাইট লাগানো হলে সবাই উপকৃত হবেন।'

কিছু কিছু পথবাতি একাধিকবার সংস্কার করা হলেও পুরোনো হওয়ার দরুন সমস্যা মিটত না, সেই সমস্যাও এবার মিটে যাবে বলে আশাবাদী পুরনিগম। পাতিকলোনির বাসিন্দা সুস্মিতা গুহ বলেন, 'আমাদের এলাকার কিছু বাতি সবসময়ই বিকল হয়ে থাকে। এই সমস্যা মিটলে সাধারণ মানুষ স্বস্তি পাবেন।'

সেনার পরীক্ষায় ফের জাল শংসাপত্র

মালবাজার, ৮ মে : একদিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আবহে দেশের সেনাবাহিনী যখন নিজেকে তৈরি করছে, ঠিক সেসময় সেনাবাহিনীর কুলি নিয়োগের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার আগে আবার ধরা পড়ল জাল পুলিশ ভেরিফিকেশনের শংসাপত্র। শংসাপত্রগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ছয়জনকে। এই শংসাপত্রগুলিও মাল থানা থেকে দেওয়া হয়েছে।

গত ৬ এবং ৭ মে ডামডিমে বাগরাকোট মিলিটারি স্টেশনে সেনাবাহিনীর কুলি নিয়োগে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ছিল। পাহাড় ও ডুয়ার্সের প্রচুর তরুণ এসেছিল সেখানে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার পর চাকরিপ্রার্থীদের নথিপত্র যাচাই করা হয়। তখনই কিছু তরুণের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দেখে সন্দেহ হয় সেনা আধিকারিকদের। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'দিনে এমন ছয়জনের জাল শংসাপত্র পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তীতে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়। ১৭৯ দিনের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ছিল এটি।

প্রাথমিক অনুমান, শংসাপত্রগুলি মাল থানা থেকে ইস্যু করা হয়েছে। এখানেও অভিযোগের তির সেই সিভিক ভলান্টিয়ার মণিরুল ইসলামের দিকে। জাল পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বানিয়ে শ্রীঘরে ঠাঁই হয়েছে ওই সিভিকের। শংসাপত্রে থানার আইসির সই জাল করেছিল সে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ বলেন, 'নতুন করে সেনাবাহিনীর তরফে কোনও অভিযোগ আসেনি। তাছাড়া মণিরুলকে অন্য কেউ এই কাজে সহযোগিতা করেছে কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

মাল থানার সিভিক ভলান্টিয়ার মণিরুল ইসলাম বরাবরই শাসকদল-ঘনিষ্ঠ। নিজের গ্রাম নিজামবাড়িতে যথেষ্ট প্রভাব তার। পোর্টারের চাকরিতে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক। যাদের আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিংক করা নেই, তাদের জন্য শংসাপত্র বানিয়ে দিত মণিরুল। আর সেই কাজ সে করত নিজের সাইবার ক্যাফে থেকে। ইতিমধ্যেই অনেক পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বানিয়ে বিভিন্ন তরুণকে দিয়েছে মণিরুল।

বাগরাকোট ও রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু তরুণ গত ১৯ এপ্রিল মাল থানার ডিআইবি অফিসে আসে তাদের শংসাপত্র নিয়ে। এক তরুণের শংসাপত্রে পিন কোড ভুল থাকায় তা সংশোধন করাতে আসে সে। সেই শংসাপত্র দেখে সন্দেহ হয় ডিআইবি আধিকারিকের। তাদের চারটি শংসাপত্র নিয়ে থানার আইসির কাছে গেলে জানা যায়, সার্টিফিকেটের আইসির স্বাক্ষরও জাল। ওই তরুণদের থেকে তথ্য নিয়ে মণিরুলকে গ্রেপ্তার করে মাল থানার পুলিশ। গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পর মণিরুলের ক্যাফে থেকে কম্পিউটার, হার্ডডিস্ক সহ বেশ কিছু জাল সার্টিফিকেট বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'এটা প্রশাসনের চরম অপদার্থতা, জাল শংসাপত্রের জন্য যাদের নিয়োগ বাতিল হল তার দায় পুলিশ প্রশাসনকে নিতে হবে।' সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, 'শাসকদলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে থানা থেকেও এখন জাল সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে।' কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈকত দাস বলেন, 'এই সমস্ত জাল শংসাপত্র ব্যবহার করে কোনও বিদেশি নাগরিক আমাদের সেনাবাহিনীতে ঢুকে থাকলে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। এই ঘটনার তদন্তভার সেনাবাহিনীর নেওয়া উচিত।'

মণিরুলের এই ক্যাফে থেকেই তৈরি হত জাল শংসাপত্র। -সংবাদচিত্র

দারুণ অগ্নিবাণে রে... বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

থমকে গেল তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদল

সব দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাময়িক বিরতি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ মে : ভারত-পাক সংঘাতের আবহে রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির কর্মকাণ্ড হঠাৎ থমকে গিয়েছে। এই অবস্থায় রাজ্যের শাসকদলের বহুচর্চিত রদবদল প্রক্রিয়াও থমকে গিয়েছে। অনেক আগেই এই কারণে সাময়িক স্থগিতের মুখে পড়েছে বিজেপির সাংগঠনিক রদবদলের কাজও। ব্যাহত হয়েছে বঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক নির্বাচনের শেষ পর্বও। এই ইস্যুতেই এবার ধাক্কা রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদল। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতোই আপাতত রদবদলের ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসেছেন দলের রাজ্য নেতৃত্বও। এমনিতে কথা ছিল আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ঢালাওভাবে না হলেও দলের সাংগঠনিক পর্যায়ে কিছু কিছু রদবদলে সিলমোহর দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধ পরিস্থিতি সামগ্রিক অবস্থাটাই বদলে দিয়েছে। তবে দলনেত্রী তাঁর ঘনিষ্ঠমহলে আভাস দিয়েছেন, চলতি মাসের মাঝামাঝি বা শেষ পর্বে সম্ভবত সার্বিক পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলেই রদবদলের চূড়ান্ত প্রক্রিয়ায় হাত দেবেন তিনি। বৃহস্পতিবার শাসকদলের এক প্রবীণ শীর্ষ নেতা বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে কিছুটা সময়ও হাতে পেয়ে গেলেন দলনেত্রী। রদবলের বিষয়টা আরও ঝালিয়ে নিতে পারবেন তিনি। সম্ভব হলে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই নিয়ে দলনেত্রীর আবার 'ওয়ান ইজ টু ওয়ান' কথা হলেও হতে পারে। দলের রদবদলের ব্যাপারে দীর্ঘদিনের দাবিদার অভিষেক। দীর্ঘদিন আগে তাঁর রদবদল সংক্রান্ত সুপারিশের তালিকা দলনেত্রীকে দিয়েও রেখেছেন তিনি। তা এতদিনে মান্যতা না পাওয়াতেই কি অভিষেকের দল সম্পর্কে প্রায় অস্বাভাবিক নীরবতা? প্রশ্ন উঠেছে তৃণমূলের অন্দরে।

রাজ্যে দলগুলির শুধু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে হঠাৎ থমকে গিয়েছে তাই নয়, এই আবহে রাজ্যে সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠনের আন্দোলনেও ভাটার টান লক্ষ্য করা গিয়েছে। চাকরি বাতিল থেকে শুরু করে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিভিন্ন ইস্যুতে শিক্ষক সমাজের বিভিন্ন সংগঠন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির রাস্তায় নেমে আন্দোলন কর্মসূচির জোরদার লক্ষণ তেমন চোখে পড়ছে না। শাসকদল তৃণমূলের কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচিও আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। সব দল ও সংগঠনের একটিই কথা, আগে দেশ তারপর সব কিছু। দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা সবাই এক ও অভিন্ন। এরই মধ্যে শাসক ও বিরোধী দলের একাধিক শীর্ষ নেতার মন্তব্য, দেশের এই পরিস্থিতি চিরকাল একই থাকবে না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলেই আবার সবারই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আন্দোলন ও প্রচার শুরু হবে।

কলকাতায় নতুন জগন্নাথের মন্দির। দমদমে জপুর শিশু উদ্যানে। বৃহস্পতিবার।

আজাদের পাকিস্তান যোগ, দাবি ইডি'র

কলকাতা, ৮ মে : জাল পাসপোর্ট কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত ধৃত আজাদ মল্লিকের ফোন থেকে ২০ হাজার পাতার গুরুত্বপূর্ণ নথি, ছবি, মেল ও অডিও উদ্ধার করল ইডি। তাঁর ফোন থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের নথি পেয়েছেন তদন্তকারীরা। পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল বলে মনে করছে ইডি। তাঁর মোবাইল থেকে সেই সংক্রান্ত প্রমাণও মিলেছে।

তদন্তে ইডি জানতে পেরেছে, গ্রেপ্তারের আগেই নিজের মোবাইল বদলেছিলেন আজাদ। তাঁর পুরোনো ফোনটি উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। পুরোনো ফোনে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতে পারে বলে মনে করছে ইডি। ইতিমধ্যেই তাঁর মোবাইল থেকে পাওয়া যোগাযোগ নম্বরগুলির আইএসডি খতিয়ে দেখে বোঝা গিয়েছে পাকিস্তানের নাগরিকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। উদ্ধার হওয়া অডিওগুলি থেকে ভয়েস ডিকোড করা হচ্ছে।

পাক বন্দিদের ওপর বিশেষ নজরদারি

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ মে : ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে এই রাজ্যে বন্দি পাকিস্তানি জঙ্গিদের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলে অন্তত ৮ জন পাকিস্তানি জঙ্গি বন্দি রয়েছে। সর্বদা তাদের কার্যকলাপ ও গতিবিধি নজর রাখে জেল প্রশাসন। তবে চলতি পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত নজরদারি দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যের কারা দপ্তরগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শীর্ষ কর্তারা যোগাযোগ করেছেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে জেলা, মহিলা, মুক্ত, বিশেষ কারাগারগুলি মিলিয়ে অন্তত ৮ জন পাকিস্তানি বন্দি এই রাজ্যে রয়েছে। তাদের মধ্যে কুখ্যাতের তালিকায় রয়েছে মহম্মদ মসিউদ্দিন ওরফে মুসা, জাভেদ মুন্সি, শাহবাজ ইসমাইল সহ অনেকে। রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে এখনও উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে বন্দিদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।' কারা দপ্তর সূত্রে খবর, সর্বদা জঙ্গিদের ওপর নজর রাখা হয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

কালোবাজারি নিয়ে হুঁশিয়ারি মমতার

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৮ মে : 'এটা টাকা রোজগারের সময় নয়। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সময়।' বৃহস্পতিবার নবান্নের বৈঠক থেকে কড়া সতর্কবার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম সহ বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী, সচিব, ব্যবসায়ী সংগঠন এবং হিমঘর সংগঠনকে নিয়ে বৈঠকে বসেন মমতা। বাজারদর নিয়ন্ত্রণের বার্তা দিয়ে মমতা বলেন, 'সবাই নিজের ঘর মনে করে দেশের ওপর নজর রাখুন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে যে কালোবাজারি করবে, তার সবকিছু বাজেয়াপ্ত করবে সরকার।'

জেলাশাসকদের তুলোধোনা করতেও ছাড়েননি মুখ্যমন্ত্রী। একাধিকবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও মধ্যবিত্তদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস মাছ, মাংস, ডিমের পাশাপাশি আলু, পেঁয়াজ, রসুন সহ দরকারি সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে আসছে না কেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনের উদ্দেশে মমতা বলেন, 'টাস্কফোর্সকে সঙ্গে নিয়ে বাজারগুলিতে নিয়মিত নজরদারি চালাতে হবে। প্রয়োজনে সারপ্রাইজ ভিজিট করতে হবে।' ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির উদ্দেশে তিনি বলেন, 'রাজ্যের পণ্য বাইরে পাঠানো যাবে না। গত বছর বারণ করা সত্ত্বেও আলু বাইরে পাঠানো হয়েছিল। এবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়।'

যুদ্ধ নিয়ে সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনি ভাবছেন সব সমস্যা কাশ্মীরের ওপর দিয়ে হবে। যদি এখানে হয়?' যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রের কথায় সায় দিয়ে খাদ্য ভাণ্ডার মজুত রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পুরসভার বাজারগুলি পরিদর্শন করার জন্য ফিরহাদ হাকিমকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ, মৎস্য দপ্তরের নিজস্ব পুকুর ব্যবহার, আলু-পেঁয়াজের সংরক্ষণাগারের দিকে নজর দেওয়া ছাড়াও প্রতিটি রেলস্টেশনে নজরদারির নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আশ্বাস দেন, চলতি বছরে আরও ১৩০০টি পেঁয়াজের সংরক্ষণাগারের অনুমোদন দেবে রাজ্য। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাজারদর ইচ্ছাকৃতভাবে না বাড়ানোর হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

উচ্চমাধ্যমিকে নতুন নিয়ম

আগের উত্তীর্ণরাও বসতে পারবে সিমেস্টারে

কলকাতা, ৮ মে : অনেকে উচ্চমাধ্যমিকে পাশ করেছেন, কিন্তু ৬টি বিষয়ের মধ্যে একটিতে আশানুরূপ নম্বর আসেনি। নিয়ম অনুসারে, সেরা ৫টি বিষয়ের (বেস্ট অফ ফাইভ) ভিত্তিতে সার্বিকভাবে নম্বর মিলেছে। বাকি যে বিষয়টিতে ভালো নম্বর আসেনি, সেই বিষয় নিয়েই ভবিষ্যতের স্বপ্ন যাঁরা দেখছেন, তাঁদের কথা ভেবে নতুন নিয়ম চালু করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এতদিন উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিটে ওই ষষ্ঠ বিষয়ের উল্লেখ না থাকায় সেই বিষয়টিকে উচ্চশিক্ষার জন্য বেছে নেওয়া যেত না। এই সমস্যার সমাধানেই নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সংসদ। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৯(২) রেগুলেশনের ভিত্তিতে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরা আবার নতুন সিমেস্টার ব্যবস্থায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

শিক্ষা সংসদ বলছে, পুনরায় তৃতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারে পরীক্ষায় বসতে পারবেন আগে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা। তাঁদের রেগুলার প্রার্থী হিসেবেই ধরা হবে। অনেক পরীক্ষার্থীই উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়েও জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সুযোগ পান না। কারণ সেই সুযোগ পেতে গেলে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগের মূল তিনটি বিষয় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিতে পাশ করা বাধ্যতামূলক। এর মধ্যে একটি বিষয় যদি উত্তীর্ণদের মার্কশিটে 'বেস্ট অফ ফাইভে' না থাকে, তাহলে তাঁরা জয়েন্টের মতো পরীক্ষায় সুযোগ পান না। এই সমস্যা দূর করতেই সংসদ নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বৃহস্পতিবার। তবে শুধু ঐচ্ছিক বা পছন্দের বিষয় নয়, উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের প্রতিটি বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হবে সিমেস্টার ব্যবস্থায়।

ইচ্ছুক পড়ুয়াদের স্কুল মারফত অনলাইনে আবেদন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ার জন্য ৮ মে থেকে ৭ জুন পর্যন্ত শিক্ষা সংসদের ওয়েবসাইট খোলা থাকবে। তবে শিক্ষক মহলের একাংশের মত, 'সংসদের সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়। তবে ক'জন উত্তীর্ণ পুনরায় পরীক্ষায় বসবেন, সেই নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।'

শুভেন্দু-সুকান্তকে কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ৮ মে : সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বৃহস্পতিবার বোমা ফাটিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। নাম না করে তাঁর কটাক্ষ, 'আসলে দাম পড়ে গেলে সবাই তাঁর নামটা প্রচার করে খবরের বাজারে শিরোনামে আসতে চান। নিজের পক্ষে এই কাজ করতে না পারলে কাউকে দিয়ে তাঁর বা তাঁদের নামটা এভাবেই প্রচারে নিয়ে আসার ছক করেন।' কাদের সম্পর্কে তাঁর এই মন্তব্য, সরাসরি তা বলতে চাননি বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন 'সফল' সভাপতি দিলীপ। শুধু বলেন, 'এসব বুঝে নিতে হয়। সবই কি আমাকে বলতে হবে?'

গত বুধবার কলকাতায় দলের এক সাংগঠনিক বৈঠকের পর খবর রটে যায়, ওই বৈঠকে বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল এরাজ্যের ভারপ্রাপ্ত দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে ও অমিত মালব্য সহ দলের রাজ্য শাখার শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে জানান, 'রাজ্যে আগামী বিধানসভার ভোটে দল সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে লড়াই করবে।' বনসলের এই মন্তব্যে অবশ্য সরকারিভাবে কোনও সমর্থন মেলেনি। তবুও এই প্রসঙ্গে এদিন প্রায় ঝাঁঝালো প্রতিক্রিয়া দিলীপের। এদিন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর কাছে দিলীপ বলেন, 'পার্টিটার নাম বিজেপি। দলের রাজ্য কমিটি ঘোষণা হল না। রাজ্য সভাপতি কে হবেন জানা গেল না। তার মধ্যে কারা বিধানসভার ভোটে দলকে নেতৃত্ব দেবেন তা ঘোষণা হয়ে গেল। এ আবার হয় নাকি?'

দিলীপ মনে করেন, শুধু ঘরে বসে মিটিং করে কিছু হয় না। রাস্তায় নেমে সুনির্দিষ্ট ইস্যু নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দলকে রাস্তায় নামাতে না পারলে এরাজ্যে তৃণমূলের রাজত্বে ভোটে জেতা যায় না। তারপরই তাঁর সংযোজন, 'দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কী চাইছেন জানি না। তাঁদের নির্দেশমতোই কাজ করব। আপাতত নিজেই নিজের কর্মসূচি অনুযায়ী চলছি। দলের বিভিন্ন জেলা নেতৃত্ব অবশ্য তাঁদের কর্মসূচিতে ডাকলে সেখানেও যাচ্ছি।'

বঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক নির্বাচন সর্বস্তরে প্রায় শেষের মুখে। রাজ্য সভাপতি নির্বাচন এবার হয়ে যাওয়ার আশা করছেন দিলীপ। তাঁর ধারণা, যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্যই দলের এই পর্বটা থমকে আছে। শীর্ষ নেতৃত্ব এখন এই নিয়ে ব্যস্ত বলেই ব্যাপারটা আটকে আছে বলে জানান তিনি।

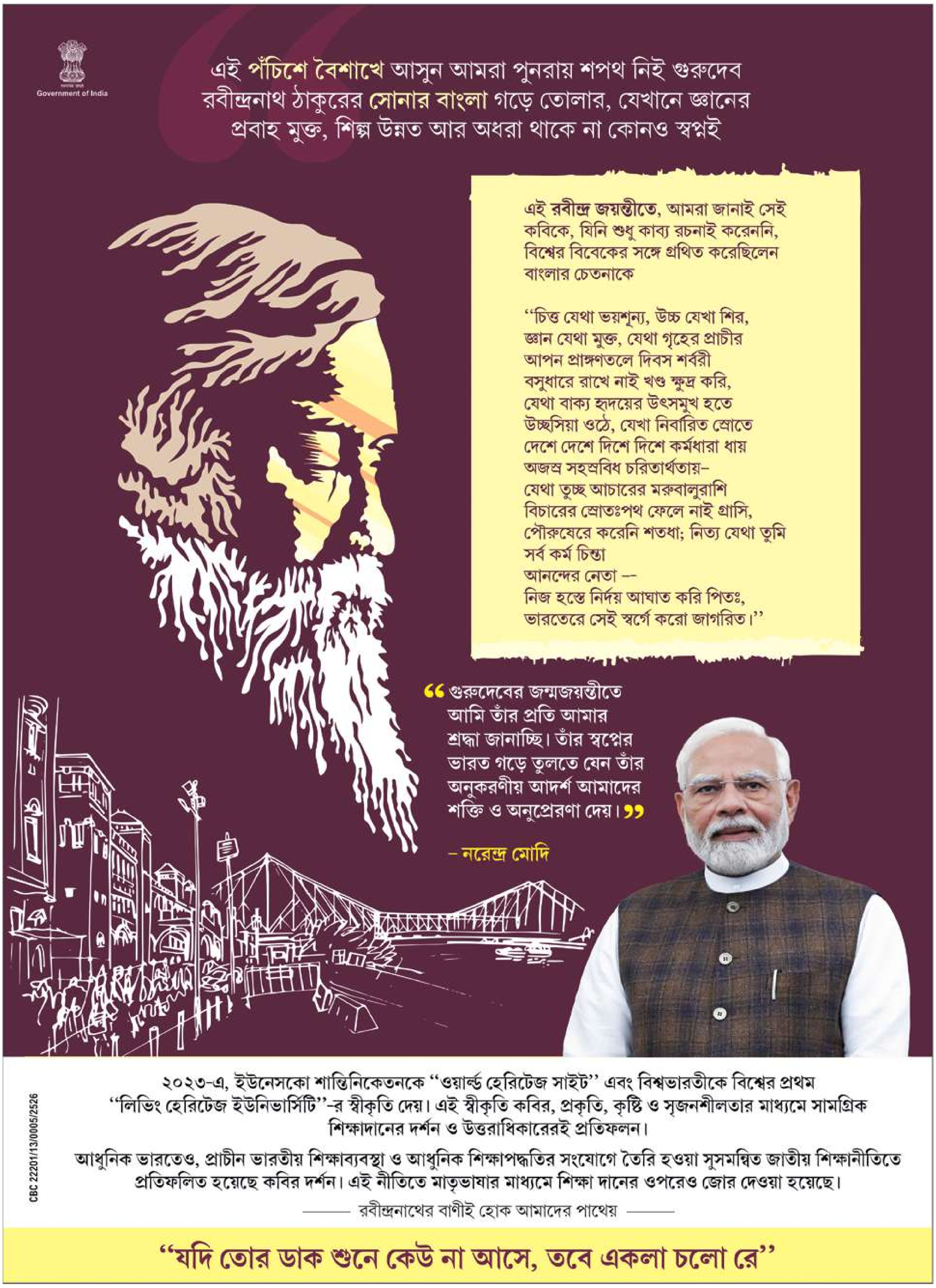

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৪৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৫ বৈশাখ ১৪৩২

পাক কোর্টে বল

ঠিক পনেরোদিনের মাথায় প্রত্যাঘাত। কথা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পহলগামে জঙ্গি হামলার পরের দিনই পাকিস্তানের নাম না করে দোষীদের অকল্পনীয় শাস্তি দেওয়ার হুংকার দিয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় সেনা ও বায়ুসেনার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নয়টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংসে সেই হুংকারের বাস্তবায়ন ঘটল। সরকারি বয়ান অনুযায়ী, ২৫ মিনিটে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয় ২৪টি। নিখুঁত নিশানার ওই অপারেশনে নিহত জঙ্গির সংখ্যা ৮০।

গভীর রাতে ভারতীয় বাহিনীর ওই সাফল্যের পরদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা দেশের পাকিস্তান সীমান্তবর্তী দশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের দ্রুত সরাতে মুখ্যমন্ত্রীদের অনুরোধ করেন শা। বিরোধী নেতাদের মুখে এই অপারেশনের জন্য সেনাবাহিনীর জয়ধ্বনিই শোনা যাচ্ছে।

পহলগামে জঙ্গিরা যেহেতু বেছে বেছে পুরুষদের হত্যা করেছিল তাঁদের স্ত্রীদের সামনে, ভারতের এই সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানের তাই নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন সিঁদুর।' ওই অভিযানে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জঙ্গিঘাঁটির তালিকায় লস্কর ও জইশের প্রশিক্ষণ ও প্রচার কেন্দ্র রয়েছে। পাক আকাশসীমা লঙ্ঘন না করে রাফাল এবং সুখোই যুদ্ধবিমান থেকে ভারতের এই ক্ষেপণাস্ত্র হানা পাকিস্তানের কোনও সামরিক পরিকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করেনি বলে নয়াদিল্লি দাবি করেছে।

অভিযানের পর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল কথা বলেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়োর সঙ্গে। শুধু মুখের কথা নয়, ভারত দেখিয়ে দিল, প্রয়োজনে পাকিস্তানকে সবক শেখাতে তারা পুরোপুরি তৈরি। তবে পাকিস্তানও ভারতকে পালটা জবাব দেওয়ার হুমকি দিয়ে রেখেছে। পুঞ্চ-রাজৌরিতে পাক সেনার গোলাবর্ষণে ইতিমধ্যে ১৫ ভারতীয়র মৃত্যু হয়েছে। ভারতের কয়েকটি শহরের সেনাছাউনিতে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হানার পাক চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে দেশের সামরিক বাহিনী।

এই অপারেশনের আগেই সম্ভাব্য যুদ্ধ প্রস্তুতির লক্ষ্যে দেশের ২৫৯টি জায়গায় অসামরিক প্রতিরক্ষা মহড়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল ভারত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শেষবার এরকম মহড়া হয়েছিল ভারতে। পহলগামে জঙ্গি হামলার বেশ কিছুদিন পার হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যাঘাত না হওয়ায় পাকিস্তান, বাংলাদেশের মতো কিছু রাষ্ট্র নয়াদিল্লির হম্বিতম্বি নিয়ে মাঝে ঠাট্টাতামাশা শুরু করেছিল। অপারেশন সিঁদুর সেইসব কটাক্ষের জবাব দিল। গোটা পৃথিবী ভারতের প্রতিবেশী দুই দেশের অস্ত্রাগারের হাঁড়ির হাল জানে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় স্পষ্ট ছিল যে, চারদিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতো রসদও পাকিস্তানের নেই।

প্রত্যাঘাতের জন্য কয়েকদিন সময় নেওয়ার কারণ, ভারত ইতিমধ্যে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে নিজেকে প্রস্তুত করেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে চালিয়েছে কূটনৈতিক দৌত্য। আমেরিকা, ইজরায়েল, রাশিয়া, জাপান, ব্রিটেন সহ বিভিন্ন দেশকে আগেই পাশে পেয়েছিল মোদি সরকার। ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র হানার পর বিশ্বনেতারা নয়াদিল্লির প্রশংসাও করেছেন বিশেষ করে এই অভিযানে সাধারণ মানুষের প্রাণহানি তেমন না হওয়ায়।

যদিও দিল্লির এই দাবির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মৌলানা মাসুদ আজহার অভিযোগ করেছেন, ভারতের হানায় তাঁর বোন সমেত পরিবারের দশ এবং চার আত্মীয় নিহত হয়েছেন।

এতে সন্দেহ নেই যে, এখন মোদির পাশে গোটা দেশ। যে রাহুল গান্ধি কথায় কথায় প্রধানমন্ত্রীর নিন্দা করেন, পহলগাম কাণ্ড তাঁকেও মোদির পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ভারতে জঙ্গি নাশকতায় পাকিস্তানের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। পাকিস্তানের এ ব্যাপারে কোনও সাফাইয়েরই বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। চিন এবং বাংলাদেশ ছাড়া পাকিস্তানের পাশে কেউ নেই। রাষ্ট্রসংঘেও পাকিস্তান কোণঠাসা। বল এখন পাকিস্তানের কোর্টে। পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে পুরোদস্তুর সংঘাতে যাবে কি না, সময়ই বলবে।

অমৃতধারা

ভাগ্যং ফলিত সর্বত্রং। ভাগ্যানুসারে জীবের গতাগতি হয় বলিয়াই ত্রিলোকের সুখ-দুঃখ দ্বারা ত্রিদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তার জন্য হর্ষ মর্ষ না করিয়া ভোগ ত্যাগের জন্য ধৈর্যের বরণ কারিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করিতে হয়। অতএব সর্ব অবস্থায় সত্যের অধীনে থাকিতে চেষ্টা করিবেন।
সিন্নি দিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করে। সিন্নিকে ভাগ করা বলে। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না এই যে দ্বন্দ্ব বিভাগ, অভিমানের অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার ভাগ ত্যাগ করিলে সিন্নি দিয়া সত্যের পূজা হয়। তাহার সাক্ষী সতী হরগৌরী, অবিচ্ছেদ সত্যবানকে উদ্ধার, কালদণ্ডের হাত হইতে অভিযোগ সত্যবানকে প্রাপ্ত হইয়া পিতৃকুল (ধর্ম), পতিকুল (কর্ম, সেবা), পুত্রকুল (পবিত্র, শুচি) উদ্ধার করিয়াছিলেন। জগতে যাহা কিছু ব্যবহার করি সকলি গতাসু, অস্থায়ী, সুখদুঃখপ্রদ।

-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

পঁচিশে বৈশাখে পছন্দের ২৫ রবীন্দ্রসংগীত

২১৭৮ গান লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান অনেকেরই প্রিয়তম বই। পঁচিশে বৈশাখে প্রিয় ২৫ গান বাছা খুব কঠিন।

পবিত্র সরকার

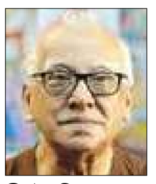

রবীন্দ্রনাথ বাণীবদ্ধ রূপে রচনা করেছিলেন, বা পাওয়া যায় মোট ২১৭৮টি গান, শ্রদ্ধেয় সুভাষ চৌধুরীর হিসেবে। বলাই বাহুল্য, সব গানে তিনি সুর দিয়ে যেতে পারেননি। শ্রীচৌধুরী বা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কোনও লেখায় পড়েছিলাম যে 'গীতবিতান'-এ সতেরোশোর কিছু বেশি গানে সুর পাওয়া গেছে। অবশ্যই এখানেও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বিচিত্র লীলার প্রমাণ আছে। কোনও গানে একাধিক সুর দিয়েছেন, আবার একই সুর একাধিক গানে ব্যবহার করেছেন। অন্যের কবিতাতেও সুর দিয়েছেন একাধিকবার। পরে তাঁর সুরবঞ্চিত কিছু গান স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত নিজে সুর দিয়ে গেয়েছেন। খুবই আন্তরিক, সমর্থ আর সাধু প্রচেষ্টা, কিন্তু আমার মনে হয় সেগুলি বাঙালি রবীন্দ্রসংগীত হিসেবে তেমনভাবে গ্রহণ করেনি, গবেষণামূলক পরীক্ষানিরীক্ষা হিসেবে একপাশে সরিয়ে রেখেছে।

তো ওই সতেরোশোর কিছু গানের মধ্যে থেকে আমার প্রিয় পঁচিশটি গানের কথা বলতে হবে, সম্পাদকের আদেশ। এই বন্ধুত্বপূর্ণ আদেশের সঙ্গে কত যে প্রশ্ন উঠে পড়ে তার সীমাসংখ্যা নেই। প্রথমত, আমি কেন বলব? তার উত্তর, যে কোনও বাঙালিই বলতে পারে এ নিয়ে, কারণ বাঙালি এখনও সারা জীবন, সারা দিন, ঘরে-বাইরে যে গান সবচেয়ে বেশি শোনে তা সম্ভবত রবীন্দ্রসংগীত। দ্বিতীয় প্রশ্ন, পঁচিশটা কেন, আরও বেশি বা কম নয় কেন? তার উত্তর, এই উপলক্ষ্যে আপাতত পরিসরের বিচারে এই সংখ্যাটাই স্থির করা হয়েছে। তৃতীয় প্রশ্ন, সম্ভবত লেখককে সুনির্দিষ্টভাবে, বাছবেন কীভাবে মশায়? উত্তর, এটা লেখকের সংকট, এক-একজন লেখক এক-একভাবে বাছবেন। আপাতত এই লেখক কীভাবে বাছবেন, সেটা পাঠক দেখুন তাঁর পছন্দ হয় কি না। লেখকের আর একটা সংকট আমি আগে থেকেই ভেবে রাখছি। তিনি পঁচিশটা বেছে থামতে পারবেন না, আরও এগিয়ে যেতে চাইবেন। আর সম্পাদককে মনে মনে অভিযোগ জানাতে থাকবেন। সেইসঙ্গে নিজের নির্বাচনের সমালোচনা করতে থাকবেন, কারণ তা গুণ আর সংখ্যা দু'দিক থেকেই ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হবে। কাজেই, পাঠকদের প্রতি বিধিসম্মত সতর্কীকরণ-এ নির্বাচন tentative বা আপাতমাত্রিক বলেই যেন ধরে নেন। হয়তো কাল লিখলে তালিকা অন্যরকম হবে।

২

প্রথমে নিজের কথাই বলি। আমি পুব-বাংলার দূর গ্রামের কৃষিজমিনির্ভর অল্প লেখাপড়া-জানা গেরস্থঘরের সন্তান, রবীন্দ্রসংগীতের কাছাকাছি এসে পড়ার কথাই ছিল না আমার। রিফিউজি হয়ে চলে এলাম পশ্চিম বাংলার এক মফসসল শহরে, যেখানে আবার অবাঙালির প্রাধান্য। ছেলেবেলায় গলায় অল্পস্বল্প সুর ছিল বোধ হয়, তাই রাস্তাঘাটে চেঁচিয়ে গান গাইতাম, বেশিরভাগই বাংলা আধুনিক ও হিন্দি সিনেমার গান। পরে গণনাট্যের গানও কিছু যুক্ত হল। তারপর ঘটনাচক্রে একটি বাড়িতে গ্রামোফোনের সন্ধান পেয়ে (এক রত্নগুহা আবিষ্কারের মতো) সেখানে গিয়ে প্রথম রবীন্দ্রসংগীত শুনি, আর কী রকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই। এ আবার কী গান—কথা পুরো বুঝছি না, অথচ বুকের ভিতরটা কীরকম উথালপাতাল করে দেয়।

সেই তো শুরু। তারপর এই গান নিয়ে দীর্ঘ জীবনে নানারকম ছেলেখেলা করতে করতে এই অষ্টাশি বছর পার হয়ে বুঝেছি, এই গান কোনওভাবে আমার 'শেষ পারানির কড়ি' হয়ে উঠেছে। গলা থেকে সুর আস্তে আস্তে বিদায়

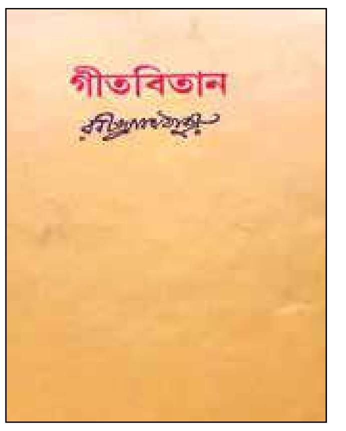

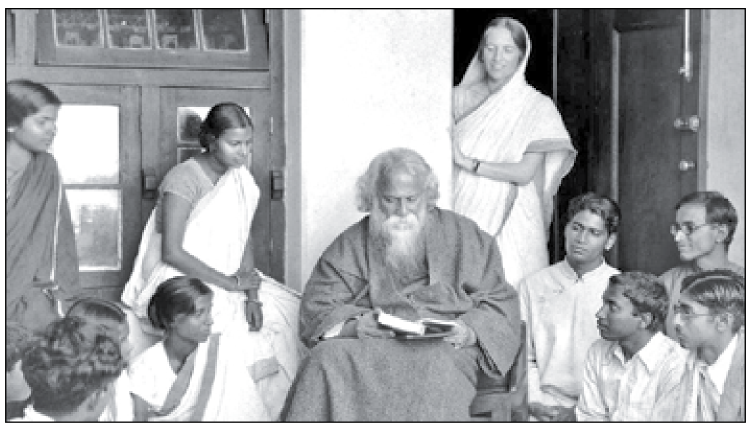

নিয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত গাইবার ইচ্ছা, গলার নীচে কোনও একটা জায়গায়, জমিয়ে বসে আছে। ফলে প্রতিবেশীদের সহিষ্ণুতার পরীক্ষা নিয়ে আমি রোজ সকালে হারমোনিয়ামে অন্তত ছ'টি রবীন্দ্রসংগীত গাই, সকালের আকাশ বাতাসকে কম্পিত ও বিপন্ন করে, কিন্তু আমার দিনটা ওইভাবে শুরু করি। ভুলতে ভুলতেও শ-চারেক রবীন্দ্রসংগীত এখনও মাথায় থেকে গেছে। সেই পুঁজি নিয়ে এই লেখা।

৩

আমি নিশ্চিত যে, আমার নির্বাচনের সঙ্গে অনেকের নির্বাচন মিলবে না, অন্তত সব গানের ক্ষেত্রে। সেটাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। আমি তো একটা আলাদা মানুষ, আমার শিক্ষাদীক্ষা, বেড়ে ওঠা, অভিজ্ঞতা, সুখদুঃখউল্লাস আর্তি সবই অন্যদের থেকে আলাদা হবে। এমনকি আমার সঙ্গেও আমার ঝগড়া হবে এ লেখায়।

আগেও সকলকে এ কথা জানিয়েছি যে, আমি নাস্তিক মানুষ, ফলে রবীন্দ্রনাথের এক সময়কার ঈশ্বরকে আমি মানি না। কিন্তু 'পূজা' পর্যায়ের অনেকগুলি গান আমাকে কথা আর সুরে আপ্লুত অভিভূত করে দেয়। আমি বিশ্বাসী হয়ে উঠি না, কিন্তু বোঝবার চেষ্টা করি বিশ্বাসীদের আত্মনিবেদনের স্বরূপটি কী রকমের। খানিকটা অভিনেতাদের মতো। যে চরিত্র তাদের নয়, তাকে তারা যেমন অল্প সময়ের জন্য আত্মস্থ করে। আবার তা থেকে বেরিয়েও আসে।

'গীতবিতান'-এর ক্রম ধরেই শুরু করি। শুরু করতে গিয়েই বুঝি এক মারাত্মক, মহা ভুল করেছি। এত গান আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে প্রিয়তার দাবি নিয়ে যে তাদের প্রত্যাখ্যান করাটাই এক মর্মপীড়াদায়ক কৃত্য। সহজ গান ওই 'কান্নাহাসির দোল-দোলানো', কিন্তু তার মধ্যে তো রবীন্দ্রনাথের একেবারে মনের কথাটি ধরে দিয়েছেন তিনি। যাই হোক, তার প্রবল দাবি উপেক্ষা করে আমি পৌঁছোই, সুনিশ্চিত দৃঢ়তায় 'তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে' (পৃ. ১৫) গানটির কাছে। হ্যাঁ, এই আমার নির্বাচনের প্রথম গান। সুরে, ছবিতে, বিষাদে উল্লাসে এ গানটির কাছে আমি বার বার ফিরে আসি—এ কথা অবশ্য আমি সব গান সম্বন্ধেই বলব। সব গান নিয়ে বিবৃতি বা ব্যাখ্যা দেব না, পাঠক নিজে গানটি খুলে বা গেয়ে তার শব্দচ্ছবি আর সুরের নিবিড় সংসক্তিটিকে বুঝে নেবেন বলেই আশা করি।

পাতা ওলটাই, আর কত গান আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে, কিন্তু তাদের ব্যাকুল ডাকে সাড়া না দিয়ে আমি পৌঁছোই 'হেথা যে গান গাইতে আসা আমার, হয়নি সে গান গাওয়া' (পৃ. ২২) গানটির কাছে। আহা! এ তো সব শিল্পীর কথা, হয়তো সব মানুষের কথা। যা বলতে এসেছি, করতে এসেছি এই দুর্লভ জীবনে, তা কি সমাধা করতে পারলাম, আমার গানের শেষে কি সমে এসে থামতে পারলাম?

গান নিয়েই কত না গান! তার মধ্যে আমার তৃতীয় নির্বাচন, 'গানের ঝরনাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে' (পৃ. ৩০)। এর আকুলতার সুরটি একেবারে অন্যরকম। আর এই গানটির মতো অনেক গান থেকে আমি রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের ধ্রুপদি চার তুকের সংগঠনের মধ্য সঞ্চারী অংশের অনন্যতা ও মৌলিকতার বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারি। আমার চতুর্থ নির্বাচন একটি অন্য রকমের গান, 'যা হবার তা হবে' (পৃ. ৬৩)। একই সঙ্গে ঔদাস্য আর আশ্বাস মিলে যায় এর সুরে। পঞ্চমে নিয়ে আসি 'বাজাও আমারে বাজাও' গানটিকে (পৃ. ৯৯)।

আমি জানি পাঠকেরা এরই মধ্যে আমার বর্জনগুলিকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন, কিন্তু কিচ্ছু করবার নেই। আমাকে ভুল করবারও সুযোগ দিতে হবে, এই প্রার্থনা। ছয়ে আমি রাখছি 'অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ' (পৃ. ১১৪), রবীন্দ্রনাথের হাহাকারের মতো করে গাওয়া এ গানটির কথা আমি কিছুতে ভুলতে পারি না। আমার সপ্তম বাছাই 'পাদপ্রান্তে রাখো সেবকে' (পৃ. ১২৪), কিছুটা আলংকারিক ভাষা, কিন্তু সুর তাকে এমন করে বহন করে নিয়ে চলেছে যে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। অষ্টমে রাখি 'আমার গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে' (পৃ. ১৪১), যার উদাস পূরবীর সুর আমার জীবনের এই গোধূলিবেলাকে আবিষ্ট করে রাখে। নবমে তারই কাছাকাছি একটি গান, 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে' (পৃ. ১৪৮)। দশমের জন্য বরাদ্দ এই গানটি—খানিকটা একই ধরনের—কেন যেন আমার জীবনের এই পর্যায়ের সঙ্গে মিলে যায় 'সন্ধ্যা হল গো, ও মা' (পৃ. ১৬০)।

আমার এগারো নম্বর নির্বাচন, হায়, ওই সন্ধ্যারই গান—'ঘাটে বসে আছি আনমনা, যেতেছে বহিয়া সুসময়' (পৃ. ১৭৪)। পাঠকেরা নিশ্চয়ই এই একমাত্রিক বাছাই দেখে একটু বিরক্ত বোধ করছেন। কী করব, যে নির্বাচন করে সে কি সবটা নিজে করে? তার জীবন, বয়স, প্রতিবেশ সবই তার ঘাড় ধরে তাকে দিয়ে নির্বাচন করায়। বারো নম্বরে আমার বাছাই 'না বাঁচাবে আমায় যদি, মারবে কেন তবে? (পৃ. ২০৬)। তেরো নম্বর হিসেবে সামনে এসে দাঁড়াল 'আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমার কোন্ জনে করে বঞ্চিত' (পৃ. ২৫১)।

পঁচিশের অর্ধেক পেরিয়ে যেতেই বিপর্যস্ত হয়ে আমি ভাবছি যে, 'পূজা' পর্যায় পেরোতে পারলাম না এখনও পর্যন্ত, অন্য পর্যায়ের গানে কখন পৌঁছোব? 'প্রেম', 'স্বদেশ', 'বিচিত্র', 'আনুষ্ঠানিক'—এ সবের পরিক্রমা করব কখন, সেও তো এক বিশাল ক্ষেত্র! না, সম্পাদক মশাই, আমি আত্মসমর্পণ করলাম। নাস্তিক আমি আটকে রইলাম 'পূজা'রই গানগুলিতে, সেখান থেকেই পঁচিশটা বেছে নিতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। আরও কত কত পঁচিশটা গান ওখানেই করুণ মুখ করে দাবি জানাচ্ছে। তাই ঝটঝট করে বিনা ব্যাখ্যায় বাকি বারোটা গান আমি ওখান থেকেই তুলে এনে বলছি, পারলাম না স্যর, আমাকে খ্যামা দিন। ব্যাপারটা যে অসম্ভব, তা আপনিও জানতেন ঠিক কি না? আমাকে একটু বাজিয়ে নিলেন। এই নিন আপনার বাকি বারোটা গান, সবই পূজার—

১৩. গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে আর কোলাহল নাই (২৫৬), ১৪. ভোর হল বিভাবরী (২৭০). ১৫. পান্থ, এখনো কেন অলসিত অঙ্গ (২৭৯), ১৬. বিমল আনন্দে জাগো রে (২৮৩), ১৭. ওদের কথায় ধাঁধা লাগে, তোমার কথা আমি বুঝি (২৯০), ১৮. জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ (৩১৭), ১৯. আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে (৩৩৯), ২০. আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি (৩৪৮), ২১. আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে? (৩৫৮), ২২. এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে (৩৬০), ২৩. শূন্য হাতে ফিরি হে, নাথ, পথে পথে (৪০০), ২৪. কেন জাগে না জাগে না অবশ পরান (৪০২), ২৫. চিরসখা হে, ছেড়ো না, মোরে ছেড়ো না (৪১৩)।

৪

এখানে আমার প্রিয় গানের তালিকা কিন্তু শেষ হল না, 'পূজা'র গানের তালিকাও না। পাঠক, সম্পাদক উভয়েই সেটা বুঝতে পারবেন। আমার মতো একটা কট্টর নাস্তিক 'পূজা'র গানের গোলোকধাঁধায় আটকে চোখে ঘোর দেখতে লাগল, এতে বিশ্বাসীরা নিশ্চয়ই মজা পাবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো এইই।

কোনও কোনও লেখা শেষ করা যে কত কঠিন তা এ লেখা লিখতে গিয়ে বুঝছি। এ লেখা আমাকে খুশি করছে না, কারণ আমার প্রিয় অজস্র গানকে আমি বাদ দিয়েছি, তাদের প্রতি অবিচার করেছি। নিশ্চয়ই কোনও পাঠককেও খুশি করবে না, কারণ তাঁদের প্রিয় গানগুলির দেখাও তাঁরা পাননি এ লেখায়, ভাবছেন, আমার বিচার ভ্রান্ত ও অনুচিত। রবীন্দ্রনাথের গানের এই সীমাবদ্ধ নির্বাচনে তা যে হবেই তা অনুমানযোগ্য, ফলে অতৃপ্ত পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে বলি যে, তাঁদের চেয়ে আমিও কম অতৃপ্ত নই। আমার সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া চলবে।

(লেখক শিক্ষাবিদ, প্রবন্ধকার)

আজ

১৮৬৬

স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপালকৃষ্ণ গোখলের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৯৮

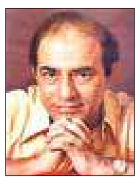

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট গায়ক তালাত মাহমুদ।

আলোচিত

পাকিস্তানে জঙ্গিদের দেহ পাকিস্তানি পতাকায় মুড়ে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য হয়েছে। সাধারণ কেউ মরলে কি এই ছবি দেখা যেত? হয়তো জঙ্গিদের এভাবেই শেষকৃত্য হয় পাকিস্তানে। ওরা আসলে ধর্মীয় স্থানকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। ওখানে জঙ্গিদের মগজধোলাই হয়।

- বিক্রম মিস্রি

ভাইরাল/১

হেমকান্ত এক্সপ্রেসের এসি কোচের এক যাত্রী জলের বোতল কিনেছিলেন। দাম বেশি নেওয়ায় অনলাইনে অভিযোগ করেন তিনি। কিছুক্ষণ পর কেটারিংয়ের লোক এসে আপার স্লিপারে উঠে যাত্রীটিকে মারধর করে, জামা ছিঁড়ে দেয়। কেটারারের বিরুদ্ধে রেল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিয়েছে।

ভাইরাল/২

খোলা ছাদে কাপড় দিয়ে ঘেরা বিয়েবাড়ি। চেয়ার-টেবিলে বসে চেটেপুটে খাচ্ছিলেন আমন্ত্রিতরা। হঠাৎ বিনা নিমন্ত্রণে আসে বৃষ্টি। প্লেট নিয়ে টেবিলের নীচে বসে পড়েন তাঁরা। সেখানেই খাবার দেওয়া হয়। হাসির রোল নেট দুনিয়ায়।

জনমন
জনমত

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে স্কুলে সেসব দিন

কোথায় যেন হারিয়ে যেতে বসেছে বাঙালির জাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন। আমাদের ছোটবেলায় বৈশাখ মাস পড়লেই তোড়জোড় চলত রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানের জন্য। প্রতিদিন ক্লাসের শেষে রিহার্সাল চলত আর তাতে নানারকম খুনশুটি, নতুন বন্ধু তৈরি বা বন্ধুত্ব ভাঙা, শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত কিংবা পরিচিত হওয়ার একটা মুক্ত পরিসর তৈরি হত। আমরা বড় হওয়ার পরেও স্কুলে স্কুলে এ রীতি প্রচলিত ছিল।

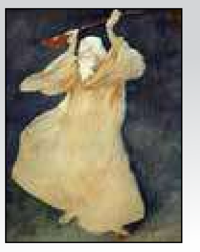

অথচ এখন এই সময়ে স্কুলে গরমের ছুটি হয়ে যায়। তাই অনুষ্ঠান করার আর অবকাশও মেলে না। অনেক প্রান্তিক ছাত্রছাত্রী রবীন্দ্র জয়ন্তী কথাটার সঙ্গেই পরিচিত হয়নি। রবীন্দ্রসংগীতের কথা বললে 'ইনি বিনি টাপা টিনি' গাইতে শুরু করে। ওটা সবসময় শুনে শুনে ওদের কান যেন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

পঁচিশে বৈশাখের সকালবেলায় চারদিকে ফুলের সুবাসে ধূপের ধোঁয়া আর রবির আলোর সুরের মূর্ছনায় আবেগী মন বিষণ্ণতায় খুঁজে বেড়ায় হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো। ভয়ংকর ভবিষ্যতের কথা ভেবে মনে হয় একমাত্র রবীন্দ্রনাথই পারেন এর থেকে কিছুটা মুক্ত করতে। জানি না আর কখনও ফিরে আসবে কি না স্কুল প্রাঙ্গণে সেসব দিন। এই অপসংস্কৃতির ডামাডোলে আমাদের শিশু ভোলানাথ যেন হারিয়ে না যায়।

সরমা দেবদত্ত, তুফানগঞ্জ।

রবীন্দ্র আদর্শই শান্তির একমাত্র পথ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু কবি নন, তিনি দার্শনিক, প্রকৃতিপ্রেমিক এবং দেশপ্রেমিকও। তাঁর মন্দভাগ্য যে, তিনি এই দুর্ভাগা দেশে জন্মেছিলেন। কবিগুরুর সাধনা ছিল মানবপ্রেম, দেশাত্মবোধের সঙ্গে বিশ্ববাসীর পরিচয় করানো। সমাজ, রাজ্য ও দেশের অমানিশার বুক চিরে রবীন্দ্র সৃষ্টিই একমাত্র আলোর দ্যুতি।

তাঁর আদর্শকে যদি সমগ্র জাতি অনুসরণ করত তাহলে আজকের অস্থিরতা, দেশদ্রোহিতা, স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষা ও ধর্মের বিভেদের বিষবাষ্পের শিকার হতে হত না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লক্ষ্যই ছিল ভাষা, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। জাতীয়তাবাদী চেতনায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা। তিনি তাঁর দার্শনিক চেতনা দিয়ে বারবার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছেন ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদকে।

বিশ্বকবির রচিত জাতীয় সংগীত 'জন গণ মন অধিনায়ক' নিজেই জাতীয়তাবোধ, ধর্ম, সম্প্রদায়, আঞ্চলিকতাবাদের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে একতার বার্তাবাহী অমোঘ বিশল্যকরণী। কোথাও উগ্র জাতীয়তাবাদের কোনও জায়গা নেই। বড় আফসোস যে, সেকথা আর কেউ মনে রাখছে কোথায়?

বিনয়কুমার নাগ
মধ্য সুখানিবস্তি, নাগরাকাটা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

তাহাদের কথাও কেহ তো ভাবুক

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে ব্যর্থদের কথা ভাবার লোক নেই। তাদের ও তাদের শিক্ষকদের অনেক বলার থাকতে পারে।

পরাগ মিত্র

মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত। শিরস্ত্রাণে যাদের জ্বলজ্বল উষ্ণীষ ছোট পোর্টাল থেকে বড় হাউসের বুম বাইটে তাদের বিভা দিগন্ত ছাপিয়ে যাচ্ছে। ডোরবেলে তর্জনী মন্ত্রী, সান্ত্রী, হাফ নেতার এই উচ্ছল রোশনাইয়েও ভাষাহীন দ্বীপান্তরী কোচবিহারের অনীশ, পাথরপ্রতিমার আয়েশা, শিলিগুড়ির অর্ণব, রাঙ্গালিবাজনার রবি টোপ্পো...। ওদের জন্য পরিজন, পাড়া, স্কুল- সকলের মুখ দেখানো দায়।

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে কর্তার গলাখাঁকারি, "রাখুন আপনাদের কথা। রেজাল্ট তো ও-ই"। চলতি পথে তীর্যক সহানুভূতি "মাস্টার, এবার কিছু হল"? ছাত্রছাত্রীর সাফল্যে শিক্ষাগুরুদের শ্লাঘা মানানসই হলে, মলিনতার দায়ও তাঁদের এড়ানোর প্রশ্ন নেই। অঙ্গনওয়াড়ি ছাড়াও প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক বিতত অবজেক্টিভ প্রশ্নের আধিক্যের যুগেও গোটা বিশেক টিক দেওয়ার অক্ষমতা, ন্যূনতম অক্ষরজ্ঞানের অভাব শুধুই ছেলেমেয়েদের মেধার অভাব?

শুধুই স্কুল? নামী প্রতিষ্ঠানে একই সেকশনের ঝলমলে মেধার পাশে ব্যর্থতার দাগ কোন পক্ষপাতিত্বে বিচার্য হবে? মন্দিরের ঘণ্টার মতো ইচ্ছেমতো বাজানোর নন্দ ঘোষ স্কুল। ছাত্র-শিক্ষকের বিষম অনুপাতের সঙ্গে কোথাও বিষয় আছে, শিক্ষক নেই। রূপায়ণের প্রশ্নে নিয়মের রিমেডিয়ালের রিমেডিয়াল জরুরি। টিচাররা প্রকল্পের নোডাল টিচার হয়ে উঠছেন, দিনরাত রিপোর্টের তাড়নায় বিদ্যালয় প্রধানের নাভিশ্বাস। বিদ্যালয়ের পরিচালনার ন্যূনতম ব্যয়, সরকারি কর্মসূচি রূপায়ণের নিদান

সামলাতে কম্পোজিট গ্র্যান্ট সমানুপাতিক?

ব্যর্থদের সংখ্যাধিক্যে সেভেন থেকেই গ্যারাজে যাওয়া মুন্না, সেলাইয়ের কারখানায় ওয়াজিদ, ডেলিভারি বয় জয়ন্ত। মায়ের ঠিকাকাজ শেষে সন্ধ্যায় লক্ষ্মীদের হাঁড়ি চড়ে। নিদাঘ দিনযাপনে মিড-ডে মিল, ফ্রি জামা, বইখাতা কতটুকু উপশম? তপোবন সদৃশ শান্তিনিকেতন না হলেও পড়াশোনার জন্য চিলতে শান্তি ঠাসাঠাসি ঠাঁইয়ে দুরাশা। পড়তে গিয়ে ঠোক্কর। ঘরে দেখানোর কেউ নেই। প্রাইভেট টিউশন মহার্ঘ। প্রতিস্বরে যারা গোবরে পদ্মফুলের উদাহরণ দেনেওয়ালারা ভুলে যায় 'ব্যতিক্রম' সাধারণ নয়।

দেশে প্রাথমিকে ও উচ্চপ্রাথমিকে ড্রপআউট দেড় ও তিন শতাংশ। সেকেন্ডারিতে বাংলা জাতীয় গড় ১২ শতাংশকে ছাপিয়েছে। নো ডিটেনশন পলিসির সৌজন্যে পরীক্ষা না দিয়ে উতরানো ও অনুপস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই হলে সংখ্যাবৃদ্ধি নিশ্চিত। এই নেতির অভিযাত্রার ছাপ অকৃতকার্যের পরিসংখ্যানে।

কাগুজে মার্কসকে ভবিষ্যতের অনতিক্রম্য কোষ্ঠীর তকমা দেওয়াটা শুধু অপরাধ নয়, পাপ। সমকাল হাজারো মে আকেলাদের শুধু "আইভ" দেখল, "হুনার" নয়। কোন তুলাযন্ত্রে অকাট্য পর্যবেক্ষণে এরা ব্রাত্য? স্ট্যানফোর্ডের ড্রপআউট মুকেশ আম্বানির কথা ছেড়েই দিলাম, আমির খান, শচীন? আজ জয় গোস্বামীকে কি কাজ করতে বলত? গ্যারাজের কালিঝুলি মেকানিক থেকে যে শোরুমের মালিক, খালাসি থেকে আজ ট্যুর অপারেটর, সবাই ব্যর্থ? সেলুলয়েডের সুনীলের ফাদার ব্রেজনজা ছিল। বাস্তবের খড়কুটো অভাবে পাতুলিয়ার সাগরকে আত্মঘাতী করে।

ছাঁচের পুতুলের কারখানায় নলেজে, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কয়েকটি সাবজেক্টের মূল্যায়নে বাঁধা। সহ পাঠক্রম পাশ-ফেলের প্রশ্নে খোঁটা পয়সা। হাঁকডাকওয়ালা সুটেড-বুটেড স্কুলেও "নন স্কুলিং"-এর পোড়া দাগ। গড্ডলিকায় বিভোর থাকলে স্কুল নিশ্চিতভাবে আগামীতে শুধু রেজিস্ট্রেশন সেন্টার। একজন শিক্ষার্থীর ব্যর্থতাও শুধু স্কুল বা বাড়ি নয়, সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার দায়। ওরাও কলম কিনলে ট্যাক্স দেয়। নভোমণ্ডল ছানবিন করা প্রগতির উচ্চগ্রাম কোলাহলে নতশির অকৃতকার্যদের যন্ত্রণা, ভবিষ্যৎ না ভাবলে আমরাও বালুতে মুখ গোঁজা উটপাখি।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৩৫

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। ফাঁকি, কূট প্রশ্ন ৩। সূর্য, সপ্তাহের একটি বার ৫। বাজে, অব্যবহার্য, নিকৃষ্ট ৬। সজ্ঞানে, জ্ঞাতসারে ৮। যে মণিরত্ন ও জহরের ব্যবসা করে বা জহর চেনে ১০। প্রভু, কর্তা ১২। মৃত ১৪। পরিমাণ, মাত্রা,দম্ভ, সম্মান, সম্ভ্রম ১৫। বাহুযোদ্ধা, কুস্তিগির, পালোয়ান ১৬। ব্যথা, বেদনা, মমতা, সমবেদনা, করুণা।

উপর-নীচ : ১। ছলচাতুরীতে দক্ষ, কূটকৌশলী ২। ব্যবসায়ী ৪। সকাল, প্রভাত ৭। ঘোল ৯। জগৎ, ভুবন, পৃথিবী, জলপাত্রবিশেষ ১০। সিংহাসন, রাজতখত ১১। একেবারে নষ্ট, বাতিল ১৩। সব, সমস্ত, সম্পূর্ণ।

সমাধান ■ ৪১৩৪

পাশাপাশি : ১। গরাদ ৩। দাগরাজি ৪। গরদ ৫। খানদান ৭। জিউ ১০। নিকি ১২। বয়নামা ১৪। দারক ১৫। হরিহর ১৬। লহর।

উপর-নীচ : ১। গলাবাজি ২। দগড়া ৩। দাদখানি ৬। দাগনি ৮। উপায় ৯। জমাদার ১১। কিমাকার ১৩। নকল।

বিন্দুবিসর্গ

ঘৃণা, হিংসাই শত্রু : মালালা

লন্ডন, ৮ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা কমানোর ডাক দিলেন মালালা ইউসুফজাই। একসময়ে সন্ত্রাসী হামলার শিকার মালালা চান, যাবতীয় বিভেদকামী শক্তিকে দূরে ঠেলে দুই পড়শি দেশ একসঙ্গে চলুক। নোবেলজয়ী পাক শিক্ষা আন্দোলনকর্মী মালালা পহলগামের ঘটনায় তিনি ব্যথিত। তিনি বলেছেন, 'মানুষের শত্রু কোনও মানুষ নয়। মানুষের শত্রু হল ঘৃণা ও হিংসা।'

ব্রিটেনের বার্মিংহামবাসী মালালা ইউসুফজাইয়ের জন্ম পশ্চিম পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায়। পড়াশোনা করার জন্য তাঁকে জঙ্গিরা গুলি করেছিল। মালালা সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'অসামরিক ব্যক্তিদের বিশেষত শিশুদের রক্ষার্থে ভারত ও পাকিস্তান বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পদক্ষেপ করুক।' সাক্ষাৎকারটি পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন পাক-কন্যা।

পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিহতদের প্রিয়জনদের উদ্দেশে শোকজ্ঞাপন করে মালালা বলেছেন, 'এই কঠিন সময়ে আমি আমার বন্ধু, পরিজন, যাঁরা আমার সঙ্গে কাজ করেন তাঁদের সবার কথা ভাবছি। এই মুহূর্তে দুই পড়শি দেশ যাতে আলোচনা ও কূটনীতির পথে এগোয়, আন্তর্জাতিকভাবে সেই পদক্ষেপ করতে হবে।'

সিঁদুরে মেঘ করাচি স্টক এক্সচেঞ্জে

করাচি, ৮ মে : অপারেশন সিঁদুরের ধাক্কায় ধস পাকিস্তানের শেয়ার বাজারে। বৃহস্পতিবার করাচির পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নামল ৬.৩ শতাংশ। একসময়ে ৭ শতাংশের বেশি নেমে যাওয়ায় লেনদেন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার বাজার খোলার সময়ে ঊর্ধ্বমুখী ছিল করাচি স্টক এক্সচেঞ্জ। বেলা গড়াতেই সূচক দ্রুতগতিতে নামতে থাকে। বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় কয়েক হাজার কোটি টাকা। ফলে লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে অবশ্য লেনদেন শুরু হয়। আজ নিয়ে পাকিস্তানের শেয়ার বাজার টানা চতুর্থ দিন লোকসানের মুখ দেখল।

লাহোর ছাড়ার নির্দেশ

লাহোর, ৮ মে : দ্রুত লাহোর ছাড়ুন। নয়তো নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন। ভারত-পাক সংঘাতের আবহে নিজের দেশের নাগরিকদের এই নির্দেশ দিল লাহোরে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে লাহোরের কয়েকটি এলাকায় ড্রোন হামলার খবর প্রকাশ্যে আসে। এরপরই লাহোরে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের তরফে এক বিবৃতি জারি করা হয়। সেই বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমেরিকার যে সকল নাগরিক লাহোরে আছেন বা সংঘর্ষ চলছে এমন জায়গায় রয়েছেন, যদি সম্ভব হয় সেই জায়গা ছেড়ে চলে যান, নয়তো নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন।' দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কয়েকটি নম্বরও দেওয়া হয়েছে বিবৃতিতে।

কপ্টার ভেঙে মৃত ৬

দেরাদুন, ৮ মে : উত্তরকাশীতে পর্যটক সহ ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় পাইলট সহ ৬ যাত্রীর। আহত এক। মৃতরা হলেন, কালা সোনি (৬১), বিজয় রেড্ডি (৫৭), রুচি আগরওয়াল (৫৬), রাধা আগরওয়াল (৭৯), বেদাবতী কুমারী (৪৮) এবং পাইলট রবিন সিং। গুরুতর আহত ভাস্কর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এসডিআরএফ জানিয়েছে, বেসরকারি সংস্থার বিমানটি দেরাদুনের হেলিপ্যাড থেকে ছয় যাত্রী গঙ্গোত্রী ধামে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা ঘটে।

এক কাশ্মীর, দুই ছবি... পাক সেনার গোলাবর্ষণে নিহতের দেহ নিয়ে যাচ্ছেন উরির গ্রামবাসীরা। ডানদিকে, চেনাব নদীতে জল বাড়ায় অবশেষে বাঁধের গেট খুলে দিল ভারত। বাগলিহারে।

আশ্রয়ের খোঁজে সীমান্তের কাশ্মীরিরা

শ্রীনগর, ৮ মে : দেওয়াল জুড়ে গর্ত। ছাদ থেকে সিমেন্টের টুকরো ছিটকে পড়েছে। ফ্যানের একটি ব্লেড নেই, ত্রিভঙ্গ দশা বাকি দুটির। বাসনপত্র ও অন্যান্য গৃহস্থালি জিনিসপত্র ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ে রয়েছে মেঝেতে। ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তের কাছে পুঞ্চ অঞ্চলের একটি বাড়ির চিত্র ঠিক এখন এটাই।

কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির মধ্যে পুঞ্চ অন্যতম, যেখানে গত পক্ষকাল জুড়ে আন্তঃসীমান্ত গোলাগুলি বিনিময়ের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, পহলগামে পর্যটকদের নিশানা করে চালানো হামলার পর গত ১৪ দিন ধরে পাকিস্তান বারবার 'সংঘর্ষ বিরতি' চুক্তি লঙ্ঘন করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। সীমান্তে ভারতীয়দের নিশানা করে পাকিস্তানি সেনার হামলায় বুধবার রাত থেকে মৃত্যু হয়েছে এক জওয়ান সহ ১৬ জনের। যদিও এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি ইসলামাবাদ।

পুঞ্চের স্থানীয় বাসিন্দা মেহতাব দীন বলেন, 'আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে ছিলাম, সেই সময় একটা বিকট বিস্ফোরণ হয়। আমরা সবাই মেঝেতে পড়ে যাই। কাচের টুকরো এসে আমার বুকে আঘাত করে।'

পুঞ্চে বসবাসকারী মোটামুটি ৪০ হাজার জনের বেশিরভাগই

'আমরা কোথায় যাব'

ইতিমধ্যে এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে জানালেন মেহতাব। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনিও চলে যেতে চান কি না। তাঁর জবাবটা কাতর আর্তনাদের মতো শোনাল। তিনি বললেন, 'আমরা কোথায় যাব? আমার একটি ছোট ব্যবসা আছে। সে সব ফেলে রেখে যাই কী করে! তাছাড়া এই বাড়ি আমাদের স্বপ্ন। আমাদের অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।'

প্রায় একই অবস্থা কাশ্মীরের উরি এলাকার। সেখানকার এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, সীমান্তে গোলাবর্ষণ শুরু হলে তাঁরা রাতেই নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন। তাঁর কথায়, 'আমরা গোলাবর্ষণ ও গুলির আশঙ্কায় গত রাতে একটি নিরাপদ জায়গায় চলে যাই... আমরা আগে থেকেই শিশু ও মহিলাদের সেখানে পাঠিয়ে দিই। বাড়িতে যারা ছিল, তারা পিছনের ঘরে লুকিয়ে ছিল গোলাবর্ষণ থেকে বাঁচতে।'

যুদ্ধের আবহে ভারত ও পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গ্রামগুলিতে বসবাসকারী মানুষজনই সীমান্ত সংঘাতের সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী। আতঙ্ক তাদের মধ্যেই তাই সবচেয়ে বেশি।

এদিকে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম থেকে পাকিস্তানের সিনেমা, গান সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে মোদি সরকার।

নিয়ন্ত্রণরেখায় পাক হামলায় নিহত ১৬

শ্রীনগর, ৮ মে : ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পাক বাহিনীর গত ১৪ দিন ধরে একটানা গোলাবর্ষণে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ভারতের সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, পাক বাহিনীর গোলাগুলিতে শহীদ হন এক ভারতীয় জওয়ান এবং প্রাণ হারিয়েছেন ১৫ জন সাধারণ মানুষ। আহত হয়েছেন অন্তত ৫৯ জন।

বিশেষ করে পুঞ্চ, কুপওয়ারা, বারামুলা, উরি ও আখনুর এলাকায় পাকিস্তানি সেনারা ভারী কামান ও মর্টার শেল ছুড়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পুঞ্চ জেলা। সেখানে ১৩ জন সাধারণ মানুষ নিহত ও ৪৪ জন আহত হয়েছেন পাক হামলায়। বুধবার গভীর রাতে ওই পাক হামলায় কুপওয়ারা জেলার কর্নাহ সেক্টর এলাকায় ৫ ফিল্ড রেজিমেন্টের জওয়ান ল্যান্স নায়েক দীনেশ কুমার নিহত হন।

একজন সেনাকর্তা জানান, ৭ ও ৮ মে-র মধ্যবর্তী রাতে পাকিস্তানি

স্বজনহারার কান্না। উরিতে।

সেনারা কুপওয়ারা, বারামুলা, উরি এবং আখনুর সেক্টরে হঠাৎ গুলি ও কামান দাগে। ভারতীয় সেনাও এই হামলার পালটা যথাযথ জবাব দেয়।

গোলাবর্ষণের কারণে রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক দলকে পুঞ্চ জেলা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁরা 'ইউনাইটেড নেশনস মিলিটারি অবজার্ভার গ্রুপ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান' (ইউএনএমওজিআইপি)-এর অন্তর্ভুক্ত। উরি ও কর্নাহ সেক্টরেও রাতভর গোলাবর্ষণ হয়েছে। কর্নাহ এলাকায় মাঝরাতে মর্টার হামলা হয়। তবে এখনও পর্যন্ত সেখান থেকে কোনও সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুর খবর মেলেনি। চরম উত্তেজনার প্রেক্ষিতে জম্মু অঞ্চলের সীমান্তবর্তী পাঁচটি জেলার সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বৃহস্পতিবারেও বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

পাক হামলার পালটা দিয়েছে ভারতীয় সেনাও।

পোপ হয়েই শান্তির বার্তা আমেরিকান লিও-র

ভ্যাটিকান সিটি, ৮ মে : তাঁর নাম রবার্ট প্রিভোস্ট। ডাক নাম পোপ লিও। প্রথম আমেরিকান হিসেবে তিনিই হলেন নতুন পোপ। ভ্যাটিকানের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে লিও প্রথমেই বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে শান্তি থাকুক।'

বৃহস্পতিবার ভ্যাটিকানে সিস্টিন চ্যাপেলের চিমনি দিয়ে প্রথমে কালো ধোঁয়া বেরিয়েছিল। ভারতীয় সময় রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বেরোতে শুরু করে সাদা ধোঁয়া।

সামনের হাজার হাজার জনতা চেঁচিয়ে উঠল আবেগে। শেষ পর্যন্ত নতুন পোপ বাছা হল তা হলে! একশো তেত্রিশ জন কার্ডিনাল বেছে নিলেন পোপকে। যা নিয়ে দিনভর উত্তেজনা ছিল।

নতুন পোপ নির্বাচন করতে কনক্লেভে সমবেত হয়েছিলেন কার্ডিনালরা। নির্বাচিত হয়ে লিও ভাষণ দেন ইতালিয়ন ও স্প্যানিশ ভাষায়।

পাক জঙ্গিদের ঘাঁটি নিয়ে রানাকে জেরা এনআইএ-র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ মে : ২৬/১১ মুম্বই হামলার মূল অভিযুক্ত তাহাউর হুসেন রানাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ভারতের এনআইএ। সূত্রের দাবি পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির এবং পহলগাম জঙ্গি হামলার পিছনে থাকা ব্যক্তিদের নাম জানতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই তৎপরতা। রানার বাড়তি পুলিশি হেপাজতের মেয়াদ শেষ হবে ১০ মে, তার আগেই যতটা সম্ভব তথ্য আদায় করার চেষ্টা করছে এনআইএ।

সূত্রের দাবি, তদন্তকারীরা পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার নাম রানার কাছ থেকে জানার আশায় রয়েছেন। বিশেষ করে, লস্কর-ই-তৈবার ওপরে যাঁদের প্রভাব ছিল, তাঁদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মিলতে পারে।

এনআইএ-র এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'আমরা চাইছি পাকিস্তানে এখনও সক্রিয় জঙ্গিঘাঁটি সম্পর্কেও রানার কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে। পহলগাম হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

এর আগেও ২০১০ সালে এনআইএ-র তদন্তকারী দল আমেরিকায় গিয়ে ডেভিড হেডলিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। সে সময় হেডলি জানিয়েছিল, আইএসআই এবং লস্করের যৌথ মদতে করাচি ও নেপালে সক্রিয় দুটি নেটওয়ার্ক পরিচালনা করতেন মেজর আবদুর রেহমান হাশিম সৈয়দ ওরফে 'পাশা'। করাচি অপারেশন পরিচালনা করতেন সজিদ মীর, যিনি মুম্বই হামলায় আইএসআই-এর মূল হ্যান্ডলার হিসেবে পরিচিত।

এনআইএ সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত রানার সহযোগিতায় সন্তুষ্ট তাঁরা। এদিকে রানার আইনজীবী পীযূষ সচদেব জানিয়েছেন, 'রানা তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। ১০ মে তাঁর পুলিশ হেপাজত শেষ হলে তাঁকে তিহার জেলে পাঠানো হবে।'

শাহবাজে বিরক্ত পাকিস্তানিরা

ইসলামাবাদ, ৮ মে : স্রেফ মুখে মারিতং জগৎ। ভারতের অপারেশন সিঁদুর-এর জবাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেও প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে নিয়ে ক্রমশ বিরক্তি বাড়ছে দেশের সাধারণ মানুষের। তাই ভারতের বিরুদ্ধে বদলার হুংকার দিলেও তাতে পাক জাত্যভিমানের আগুন জ্বালাতে সক্ষম হননি শাহবাজ। উলটে পাকিস্তানের সরকারি টেলিভিশনে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ, একঘেয়ে, ক্লান্তিকর ভাষণ শুনে রীতিমতো হতাশ সেদেশের জনসাধারণ। অনেকেই মনে করেন, শাহবাজ শরিফের ভাষণে প্রমাণিত, তিনি একজন দুর্বল এবং আত্মবিশ্বাসহীন প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে ভারতের যুদ্ধবিমান গুলি করে নামানোর যে দাবি পাকিস্তানের তরফে করা হচ্ছিল, তা প্রমাণ করতে গিয়ে একটি মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে রীতিমতো নাকানিচোবানি খেতে হয়েছে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফকে।

ভারতের অপারেশন সিঁদুরের জবাবে শাহবাজ দাবি করেছেন, ভারত বিরাট ভুল করেছে। প্রতিটি বিন্দু পাকিস্তানি রক্তের বদলা নেওয়া হবে। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর ওই বক্তব্য শুনে দেশের সাধারণ মানুষের রক্ত মোটেই গরম হয়নি। উলটে তাঁর ধীরস্থির ভাষণের বিরোধিতা করে এক পাক নেটিজেন সামাজিকমাধ্যমে কটাক্ষ করেছেন, 'শাহবাজ শরিফের ভাষণের স্পিড দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ওঁর ভাষণ থামবে না।' কটাক্ষ করেছেন আরও অনেকে। একজনের বক্তব্য, 'শাহবাজ আঙ্কল, দ্বিগুণ দ্রুততায় বক্তব্য শুরু করবেন দয়া করে। সব ব্যাপারে আমরা ভাষণ চাই না। দয়া করে মোদ্দা কথায় আসুন।'

শাহবাজকে বিদ্রুপ করে আরও এক পাক নাগরিকের তোপ, 'শাহবাজ শরিফের কথা শুনে মনে হচ্ছে, উনি শুধু এই প্রত্যাঘাতটুকুই দেখাতে চেয়েছিলেন।' দু-বারের প্রধানমন্ত্রী, পঞ্জাব প্রদেশের চারবারের মুখ্যমন্ত্রীকে ভীতু বলেও তোপ দেগেছেন কেউ কেউ। একজন সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'ভারতের হামলা নিয়ে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন অথচ একবারও বললেন না যে, ভারতকে তার কৃতকর্মের মূল্য চোকাতে হবে। অবিশ্বাস্য। অত্যন্ত বিরক্তিকর। এই জন্যই সত্যিকারের নেতাকে দিয়েই দেশ গঠিত হয়। ওপর থেকে বসিয়ে দেওয়া নেতাদের নিয়ে নয়।' পাকিস্তান যে আদৌ হামলার জন্য প্রস্তুত নয়, তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ।

শাহবাজ শরিফ যখন দেশের মানুষের কাছে বিদ্রুপের পাত্র হচ্ছেন, তখন প্রায় একই অবস্থা পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীরও। ভুল তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েন খোয়াজা আসিফ। তিনি সেখানে দাবি করেন, ভারতের যুদ্ধবিমান নাকি গুলি করে মাটিতে নামিয়েছে পাকিস্তান। সেই বিষয়ে তখন তাঁর কাছে প্রমাণ চান ওই মার্কিন সংবাদ চ্যানেলের সঞ্চালিকা। তখনই তাঁর গুজবের ফানুস চুপসে যায়। আসিফ শেষমেশ বলেই ফেলেন যে, 'এসব তো সমাজমাধ্যমে চলছে। আমাদের নয়, ভারতীয় সমাজমাধ্যমে। ওই যুদ্ধবিমানগুলির যাবতীয় ভগ্নাংশ কাশ্মীরেই পড়েছে।' তাতেও হাল ছাড়েননি ওই মার্কিন সঞ্চালিকা। ভারতের রাফাল যুদ্ধবিমান নামাতে চিনা অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে কিনা জানতে চান তিনি। কিন্তু ততক্ষণে প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার ছুতো খুঁজতে শুরু করে দেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

যুদ্ধ জিগির এবার পদ্মাপারেও

ঢাকা, ৮ মে : ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতি বাড়ছে। অপারেশন সিঁদুর আর তারপর পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ড্রোন হামলা চালিয়ে ভারত কল্পনাতীত প্রত্যাঘাতের তীব্রতা ক্রমশ বাড়াচ্ছে। এই অবস্থায় পাকিস্তানের নতুন বন্ধু বাংলাদেশ যুদ্ধ জিগির তৈরি করেছে। বুধবার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড.মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'আমি যুদ্ধ পছন্দ করি না। কিন্তু প্রস্তুতি ছাড়া টিকে থাকা যায় না।' নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ইউনূস বুধবার বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বার্ষিক মহড়ার অনুষ্ঠানে ওই কথা বলেন। তিনি সাফ বলেছেন, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রেক্ষাপটে যুদ্ধের জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি অপরিহার্য। ভারত-পাকিস্তানের নাম করে তিনি বলেন,

> আমি যুদ্ধ পছন্দ করি না। কিন্তু প্রস্তুতি ছাড়া টিকে থাকা যায় না।
>
> **মুহাম্মদ ইউনূস**

আমাদের আশপাশে যুদ্ধবস্থা বিরাজমান। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত। কাশ্মীর পরিস্থিতি। এসবের মাঝে প্রস্তুতি না নিলে আত্মঘাতী হয়ে উঠবে।' ইউনূসের বার্তা, যুদ্ধের ক্ষেত্রে আধা প্রস্তুতির কোনও সুযোগ নেই। এখানে বিজয়ই একমাত্র সমাধান।'

সুপ্রিম প্রশংসাও জুটেছিল কর্নেল সোফিয়ার

নয়াদিল্লি, ৮ মে : ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবহে খবরের শিরোনামে কর্নেল সোফিয়া কুরেশি।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রেক্ষিতে সাংবাদিক বৈঠকে সহ-অধিনায়কের ভূমিকায় মিডিয়ার সামনে আসার পর থেকেই কর্নেল সোফিয়া উঠে আসেন সংবাদমাধ্যমের আলোচনায়। এর আগে আরও একবার তিনি আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছিলেন। ২০২০ সালে সেনাবাহিনীতে মহিলা অফিসারদের স্থায়ী কমিশনের অধিকার স্বীকৃতি সংক্রান্ত মামলায় তাঁকেই উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছিল শীর্ষ আদালত।

সেনায় কর্নেল সোফিয়ার কৃতিত্ব এবং সাফল্যের উদাহরণ তুলে ধরে শীর্ষ আদালত বার্তা দিয়েছিল, কেন স্থায়ী কমিশনে মহিলা অফিসারদের নিয়োগ করা উচিত। সেই সময় আদালত জানিয়েছিল, কর্নেল সোফিয়া ২০০৬ সালে কঙ্গোয় রাষ্ট্রসংঘের শান্তিবাহিনীর সামরিক

পর্যবেক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার কৃতিত্বও আছে তাঁর।

ঘটনাচক্রে শীর্ষ আদালতে প্রশংসিত সেই মহিলা অফিসারকেই বুধবার বড় ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। পাকিস্তানের মাটিতে মঙ্গলবার মধ্যরাতে ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর সেই মহিলা অফিসার সোফিয়াকেই সেনার সাংবাদিক বৈঠকে প্রত্যাঘাতের বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। সঙ্গে ছিলেন আরও এক মহিলা অফিসার বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং। 'অপারেশন সিঁদুর' কী ভাবে, কেন করা হল পাকিস্তানের মাটিতে প্রত্যাঘাতের পর বুধবার সেনার সাংবাদিক বৈঠকে তার ব্যাখ্যা দেন কর্নেল সোফিয়া এবং বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা। তার পর থেকেই চর্চায় দুই বাহিনীর এই দুই মহিলা অফিসার। অনেকের মতে, নারীশক্তিকে বার্তা দিতেই সেনার সাংবাদিক বৈঠকে পাকিস্তানে প্রত্যাঘাতের বিষয়টি নিয়ে জানানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কর্নেল সোফিয়া এবং উইং কমান্ডার ব্যোমিকার উপর।

বুধবার সকালে 'অপারেশন সিঁদুর' সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলনে যখন বক্তব্য রাখছিলেন কর্নেল সোফিয়া কুরেশি। তখন টিভির পর্দায় চোখ আটকে গিয়েছিল বৃদ্ধ এক দম্পতির। কর্ণাটকের বেলাগাভি জেলার একটি ছোট গ্রামে টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রেখে বসেছিলেন সোফিয়ার শ্বশুর-শাশুড়ি ঘাউস বাগেওয়াড়ি ও তাঁর স্ত্রী। ঘাউস বাগেওয়াড়ি বলেন, 'টিভির সামনে থেকে নড়তে পারছিলাম না। সেই সময় আমাদের পরিবারের এক গর্বের মুহূর্ত তৈরি হচ্ছিল। বাড়ির মেয়েকে দেখছি ওই ভূমিকায়। আর কী চাই!'

১৯৭৪ সালে গুজরাটের ভদোদরায় জন্ম সোফিয়ার। ১৯৯৭ সালে জৈবরসায়ন নিয়ে স্নাতোকত্তর করেন সোফিয়া।

ধ্বংসস্তূপ

লাহোর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে মুরিদকে-তে ভারতীয় অভিযানে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ভবন। সেখানেই দাঁড়িয়ে এক স্থানীয় বাসিন্দা।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাকিস্তানকে একহাত প্রীতির

লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ৮ মে : সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিতে ভারতের তরফে অপারেশন সিঁদুরের পর দুই পড়শি দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। এই ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিতর্ক হল। তাতে দলমত নির্বিশেষে এমপিরা দুই পড়শি দেশের মধ্যে উত্তেজনা কমাতে কিয়ের স্টারমার সরকারকে অনুরোধ জানালেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ছায়া বিদেশসচিব প্রীতি প্যাটেল কিন্তু ভারতের পক্ষে ব্যাট চালালেন।

পাকিস্তানের জঙ্গি শিবিরগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য ভারতের সিঁদুর অপারেশনকে জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন প্রীতি। বিতর্কে প্রীতির আগুনে বক্তৃতার নির্যাস হল, ভারত ও পশ্চিমী দুনিয়ার স্বার্থে সন্ত্রাসের মোকাবিলায় দিল্লির পাশে থাকতে লন্ডনকে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে।

প্রীতি বলেছেন, 'আমরা অবশ্যই রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সামরিক সংঘাত এড়াতে চাই। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য ভারতের পদক্ষেপ যুক্তিসংগত। সন্ত্রাসের পরিকাঠামো ভেঙে ফেলার অধিকার ভারতের আছে।' ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা প্রশমনের ডাক দিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের তুলোধোনা করে প্রীতি বলেন, 'সন্ত্রাসের ইতিহাসই বলে ভারত তাতে কতটা ভুগছে।' পাকিস্তানই লাদেনকে আশ্রয় দিয়েছিল, বক্তৃতায় সে কথা মনে করিয়ে দেন প্রীতি।

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি ফিলমেন ইয়ং বুধবার জানিয়েছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির বিষয়ে তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। জানিয়েছেন, আলোচনা ও কূটনৈতিক পথে বিতর্কের অবসান হতে পারে। তিনি উভয়পক্ষকে অবিলম্বে সংযম দেখানোর আর্জি জানিয়েছেন। ভারত যেখানে অভিযান চালিয়েছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সেই জায়গায় গতকাল পৌঁছে গিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের টিম।

সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা, গুলিতে মৃত্যু পাকিস্তানির

চণ্ডীগড়, ৮ মে : পাকিস্তানকে আরও প্রত্যাঘাত দিতে 'অপারেশন সিঁদুর' অব্যাহত রাখা হয়েছে। পঞ্জাব, রাজস্থান সীমান্তে চলছে হাই অ্যালার্ট। বাতিল হয়েছে পুলিশের ছুটি। বাড়তি সতর্কতার মধ্যেও ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করতে গিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হল এক পাক নাগরিকের।

বৃহস্পতিবার পাকিস্তান থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল ওই পাক নাগরিক। বিএসএফ-এর বিবৃতি অনুযায়ী, অন্ধকারের মধ্যে পঞ্জাবের ফিরোজপুর সেক্টরের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরোনোর সময় ওই ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানায় বিএসএফ। তাকে সামনে এগোতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু সে তা ভ্রূক্ষেপ না করে কাঁটাতারের দিকে এগিয়ে যায়। তাকে আর এগোতে সুযোগ দেয়নি বিএসএফ। গুলি চালায়।

ভারত-পাক সীমান্তে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলছে। রবিবার পঞ্জাবের গুরদাসপুরে মহম্মদ হুসেন নামে এক পাকিস্তানিকে বিএসএফ আটক করে। বর্তমানে সে পঞ্জাব পুলিশের হেপাজতে। রাজস্থান সীমান্তে আটক পাক রেঞ্জারকে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ করা চলছে।

এগিয়েও পিছোল রিলায়েন্স

'সিঁদুর' ট্রেডমার্ক চেয়ে আবেদন চার সংস্থার

নয়াদিল্লি, ৮ মে : পাকিস্তানে ভারতীয় সেনা অভিযান 'অপারেশন সিঁদুর'-এর ট্রেডমার্ক চেয়ে বুধবার আবেদন করেছিল মুকেশ আম্বানির সংস্থা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই বৃহস্পতিবার প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে তারা জানিয়ে দিল, ওই আবেদন প্রত্যাহার করা হয়েছে।

কারণ হিসাবে সংস্থা জানিয়েছে, 'রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের একটি ইউনিট জিও স্টুডিওজ। তার একজন অধস্তন কর্মীর অসাবধানতায় এই আবেদন দাখিল হয়েছিল। তারপর তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।'

রিলায়েন্স এ-ও জানিয়েছে, 'অপারেশন সিঁদুর' নামটি সারা দেশের গৌরবের, ভারতের বীরত্বের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে। তার ট্রেডমার্ক নেওয়ার কোনও ইচ্ছা তাদের নেই। প্রেস বিবৃতিতে এ-ও লেখা হয়েছে, 'সমগ্র রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি সরকার তথা ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষে রয়েছে।'

পহলগাম হামলার ১৫ দিনের মাথায় পাকিস্তানে প্রত্যাঘাত হেনেছে ভারতীয় সেনা। অভিযানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই 'অপারেশন সিঁদুর' শব্দবন্ধের ট্রেডমার্ক চেয়ে চার-চারটি আবেদন জমা পড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রককে। মন্ত্রকের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, বুধবার সকাল ১০টা ৪২ মিনিটে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর ট্রেডমার্ক পাওয়ার জন্য প্রথম আবেদন করেছিল মুকেশ আম্বানির সংস্থা।

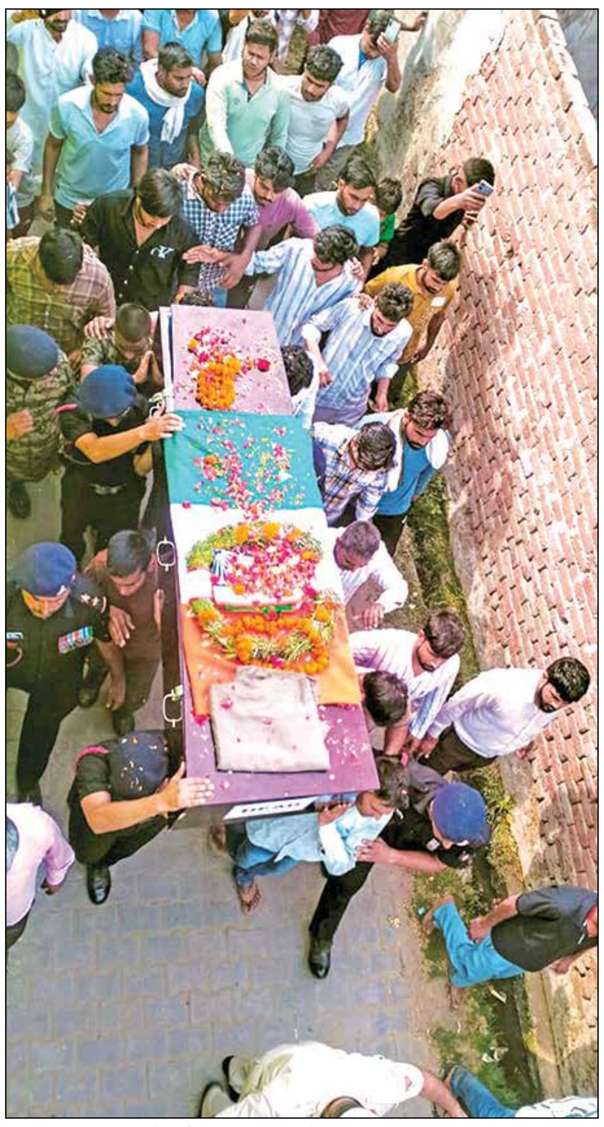

শহিদ দীনেশ শর্মার অন্তিম যাত্রা। হরিয়ানায়।

দীনেশ শর্মা

মিশনে যাচ্ছি, অন্তিম বার্তা ল্যান্সনায়েক দীনেশের

নয়াদিল্লি, ৮ মে : মঙ্গলবার মধ্যরাতে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাক ভূখণ্ডে প্রত্যাঘাত করে ভারত। সেই প্রত্যাঘাতের পরই জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ, রাজৌরি, আখনুর এবং বারামুলায় নিয়ন্ত্রণরেখায় গোলাবর্ষণ করে পাক বাহিনী। নিহত হন ১৬ জন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ল্যান্স নায়েক দীনেশ শর্মা। পুঞ্চে সেনার এফডি রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন তিনি। নিয়ন্ত্রণরেখায় পাকিস্তান টানা সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করায় সেখানে মোতায়েন করা হয়েছিল ৫ এফডি রেজিমেন্টের জওয়ানদের। সেই দলে ছিলেন দীনেশ। পাকিস্তানের ছোড়া গোলায় জখম হন তিনি। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তাঁর।

দীনেশের বন্ধু প্রদীপ বলেন, '৬ মে রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ দীনেশকে ফোন করেছিলাম। ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা হয়েছিল। তখনই আমাকে বলেছিল, 'মিশনে যাচ্ছি। যা হবে সব খবরাখবর দেব।' তারপর আরও কয়েকবার প্রদীপের সঙ্গে দীনেশের কথা হয়। বুধবার সকালে প্রদীপ দীনেশকে ফোন করলে অন্য একজন ফোন ধরে বলেন, দীনেশ আহত। এর কিছু বাদেই মৃত্যু সংবাদ আসে দীনেশের।

দীনেশরা পাঁচ ভাই। বাবা দয়ানন্দ শর্মা জানিয়েছেন, পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে দীনেশ সবার বড়। দীনেশের আরও দুই ভাই সেনায় কর্মরত। তাঁর তুতোভাইও সেনার মেডিকেল বিভাগে কাজ করেন। সেই তুতোভাই জানিয়েছেন, দীনেশের আট বছরের দুই সন্তান রয়েছে। তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখায় লাগাতার গোলাবর্ষণ করছে পাকিস্তান। পালটা জবাব দিচ্ছে ভারতীয় সেনাও। টানা সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে নিয়ন্ত্রণরেখা লাগোয়া এলাকাগুলি লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করছে পাকিস্তানি সেনা।

গগনযান ফেলে বায়ুসেনার দায়িত্বে নভশ্চর

নয়াদিল্লি, ৮ মে : সীমান্তে যুদ্ধ পরিস্থিতি! তাই সবার আগে দেশ। পরিস্থিতি মাথায় রেখে 'গগনযান মিশন'-এর প্রস্তুতি থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হল ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন অজিত কৃষ্ণানকে। বর্তমানে তিনি দিল্লির গ্লোবাল স্পেস এক্সপ্লোরেশন কনফারেন্সে ছিলেন। সেখানে ফোন করে তাঁকে সেনার ডিউটিতে ফেরার কথা জানানো হয়েছে।

কৃষ্ণান জানান, 'বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ভারতীয় বায়ুসেনা আমাকে ফিরে আসতে বলেছে।' যা দেখে মনে করা হচ্ছে, সীমান্তে সংঘর্ষের আবহে ভারতীয় বায়ুসেনার বড় কিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে। আর তাই নিজেদের অভিজ্ঞ আধিকারিকদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজে ফিরতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২০০৩ সালে ভারতীয় সেনায় যোগ দিয়েছিলেন অজিত। ফ্লাইং ইনস্ট্রাক্টরের পাশাপাশি যুদ্ধবিমানের চালক ছিলেন। ২ হাজার ৯০০ ঘণ্টা একাধিক যুদ্ধবিমান ওড়ানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। এর মধ্যে যেমন রয়েছে এসইউ-৩০ এমকেআই, মিগ-২৯ ইত্যাদি।

২০২৭ সালের শুরুর দিকে গগনযান মিশনের প্রথম মানব অভিযানের পরিকল্পনা রয়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর। তিন সদস্যের এই মহাকাশযাত্রায় তাঁরা তিনদিন পৃথিবীর কাছের কক্ষপথে থাকবেন এবং তারপর নিরাপদে ফিরবেন।

আক্রমণ হলেই পাককে যোগ্য জবাব : জয়শংকর

শান্তির খোঁজে আসরে নামল সৌদি ও ইরান

ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে এস জয়শংকর। বৃহস্পতিবার।

নয়াদিল্লি, ৮ মে : পহলগামে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার একপক্ষকালের মধ্যে পালটা জবাবে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ক্ষেপণাস্ত্র হানা চালিয়ে জঙ্গিশিবির গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারত। অপারেশন সিঁদুর অব্যাহত। এই আবহে আচমকা ভারতে এলেন সৌদি আরবের জুনিয়ার বিদেশমন্ত্রী আদেল আলজুবেইর। এক অঘোষিত সফরে বুধবার গভীর রাতে তিনি নয়াদিল্লিতে এসে পৌঁছোন।

ভারত ও ইরানের মধ্যে ২০তম যৌথ কমিশনের বৈঠকে যোগ দিতে প্রতিনিধি দল সহ নয়াদিল্লিতে এসেছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা মাঝরাতে এদেশে পৌঁছোন।

বৃহস্পতিবার ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে বৈঠকে পাকিস্তান সম্পর্কে ভারতের মনোভাব স্পষ্ট করে মন্ত্রী এস জয়শংকর বলেছেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনা বাড়াতে নয়াদিল্লি আগ্রহী নয়। কিন্তু পাকিস্তান আক্রমণ হানলে ভারত তার যোগ্য জবাব দেবে।'

পহলগামের ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের উপযুক্ত জবাব দিতে ভারতের ব্যস্ততা চলাকালীন সৌদি আরব ও ইরানের মন্ত্রীরা ভারতে এসেছেন। ইরানের বিদেশমন্ত্রীর কাছে বিষয়টির উল্লেখ করে জয়শংকর বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের আঘাত আমাদের বাধ্য করেছে সীমান্তপারের জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিতে। আমরা বেছে বেছে প্রত্যাঘাত করেছি।' তিনি এও বলেন, 'আপনারা আমাদের প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী। পরিস্থিতি সম্যকভাবে জানা আপনাদের দরকার।'

ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আগে সৌদির জুনিয়ার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সময়ই জয়শংকর জানান, ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি হল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই।

ক্ষতচিহ্ন

সীমান্তবর্তী গ্রাম কাশ্মীরের সুচেতগড় থেকে ট্রাক্টর ট্রলিতে করে অন্যত্র যাচ্ছেন গ্রামবাসী (ওপরে)। পাকিস্তানি গোলাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এক মহিলা। উরির সালামাবাদে।

খতম মাসুদের ভাই

নয়াদিল্লি, ৮ মে : ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযানে নিহত হয়েছে কান্দাহার বিমান অপহরণ কাণ্ডে জড়িত কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী আব্দুল রউফ আজহার। জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহারের ভাই রউফ।

মঙ্গলবার গভীর রাতে পঞ্জাবের বাহাওয়ালপুর ও মুরিদকেতে ভারতীয় সেনা হামলা চালিয়ে জইশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈবার সদর দপ্তর ধ্বংস করে। এই দুই জঙ্গি সংগঠন বহু বছর ধরে ভারতে সন্ত্রাস চালিয়ে এসেছে। বাহাওয়ালপুরের হামলায় মাসুদ আজহারের পরিবারের ১০ সদস্য নিহত হন, যার মধ্যে রয়েছেন তার বোন এবং ভগ্নীপতিও। রাষ্ট্রসংঘের ঘোষিত আন্তর্জাতিক জঙ্গি মাসুদ আজহারের ভাই রউফ আজহারও হামলায় নিহত হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এই আব্দুল রউফ আজহারই ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর কাঠমান্ডু থেকে দিল্লিগামী ভারতীয় যাত্রীবাহী আইসি-৮১৪ বিমান ছিনতাইয়ের প্রধান মাথা ছিল। বিমান অপহরণ করে যাত্রীদের পণবন্দি করা হয়েছিল সেই সময় ভারতের জেলে বন্দি তিন পাক জঙ্গি নেতা মাসুদ আজহার, আহমেদ ওমর সৈয়দ শেখ এবং মুস্তাক আহমেদ জারগরের মুক্তির দাবিতে। ওই বিমানে মোট ১৭৯ জন যাত্রী এবং ১১ জন বিমানকর্মী ছিলেন। অমৃতসর, লাহোর এবং দুবাই হয়ে অবশেষে বিমানটি আফগানিস্তানের কান্দাহারে নামানো হয়। অপহরণকারীদের সঙ্গে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের দরকষাকষির মধ্যেই রুপিন কাটিয়াল নামে এক যাত্রীকে নির্মমভাবে হত্যা করে জঙ্গিরা। বাকি যাত্রীদের প্রাণের বিনিময়ে অবশেষে মাসুদ সহ তিন জঙ্গি নেতাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্ত ওমর শেখ পরে অপহরণ ও হত্যা করে আমেরিকান-ইহুদি সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লকে। ড্যানিয়েল পার্লের এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ২০০২ সালে গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

কান্দাহার বিমান অপহরণ কাণ্ডের পরই জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) গঠন করে ভারতে নাশকতা শুরু করে মাসুদ আজহার। এই সংগঠন ২০০১ সালে সংসদে হামলা সহ একাধিক নাশকতা চালিয়েছে এই উপমহাদেশে। ২০০১ সালে পাকিস্তানে জেইএম নিষিদ্ধ হলেও তাদের কাজকর্ম বন্ধ হয়নি কখনই।

ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ পরিষেবার সুফল প্রধান তিনটি সড়কে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ মে : মাটির নীচ দিয়ে বাড়িতে পৌঁছাবে বিদ্যুৎ সংযোগ। ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার কাজ দেখে এমনই ভাবছেন শহরবাসী। পাশাপাশি, পাড়ার বিদ্যুতের পোলে থাকা তারের জঞ্জাল দূর হবে বলেও মনে করছেন তাঁরা। কিন্তু বাস্তবে সেটা হচ্ছে না। অর্থাৎ শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডেই লো টেনশন (এলটি) বিদ্যুৎ পরিবাহী তার বিদ্যুতের খুঁটির মাধ্যমে মাথার ওপরেই থাকছে। অর্থাৎ সমস্ত মাল্টি সার্ভিস অপারেটর (এমএসও) সংস্থার তার, টেলিফোনের তার, এখনই সরছে না।

প্রধান কয়েকটি রাস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার সমস্ত কেবল লাইন ভূগর্ভস্থ করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির উত্তরবঙ্গের এক শীর্ষ কর্তার বক্তব্য, 'এখনই গোটা শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভূগর্ভস্থ করার পরিকল্পনা নেই। হাইটেনশন লাইন মাটির নীচ দিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বাড়ির সংযোগের এলটি লাইন বিদ্যুতের খুঁটি হয়েই যাবে।'

শিলিগুড়ি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা পুরোটাই ভূগর্ভস্থ করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। গত ডিসেম্বর মাসে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটির ক্ষেত্রে আনুমানিক ৬০০ কোটি টাকা খরচ হবে। প্রথম পর্যায়ে ১৯টি ওয়ার্ডে কাজ শুরু হয়েছে। এই ওয়ার্ডগুলিতে বিদ্যুতের ৩৩ হাজার, ১১ হাজার হাইটেনশন লাইন ভূগর্ভস্থ করা হচ্ছে। তবে, হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, বিধান রোডে এলটি লাইনও ভূগর্ভস্থ করা হচ্ছে।

পাড়ায় থাকছে তারের জঞ্জাল

অর্থাৎ শহরের এই তিনটি প্রধান রাস্তায় সমস্ত বিদ্যুৎ পরিষেবার তারই অপটিকাল ফাইবার কেবলের মাধ্যমে মাটির তলা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিভিন্ন ওয়ার্ডে শুধুমাত্র ৩৩ হাজার এবং ১১ হাজার হাইটেনশনের কেবলই মাটির তলা দিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ পাড়ায় পাড়ায় হাইটেনশন লাইন মাটির তলায় চলে গেলেও লো টেনশন অর্থাৎ বাড়ির সংযোগের বিদ্যুৎ পরিবাহী তার খুঁটি দিয়েই থাকবে।

সমস্ত বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ভূগর্ভস্থ হয়ে গেলে বিভিন্ন এমএসও এবং টেলিফোন পরিষেবা প্রদানকারীদের কেবল লাইনগুলি কীভাবে নেওয়া হবে, তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। বাস্তবে বিদ্যুতের খুঁটিগুলি থেকে যাওয়ায় আগামীতেও এমএসও-গুলির সমস্যা হচ্ছে না। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বিদ্যুতের খুঁটিকে কেন্দ্র করে তারের জঞ্জাল আগামীতেও থেকে যাবে।

খুঁটিতে অগ্নিকাণ্ড, যানবাহন চলাচল করতে গিয়ে কেবল তার ছিঁড়ে রাস্তায় পড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটছে। পাড়ায় পাড়ায় দৃশ্য দূষণও কমার সম্ভাবনা নেই। যা স্পষ্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়ালের বক্তব্যেও। তিনি বলছেন, 'ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে রাস্তায় যেভাবে বিদ্যুতের খুঁটি থেকেই এলটি লাইন সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে, সেটাই থাকছে। শহরের প্রধান কয়েকটি রাস্তায় বিদ্যুৎ পরিষেবার পুরোটাই মাটির তলা দিয়ে হচ্ছে।'

রাত ১২টার পর পাব, কড়া মেয়র

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৮ মে : শিলিগুড়িতে গভীর রাত পর্যন্ত চলা বার ও পাবের বিরুদ্ধে এবার পদক্ষেপ করবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। বছরে বিশেষ কিছুদিন ছাড়া রাত ১২টার পর শহরে বার ও পাব খোলা রাখার বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি পুরনিগম রাজ্যের সঙ্গে কথা বলবে।

আবগারি দপ্তরের কর্তাদের শিলিগুড়ি পুরনিগমে ডেকে কড়া বার্তা দিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করে রিপোর্ট নেবে পুরনিগম। বিশেষ করে সেবক রোড এবং মাটিগাড়ার একটি শপিংমলে থাকা বার ও পাবের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার বার্তা দেওয়া হয়েছে। এলাকার সাধারণ মানুষের থেকে একাধিক অভিযোগ পুরনিগমের কাছে এসেছে বলে জানিয়েছেন মেয়র। যে কারণে এলাকার আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে। একের পর এক অভিযোগ পাওয়ার পরেই এমন সিদ্ধান্ত।

অন্যদিকে, রাত এগারোটার পর শহরের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে পান, বিড়ি, সিগারেট কিংবা চায়ের দোকান খোলা রাখার ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। প্রথমে পুলিশকে দিয়ে সতর্ক করানো হবে। এরপরেও কথা না শুনলে পুরনিগম ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করে ওই দোকান পুরোপুরি বন্ধ করে দেবে বলে জানানো হয়েছে।

মেয়রের বক্তব্য, 'শিলিগুড়ির মানুষের মধ্যে এখনও অত রাত পর্যন্ত পাব বা বারে যাওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়নি। এই বার এবং পাবগুলি নিয়ে অনেক অভিযোগ এসেছে আমাদের কাছে। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে অনেক। আমরা রাজ্যের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব।'

শহরে একাধিক বার এবং পাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, মধ্যরাত পর্যন্ত বার ও পাবগুলিতে বেলেল্লাপনা চলে।

সময়ের বাঁধনে

- বছরে বিশেষ কিছুদিন ছাড়া রাত ১২টার পর শহরে বার ও পাব খোলা রাখা যাবে না
- আবগারি কর্তাদের ডেকে কড়া বার্তা মেয়রের
- সেবক রোড, মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে থাকা বার ও পাবের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে বার্তা
- রাত এগারোটার পর একাধিক মোড়ে পান, বিড়ি, সিগারেট কিংবা চায়ের দোকান খোলা রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে

আরও অভিযোগ, বার ও পাবে মধ্যরাতে মহিলাদের নিয়ে হইহুল্লোর চলে। রাতে মদ্যপ অবস্থায় বেরিয়ে কেউ দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে তো কেউ ঝামেলায় জড়াচ্ছে। প্রায়ই সেবক রোডের পাবগুলি থেকে এই ধরনের অভিযোগ আসে।

পুলিশকে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। আবগারি থেকে বাড়তি সময় নেওয়ার জন্যে বার ও পাবগুলিকে অনুমতি নিতে হয়। তার জন্যে বাড়তি টাকাও দিতে হয়। আবগারি আইনের ২৩৯ ধারা অনুযায়ী বাড়তি সময় অনুমতি মানে শুধুমাত্র খাবার এবং লিকার সরবরাহ করা যাবে।

কিন্তু শহরের বার ও পাবগুলিতে তারস্বরে সাউন্ড বাজিয়ে চলে নৃত্য। শহরের দার্জিলিং মোড়, জলপাই মোড়, থানা মোড়, নোকাঘাট মোড়, সেবক রোড এলাকায় একাধিক পান, বিড়ি, সিগারেট এবং চায়ের দোকান খোলা থাকছে। অভিযোগ, ওই দোকানগুলির সামনে অনেক রাত পর্যন্ত কিছু উঠতি বয়সি তরুণ আড্ডায় বসছে।

সেখানে ঝামেলায় জড়াচ্ছে তারা। মাস তিনেক আগে শিলিগুড়ির জলপাই মোড়ের একটি চায়ের দোকানের সামনে পুলিশকেও আক্রান্ত হতে হয়েছিল। ওই দোকানের সামনে কিছু তরুণ ঝামেলা করেছিল। সেইসময় খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার টহলদারি ভ্যান ঘটনাস্থলে যায়। অভিযোগ, ওই সময় টহলদারি ভ্যানের আধিকারিকদের মারধর করা হয়। পরে পরিস্থিতি সামাল দিতে শিলিগুড়ি থানা থেকে বাড়তি পুলিশবাহিনী নিয়ে আসা হয়।

এই পরিস্থিতিগুলি নিয়ে চিন্তিত শহরের মেয়র। একাধিকবার অভিযোগ পাওয়ার পরে বিষয়টি নিয়ে মেয়র পারিষদদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। এরপরেই এদিন আবগারি দপ্তরের আধিকারিক, পুলিশকে ডেকে আলোচনা করে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন মেয়র।

ওভারলোড টোটো আটকে গেল রেললাইনে। বিপত্তি মহাবীরস্থান রেলগেটে। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

নজরকাড়া চাকরি

শিলিগুড়ি, ৮ মে : অন ক্যাম্পাসে নজরকাড়া প্যাকেজের চাকরি পেলেন শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (এসআইটি)-এর পড়ুয়া অয়নদীপ দত্ত। তিনি ইলেক্টনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পড়ুয়া। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অন ক্যাম্পাসিংয়ে ভারত সরকারের নবরত্ন সংস্থার মধ্যে অন্যতম ভারত ইলেক্টনিক্স লিমিটেড (বিইএল)-এ চাকরি পেয়েছেন অয়নদীপ। শুরুতেই বছরে ১৩ লক্ষ টাকার বেতন-প্যাকেজ পাবেন তিনি। এসআইটি'র ইলেক্টনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান দেবজ্যোতি মিশ্র অয়নদীপকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শান্তির বার্তা

শিলিগুড়ি, ৮ মে : ভারত-পাক উত্তেজনার আবহে শান্তির বার্তা দিলেন শিলিগুড়ি নাগরিক সমাজের সদস্যরা। যুদ্ধের বিরোধিতা করে বৃহস্পতিবার হাসমি চকে তাঁরা প্রতিবাদ মিছিল করেন। নাগরিক সমাজের সদস্য অভিজিৎ মজুমদার বলেন, 'জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করা হলে আমাদের সমস্যা নেই। তবে যুদ্ধ, সাধারণ মানুষের প্রাণহানি কাম্য নয়।' মিছিলে ছিলেন তাপস গোস্বামী, মুক্তি সরকার সহ অন্যরা।

মায়েদের জন্য বিশেষ ছাড়

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৮ মে : ফিলাডেলফিয়ার আনা জার্ভিসের মাদার্স ডে এখন সর্বজনীন। এই দিনটিতে এখন আর শুধু ঘরে বসে মায়ের সেবা করার কথা ভাবেন না শিলিগুড়িবাসী, বরং মাকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় যাওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলেছেন অনেকেই। আর সেকথা মাথায় রেখেই এই বিশেষ দিনে মাকে নিয়ে এলে বিশেষ ছাড়ের সুযোগ রেখেছে শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁ। কোনও কোনও রেস্টুরেন্টে মাদার্স ডে-র স্পেশাল মেনু রয়েছে।

১১ তারিখ মাদার্স ডে-তে প্রতিবছর মাকে নিয়ে বাইরে খাওয়াদাওয়া করেন শিলিগুড়ির সুমনা সাহা। জানালেন, 'এবারও ঠিক একই প্ল্যান আছে। আমি চাকরি পেয়েছি। তাই এবার নিজের টাকায় মাকে কিছু কিনে দেব বলে ভাবছি।' সময়ের সঙ্গে এই দিনটির প্রতি সাধারণ মানুষের ঝোঁক বাড়ছে বলে জানালেন অনেকেই। তাই শহরের নানান রেস্তোরাঁ ও ক্যাফেগুলিতেও এই দিনটিকে ঘিরে থাকছে নানান আয়োজন। শান্তনু রায় নামে শিলিগুড়ির একটি ক্যাফের কর্মী আবার জানালেন, 'মাদার্স ডে স্পেশাল হিসাবে ওই বিশেষ দিনে একটি মকটেলের সঙ্গে আর একটি মকটেল ফ্রিতে পাওয়া যাবে। তাছাড়া মাদার্স ডে-তে আমরা মেনুতে কিছু নতুনত্ব রাখছি।'

শিলিগুড়ির সেবক রোডের এক রেস্তোরাঁয় আবার এই বিশেষ দিনে মাকে নিয়ে খেতে গেলে থাকছে বিশেষ ছাড়। ওই রেস্তোরাঁ পক্ষে সৌরভ থাপা বলেন, 'মাদার্স ডে-তে মাকে স্পেশাল ফিল করাতে আমাদের রেস্তোরাঁয় এলে মিলবে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। মায়ের জন্য বিশেষ এই দিনটিতে আমরা মা ও সন্তানের জুটির জন্য রাখছি স্পেশাল অফার।'

মাদার্স ডে-তে মাকে মনের মতো কিছু কিনে দেওয়ার কথাও ভাবে অনেক ছেলেমেয়ে। তাঁদের কথা ভেবে শহরের বেশ কিছু দোকানে কেনাকাটার ওপরে থাকছে বিশেষ ছাড়। বিধান মার্কেটের একটি দোকানে মাদার্স ডে উপলক্ষ্যে কেনাকাটার ওপরে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। কোথাও আবার হোমমেইড বেকারিতে মায়ের পছন্দের ফ্লেভারের কেকের অর্ডার আগেভাগেই দিয়ে রেখেছেন অনেকে।

ট্যাংকারে আগুন : জ্বালানি ভর্তি ট্যাংকারে আগুন লেগে গেল ফুলবাড়ির উত্তরকন্যার সামনে। বৃহস্পতিবার এনজেপি-র ইন্ডিয়ান অয়েল ডিপো থেকে ডিজেলবোঝাই ট্যাংকার জলপাইগুড়ির দিকে রওনা হয়। পরে যান্ত্রিক গোলযোগে গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। ট্যাংকার থামিয়ে অগ্নিনির্বাপক গ্যাস ব্যবহার করে চালক নিজেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। শিলিগুড়ি থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আসে এনজেপি থানার পুলিশও।

ডেঙ্গি মোকাবিলায় ময়দানে পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ৮ মে : আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী আগামী মাসেই রাজ্যে প্রবেশ করতে চলেছে বর্ষা। বর্ষা এলেই শহরে ডেঙ্গি সংক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে যায়। সেকথা মাথায় রেখে পরিস্থিতি সামাল দিতে বৃহস্পতিবার থেকেই ময়দানে নামল শিলিগুড়ি পুরনিগম। শহরের বাসিন্দাদের সচেতন করতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছেন ভেক্টর কন্ট্রোল মনিটরিং অফিসার বা ভিসিএমও-রা।

আবাসনে পুরনিগমের ডেঙ্গি সচেতনতামূলক শিবির।

প্রথমেই এলাকাভিত্তিক আবাসন দেখে দেখে সেখানকার কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেয় পুরনিগম। সেইমতো বরোগুলিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বরো থেকে ভেক্টর কন্ট্রোল মনিটরিং অফিসাররা ওয়ার্ডের নির্মল বন্ধু, নির্মলসাথী সহ ওয়ার্ড মাস্টার ও অন্য আধিকারিকদের নিয়ে আবাসনগুলিতে যাচ্ছেন। তারপর সেখানে আবাসিকদের সচেতনতার পাঠ দিচ্ছেন। বাড়িতে জল জমতে না দেওয়া, বাড়ির আশপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বার্তা দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিগড়, শ্রীপল্লি সহ একাধিক এলাকায় এই শিবির করা হয়েছে। ৪ নম্বর বরোর ভিসিএমও এই শিবিরগুলিতে উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর বক্তব্য, 'প্রতি বছরই শহরে কমবেশি ডেঙ্গি হয়। তাই আগাম সতর্কতা অবলম্বন করে এখন থেকেই সচেতনতামূলক কাজ করা হচ্ছে।'

শিলিগুড়িতে ফি বছরই ডেঙ্গির প্রকোপ দেখা যায়। কোনও বছর বেশি তো কোনও বছর কম। বছর দুয়েক আগেও শহরে ডেঙ্গির প্রকোপ এত বেশি ছিল যে মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে কয়েকজনের। গত বছর এই প্রকোপ কিছুটা কম ছিল। তবে চলতি বছর প্রকোপ বাড়তে পারে বলে আগেই একটি অনুষ্ঠানে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। তারপরেই বৈঠক করে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি সচেতনতায় জোর দিতে হবে। সেইমতো সব বরো এলাকায় ওয়ার্ড ধরে ধরে আবাসন এবং এলাকায় সচেতনতা শিবির করতে বলা হয়েছে।

বরোতে তিন থেকে চার জন করে ভিসিএমও নিয়োগ করা হয়েছে আগেই। তাঁরা ওয়ার্ড ভাগ করে এই শিবিরগুলিতে অংশ নিচ্ছেন। সাধারণ মানুষকে সচেতনতার পাঠ পড়াচ্ছেন। একেকজন ভিসিএমও তিন থেকে চারটি করে ওয়ার্ডের দায়িত্বে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই শিবিরের সময়েই পুরকর্মীরা আবাসনের আশপাশ পরিষ্কার করা, জল থাকলে তা ফেলার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি স্প্রে করা এবং ব্লিচিং ছড়ানোর ব্যবস্থা করছেন।

খাবারের মান দেখবে ফুড সেফটি টিম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৮ মে : শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় হোটেল, রেস্তোরাঁর খাবারের মান দেখতে এবার টিম গঠন করছে জেলা ফুড সেফটি দপ্তর। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের বার্তা পাওয়ার পরেই দুই জেলার ফুড সেফটি অফিসাররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

দলে শিলিগুড়ি পুরনিগম, শিলিগুড়ি পুলিশ, ফুড সেফটি আধিকারিক এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। দ্রুত দল গঠন করে সপ্তাহে অন্তত একবার করে শহরের বিভিন্ন রেস্তোরাঁ, হোটেলগুলিতে নজরদারি চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার ফুড সেফটি আধিকারিক, পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। ওই বৈঠকে পুর কমিশনারও উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকের পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগম ৫ জন স্যানিটারি ইনস্পেকটরকে এই কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মেয়রের বক্তব্য, 'রাস্তার খাবারের দোকান থেকে শুরু করে বড় হোটেল, রেস্তোরাঁয় কোথায় কী ধরনের খাবার তৈরি হচ্ছে, কোন পরিবেশে খাবার তৈরি করা হচ্ছে, এবার থেকে সব খতিয়ে দেখা হবে। ওঁরা রাস্তার খাবারের দোকানে সেভাবে নজর দিতেন না। আমরা বলেছি, ফুটপাথের খাবারের দোকানেও নজর দিতে হবে।'

কিছুদিন আগেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বিরিয়ানির দোকানে খাবারে পোকা মেলার অভিযোগ ওঠে। তারপরেই রাস্তার

রেস্তোরাঁ, হোটেলে নজর

প্রতীকী -এআই

বিরিয়ানির দোকান, ফাস্ট ফুডের দোকানের খাবারের গুনগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। ওই দোকান থেকে জলপাইগুড়ির ফুড সেফটি আধিকারিকরা এসে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যান।

তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ার পরেই পুরনিগমের অন্দরে আলোচনা হয়। পুর এলাকার কোথাও সেভাবে স্ট্রিট ফুড, রেস্তোরাঁর খাবারের গুনগত মান পরীক্ষা করে দেখা হয় না, সেকথা উঠে আসে আলোচনায়। তারপরই শিলিগুড়ি পুরনিগম বৃহস্পতিবার ফুড সেফটির সঙ্গে সম্পর্কিত সব দপ্তরকে ডেকে পাঠায়। দুই জেলারই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা পুরনিগমে এসেছিলেন।

সেখানে ঘণ্টা দেড়েক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়। তারপরই সিদ্ধান্ত হয়, শহরের প্রতিটি রেস্তোরাঁ, হোটেলে নজরদারি চালানো হবে। পাশাপাশি শহরের ফুটপাথেও খাবারের দোকানগুলিতে নজরদারি চালানো হবে। খাবারের দোকান থেকে নমুনাও সংগ্রহ করবে ওই বিশেষ দল। এরপর তা ল্যাবে পরীক্ষা করা হবে।

দার্জিলিংয়ের কাছে দুটি এবং জলপাইড়ির কাছে একটি ল্যাব অনহুইল রয়েছে। এর বাইরে শিলিগুড়ির শালবাড়ির কাছে কৃষক মান্ডিতে খাবারের মান যাচাইয়ের যে ল্যাব রয়েছে, তা ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড ফর টেস্টিং অ্যান্ড ক্যালিবারেশন ল্যাবরেটরিজের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হচ্ছে। অনুমোদন মিললে শিলিগুড়িতেও খাবারের গুনগত মান পরীক্ষা করা যাবে।

বিতর্কের কেন্দ্রে যে ছবি।। ভারতীয় আক্রমণে নিহতদের জানাজায় লস্করের কমান্ডার রউফ। পাশে পাক সেনারাও। এই ছবি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন ভারতীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। বিশ্বজুড়ে ছবিটি ভাইরাল।

চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে উদ্বোধনের সম্ভাবনা

হস্তান্তরের দিনেই স্থায়ী বেঞ্চ দাবি

পূর্ণেন্দু সরকার ও সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৮ মে : জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো হস্তান্তরের দিনই ফের দাবি উঠল জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চালু করার। শুধু তাই নয়, মাদুরাইতে চেন্নাই হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চালু হলেও কেন জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না, এমন প্রশ্নও উঠল।

বৃহস্পতিবারই জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনটি সরকারের তরফে হাইকোর্টকে হস্তান্তর করা হল। এদিন জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর এলাকায় নবনির্মিত হাইকোর্টের স্থায়ী ভবনে আসেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত এবং হাইকোর্টের অন্য বিচারপতিদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধান বিচারপতি। সেই বৈঠকেই জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের জমি সহ স্থায়ী ভবনের যাবতীয় নথি রাজ্য সরকারের তরফে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে হস্তান্তর করা হয়।

এদিন জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের পরিকাঠামো এবং পরিবেশ দেখে খুশি প্রধান বিচারপতি। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আশা করছি এই স্থায়ী ভবনে খুব দ্রুত বিচারের কাজ শুরু করতে পারব। আধুনিক সমস্ত ধরনের পরিষেবা এই স্থায়ী ভবনে তৈরি হয়েছে, যা বিচার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করবে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের তরফে যাবতীয় নথি আমাদের হস্তান্তর করা হয়েছে। আজকের দিনটি আমাদের সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' তবে, জলপাইগুড়িতে স্থায়ী বেঞ্চের বিষয়টি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এটি আমার এক্তিয়ারের বাইরে।'

হস্তান্তরের পর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ অন্যরা। বৃহস্পতিবার।

জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রধান বিচারপতিকে স্বাগত জানিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আইনজীবী কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'স্থায়ী ভবনের হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় আমরা খুশি। শীঘ্রই স্থায়ী পরিকাঠামোয় কাজকর্ম চালু হবে বলে আমরা আশাবাদী। যদিও আমরা স্থায়ী বেঞ্চের দাবি জানিয়েছি প্রধান বিচারপতির কাছে।' পরে কমলবাবু বলেন, 'সার্কিট বেঞ্চে অনেক মামলার শুনানিতে দীর্ঘসূত্রিতা হয়ে যায়। তাই আমরা স্থায়ী বেঞ্চ চেয়েছি। স্থায়ী বেঞ্চ হলে এখানে বিচারপতিরা স্থায়ীভাবে থাকবেন। এখানে ১৩ জন বিচারপতির আবাসন সহ যে বিশাল পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে তা সার্কিট বেঞ্চের জন্য প্রয়োজন হয় না।'

রাজ্য বার কাউন্সিলের সদস্য গৌতম দাস বলেন, 'হাইকোর্টের তরফে যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকার সেইমতো স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরি করে দিয়েছে। যখন পরিকাঠামো রয়েছে তাহলে নতুন ভবনে হাইকোর্টের উত্তরবঙ্গের স্থায়ী বেঞ্চের কাজ শুরু হোক, এটাই আমরা চাই।'

২০১২ সালে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শিলান্যাসের পর স্থায়ী ভবনের নকশা সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতা তৈরি হওয়ায় নির্মাণকাজ শুরু হতে বেশ কয়েকটি বছর পেরিয়ে যায়। ২০১৯ সালে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ২০২১ সাল থেকে পাকাপাকিভাবে শুরু হয় জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর মোড় এলাকায় জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির নির্মাণকাজ। প্রায় চার বছর ধরে কাজ চলার পর ভবন নির্মাণ এবং রংয়ের কাজ ৯০ শতাংশই শেষ হয়েছে। ১৩টি আদালত কক্ষের মধ্যে প্রায় চারটির পরিকাঠামো তৈরির কাজ হয়েছে। গত মাসে বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর উপস্থিতিতে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের তথ্য-প্রযুক্তির ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সার্কিট বেঞ্চের সীমানা প্রাচীর, সার্ভিস রোড, বিচারপতি ও কর্মীদের আবাসনের নির্মাণকাজ চলছে।

বুধবারই সন্ধ্যায় জলপাইগুড়িতে আসেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। এদিন সকাল ৯টায় পাহাড়পুরে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন পরিদর্শনে আসেন তিনি। তাঁর সঙ্গে হাইকোর্টের দুই বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিশ্বজিৎ বসু সহ রেজিস্ট্রার জেনারেল, রেজিস্ট্রার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জেলা শাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত সহ অন্য আধিকারিকদের নিয়ে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে স্থায়ী ভবন ঘুরে দেখেন প্রধান বিচারপতি। সেখান থেকে তিনি স্টেশন রোডে সার্কিট বেঞ্চের অস্থায়ী কাঠামো পরিদর্শনে যান। এরপর বাগডোগরা হয়ে কলকাতা ফিরে যান।

জেলা শাসক বলেন, 'রাজ্য সরকারের নির্দেশে প্রধান বিচারপতির উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসনের তরফে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। স্থায়ী পরিকাঠামোর উদ্বোধন বিষয়েও এদিন প্রধান বিচারপতি আলোচনা করেছেন।' জানা গিয়েছে, চলতি বছরের মাঝামাঝি স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন এবং সেখানে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।

নয়া স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা ইন্দ্রজিৎ

শিলিগুড়ি, ৮ মে : রাজ্যের নতুন স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা হলেন অধ্যাপক ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা। তিনি বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ পদে রয়েছেন। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ভবন বিজ্ঞপ্তি জারি করে দ্রুত তাঁকে স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তার (ডিএমই) দায়িত্ব নিতে বলেছে। তবে, তাঁর জায়গায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের অধ্যক্ষ হিসেবে এদিন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

করোনা পরিস্থিতির মধ্যে ২০২১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এখানে দায়িত্বে থাকা অবস্থায় তিনি এর আগেও স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা পদের জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু সেই সময় স্বাস্থ্য ভবনে উত্তরবঙ্গ লবির দাপট এতটাই বেশি ছিল যে, তাঁর চেয়ে কম যোগ্যতা থাকা বর্ধমান মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কৌস্তভ নায়ককে স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা করা হয়েছিল। যা নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়েছে। আরজি কর ঘটনার পরবর্তী সময়ে রাজ্য সরকার কৌস্তভকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। গত মাসে স্বাস্থ্য ভবন পুনরায় স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল। সেই পদে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বেশ কয়েকজন প্রবীণ অধ্যাপক আবেদন করেছিলেন। তার মধ্যে ইন্দ্রজিৎও রয়েছেন। ৩ মে কলকাতায় স্বাস্থ্য ভবনে ইন্টারভিউ হয়। তার পরই বৃহস্পতিবার ইন্দ্রজিৎকে নয়া ডিএমই হিসেবে নিয়োগ করে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। তবে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের পরবর্তী অধ্যক্ষ হিসেবে কে দায়িত্ব নেবেন, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। চিকিৎসকদের অনেকেই মনে করছেন, পরবর্তী অধ্যক্ষ পদে মেডিকেলের প্যাথলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ বিদ্যুৎ গোস্বামী এগিয়ে রয়েছেন।

মদ পাচারে গ্রেপ্তার ১

কিশনগঞ্জ, ৮ মে : ভারত-নেপাল সীমান্তের ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি পিকআপ ভ্যান থেকে প্রচুর পরিমাণে বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় বিহারের বৈশালী জেলার পাতেপুরের বাসিন্দা বিপিন কুমারকে। ধৃতকে কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন। পাঠামারি থানার আইসি আনন্দ কুমার বলেন, 'প্রায় ১৩৪৫ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে বিহারে এই মদ পাচার করা হচ্ছিল।'

অন্যদিকে, কিশনগঞ্জের ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বৃহস্পতিবার আবগারি দপ্তর অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৯৮ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করে। ঘটনায় বিজেন্দ্র কুমার নামে বিহারের মধেপুরার এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আবগারি দপ্তর জানিয়েছে, এই প্রচুর পরিমাণ মদ দুটি গাড়ি করে উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়া থেকে বিহারের মধেপুরায় পাচার করা হচ্ছিল। এরপর কিশনগঞ্জ জাতীয় সড়কের ফরিংগোলা আবগারি চেকপোস্টে গাড়ি দুটিকে আটক করা হয়। ধৃতকে কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

দেখা মিলবে প্রজাপতির

শিলিগুড়ি, ৮ মে : হরেক প্রজাতির প্রজাপতির দর্শন পেতে কালিম্পং জেলার গরুবাথানের ডালিমটারের বনাঞ্চলে তিনদিনের আসর বসছে। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের (ন্যাফ) উদ্যোগে এই শিবির বসছে। ন্যাফের সম্পাদক নারায়ণ তালুকদার বলেন, 'এবারের বাটারফ্লাই ওয়াচ শিবিরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২৫ জন যোগ দিচ্ছেন। এই শিবিরে বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা প্রকৃতি শিক্ষাবিদ যুধাজিৎ দাশগুপ্ত এবং ডাঃ তুষারকান্তি ঘোষাল বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।'

বাংলাদেশ সীমান্তে নজর

সানি সরকার ও দীপেন রায়

শিলিগুড়ি ও মেখলিগঞ্জ, ৮ মে : ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের উত্তেজনার আঁচ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তেও। উত্তরবঙ্গে এখনও দুই দেশের সীমারেখায় কিলোমিটারের পর কিলোমিটার উন্মুক্ত রয়েছে। যা বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার দিক দিয়ে যথেষ্টই উদ্বেগের কারণ। এই ফাঁক গলেই বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ভারতে পাক জঙ্গিরা প্রবেশ করতে পারে বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির আশঙ্কা। পরিস্থিতি যখন এমন, তখন বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ সফরে এলেন বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় এডিজি মহেশকুমার আগরওয়াল। এদিন প্রথমে তিনি নর্থবেঙ্গল ফন্টিয়ারের সদর কার্যালয় কদমতলায় উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক করেন। ওই বৈঠকটিতে বর্তমান পরিস্থিতি, আশঙ্কার কারণগুলি, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোন ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে, এমন নানান বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনবিঘা করিডর পরিদর্শনের পাশাপাশি সেখানকার পরিস্থিতি নিয়েও আলাদাভাবে তিনি আলোচনা করেছেন বলে বিএসএফ সূত্রে খবর।

পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রেক্ষিতে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে পাকিস্তানকে কড়া প্রত্যুত্তর দিয়েছে ভারতীয় সেনা। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের সম্পর্ক আরও তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। সবমিলিয়ে যুদ্ধের আবহ। এমন পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তেও। যা স্পষ্ট বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় এডিজির ঝটিকা সফরে।

একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, কদমতলার বৈঠকে ভারতীয় সেনার হামলার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের প্রত্যাঘাতের সম্ভাবনার নানান দিক নিয়ে আলোচনা হয়। পাকিস্তান বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করতে পারে বলেও ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা কেন্দ্রকে রিপোর্ট দিয়েছে। ফলে এমন পরিস্থিতিতে কী কী করতে হবে, সেই নির্দেশ দিয়েছেন এডিজি।

নাইট ভিশন ড্রোন ক্যামেরা, উন্নতমানের সিসিটিভি ও অন্যান্য নজরদারি সরঞ্জাম দিয়ে দিনরাত সীমান্তে নজরদারি রাখা হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরেই। কোথায় কী ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে, তা এডিজিকে বিশদে জানান নর্থবেঙ্গল ফন্টিয়ারের আইজি মুকেশ ত্যাগী। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, তিস্তা, মহানন্দার মতো নদীগুলির ওপর বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এডিজি।

এদিন শিলিগুড়ির কদমতলায় বৈঠকের পরই এডিজি বিএসএফের হেলিকপ্টারে পৌঁছান তিনবিঘায়। ভীম সীমাচৌকিতে বিএসএফ জওয়ান ও আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘসময় বৈঠক করেন তিনি। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের প্রায় ১৮ কিলোমিটার উন্মুক্ত সীমান্ত বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব পায়। গুরুত্ব পেয়েছে সীমান্তের চোরাচালান কারবারও।

যে কোনও মূল্যে চোরাচালান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন

ঝটিকা সফরে বিএসএফের এডিজি

এডিজি। তবে এডিজির এদিনের সফর বা বৈঠক নিয়ে বিএসএফের কোনও শীর্ষকর্তাই মুখ খোলেননি। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, দায়িত্ব নেওয়ার পর এডিজি মহেশকুমার আগরওয়ালের এটাই প্রথম উত্তরবঙ্গ সফর। বৈঠকটি রুটিন পর্যায়ের।

অন্যদিকে, সীমান্ত এলাকায় সাম্প্রতিক উত্তেজনা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। সম্প্রতি কোচবিহারের শীতলকুচি সীমান্তে এক ভারতীয় কৃষককে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা টেনে নিয়ে যায়। যা নিয়ে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয়দের মধ্যে। এই প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার বিকেলে ছোট কুচলিবাড়ি গ্রামে বিএসএফ ও পুলিশের তরফে যৌথ সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জ সার্কেলের ইনস্পেকটর ভাস্কর প্রধান, কুচলিবাড়ি থানার ওসি ভাস্কর রায় এবং বিএসএফের বিআরকে বাড়ি সীমাচৌকির আধিকারিকরা। ছিলেন জনপ্রতিনিধিরা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সীমান্তে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে, তা বুঝিয়ে দেন প্রশাসনিক কর্তারা। সীমান্তবর্তী গ্রামে চলাচল সংক্রান্ত বেশ কিছু নতুন নির্দেশিকাও জারি করা হয়।

ঐক্য বার্তায় সায় বিরোধীদের

প্রথম পাতার পর

সংসদের লাইব্রেরি ভবনে কেন্দ্রের ডাকে ওই সর্বদলীয় বৈঠক বসে।

নরেন্দ্র মোদি না থাকলেও সরকারের তরফে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং কেন্দ্রীয় রসায়ন ও সারমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। রাহুল-খাড়গে ছাড়া বৈঠকে ছিলেন তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিএমকের টিআর বালু, সপা নেতা রামগোপাল যাদব, এআইমিম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি, সিপিএমের জন ব্রিটাস, আপের সঞ্জয় সিং প্রমুখ।

বৈঠকের পর সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'গোটা দেশ আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।' রাজনাথকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, 'আমরা শুধু সরকার গঠনের জন্য রাজনীতি করি না। দেশ গঠনের জন্যও রাজনীতি করি।' কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'কেন্দ্রের যা বলার ছিল, তাই বলেছে। আমরা সরকারের সঙ্গে আছি জানিয়ে দিয়েছি।'

তবে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে উপস্থিত না থাকা প্রসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, 'এটা ওঁর মানসিকতা। উনি নিজেকে সংসদের ঊর্ধ্বে বলে মনে করেন। তবে এখন সমালোচনার সময় নয়।' তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বলেন, 'জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ করা হয়েছে তা যথাযথ। আমরা কেন্দ্র ও সেনাবাহিনীর পাশে রয়েছি।'

পাক-যোগ

প্রথম পাতার পর

ধৃতদের হেপাজত থেকে ৮০০০ চিনা নোট, চারটি পাসপোর্ট, চারটি মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। মোতিহারী জেলার হরেইয়া থানার আইসি কিশনকুমার পাসোয়ান বলেন, 'ধৃতদের বিভিন্ন এজেন্সি ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করছে। বিনা ভিসায় তারা কেন ভারতে অনুপ্রবেশ করছিল, তাদের কী উদ্দেশ্য ছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে। আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে মোতিহারী সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হবে। ২০২১ সালেও উত্তরবঙ্গের মালদা সীমান্ত দিয়েও ভারতে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল এক চিনা নাগরিক। হুন জুনওয়েই নামে ওই চিনা নাগরিক যে চিনা চর, সেবিষয়ে নিশ্চিত পুলিশ।

পহলগামের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরই সকলের অগোচরে বাগডোগরায় বায়ুসেনায় ব্যস্ততা বেড়ে যায়। অপারেশন সিঁদুরের পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় সেই ব্যস্ততা বেড়ে গিয়েছে কয়েকগুণ। এখানকার বায়ুসেনা বিমানঘাঁটি এবং সামরিক বিভাগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই সামরিক বিভাগের কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। যাঁরা ছুটিতে ছিলেন, তাঁদের ছুটি বাতিল করে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার বায়ুসেনা এবং স্থলসেনা যৌথভাবে একটি বৈঠক করে বাগডোগরা বায়ুসেনার অর্জুনপথ গেট সংলগ্ন অডিটোরিয়ামে। বৈঠকে পুলিশ, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি এবং সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের ডাকা হয়। কোনও অচেনা লোক দেখলে বা গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে বাসিন্দারা যাতে বিষয়টি পুলিশের নজরে আনেন, সেই অনুরোধ করা হয় সামরিক বাহিনীর তরফে।

তবে বিমান চলাচলে কোনও প্রভাব পড়েনি। বাগডোগরা বিমানবন্দরের সিনিয়ার জেনারেল ম্যানেজার সুভাষচন্দ্র বসাক বলেন, 'প্রতিদিন গড়ে ৩৪টি বিমান বাগডোগরা থেকে চলাচল করছে।'

হলফনামা জমা দার্জিলিং পুরসভার

কলকাতা, ৮ মে : দার্জিলিংয়ে মল রোডে নির্মাণ সংক্রান্ত মামলায় বৃহস্পতিবার হলফনামা জমা দিল পুরসভা। মল রোডে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন আইনজীবী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কার্তিককুমার রায়। তাঁদের দাবি, বেআইনিভাবে নির্মাণ করা যায় না। পালটা দার্জিলিং পুরসভার তরফে দাবি করা হয়, সৌন্দর্যায়নের জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে। এই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা আপাতত নির্মাণ বন্ধ রাখতে বলেছিলেন। কোন উদ্দেশ্যে নির্মাণ হচ্ছে তা হলফনামা দিয়ে পুরসভাকে জানাতে বলেছিলেন। এদিন পুরসভার চেয়ারম্যান সেই হলফনামা জমা দেন। পালটা বক্তব্য জানাতে হবে আবেদনকারীদেরও।

পুলিশকর্মীর বাড়িতে সিবিআই হানা

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার ৮ মে : পুলিশকর্মীর বাড়িতে সিবিআই হানার ঘটনায় জলপাইগুড়িতে চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার শহরের রেসকোর্সপাড়া এলাকার পারশমণি নগরের ঘটনা। ওই পুলিশ কনস্টেবলের নাম দীপঙ্কর দাস। তিনি চাকরিসূত্রে জলপাইগুড়ি পুলিশ লাইনে কর্মরত। যদিও এদিন সিবিআই হানার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি কোচবিহার জেলা পুলিশের পুরোনো কোনও মাদক মামলার তদন্তভার হাইকোর্ট সিবিআইকে দিয়েছে। দীপঙ্কর আগে কোচবিহারে কর্মরত ছিলেন। সেই তদন্তের জন্য সিবিআই তাঁদের রেসকোর্সপাড়ার বাড়িতে এসেছিল।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, বর্তমানে তিনি শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ভাটাখানা এলাকায় তাঁর আরেকটি বাড়িতে থাকেন। পুলিশ সূত্রে খবর, দীপঙ্কর ২০১৬ সালে কোচবিহার জেলায় কর্মরত ছিলেন। তখন তিনি কোচবিহারের কোতোয়ালি থানায় কর্মরত ছিলেন। সেসময় তিনি 'ডাক ডিউটি' পালন করতেন। ২০১৩ সালে তার হেপাজতে থাকা কোচবিহারের মাদক মামলার একটি কেস ডায়েরি হারিয়ে যায়। ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্ট ওই মাদক মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। ওই মামলার তদন্তের সূত্র ধরে এদিন সকাল আটটা নাগাদ চার সিবিআই অফিসার দীপঙ্করের বাড়িতে হানা দেন।

বায়ুসেনা ঘাঁটিতে উঁকি তরুণের

সমীর দাস ও প্রণব সূত্রধর

হাসিমারা ও আলিপুরদুয়ার, ৮ মে : অপারেশন সিঁদুরের পর গোটা দেশেই যুদ্ধের দামামা বাজছে। দেশজুড়ে টানটান উত্তেজনা। তারই মধ্যে হাসিমারায় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে উঁকিঝুঁকি মারতে গিয়ে সেনার হাতে ধরা পড়ল এক তরুণ। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধৃতের নাম সুজিত ঘোষ। তার বাড়ি আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন ঘাগড়া এলাকায়। ঘাগড়া থেকে এতদূরে এসে সে কেন এই কাজ করতে গেল, তা নিয়ে রহস্য ছড়িয়েছে।

মঙ্গলবার মধ্যরাতে ভারতীয় সেনা পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে একাধিক জিঙ্গ ক্যাম্প গুঁড়িয়ে দিয়েছে আকাশপথে অতর্কিতে হামলায়। হাসিমারার এই ঘাঁটিতে রয়েছে রাফাল যুদ্ধবিমান। আকাশপথে যুদ্ধে এই রাফালই কিন্তু ভারতের তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারে। এরই মধ্যে ওই তরুণের সন্দেহজনক গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটির সীমানা প্রাচীরের পাশে একটি গাছে উঠে সে ঘাঁটির ভেতরে উঁকি দিচ্ছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি ঘাঁটির দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাকর্মীদের নজরে আসে। বায়ুসেনার তরফে ওই তরুণকে গাছ থেকে নামিয়ে আনা হয়। বুধবার বিকেলে ধৃতকে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ তাকে জয়গাঁ থানায়

৩১সি জাতীয় সড়কের বায়ুসেনা ঘাঁটি সংলগ্ন গুরদোয়ারায় নাকা চেকিং।

পাঠিয়ে দেয়। জয়গাঁ থানার তরফে বৃহস্পতিবার তরুণকে আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। অভিযুক্তকে ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সুজিত দীর্ঘদিন ধরে নেশাসক্ত। সে নিছক নেশার ঘোরে গাছে উঠেছিল, নাকি এর পেছনে আর কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

বৃহস্পতিবার সেই তরুণের বাড়ি গিয়ে দেখা গেল, নিম্নবিত্ত পরিবার। তরুণের বাবা পেশায় রাজমিস্ত্রি। তিনি বললেন, 'ছেলে বহুদিন ধরে নেশায় আসক্ত। নবম শ্রেণির পর আর পড়াশোনা করেনি।'

এর আগে তাকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য আলিপুরদুয়ারের একটি হোমে কয়েক মাস রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পর সুপারির ব্যবসা শুরু করে। তিনদিন আগে সুজিত জানিয়েছিল, এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সে কালচিনির নিমতি এলাকায় একটি ধাবায় কাজ করতে যাচ্ছে। বাবা বলেন, 'আমরা সেই ব্যক্তির নাম ঠিকানা জানতে চাইলেও ছেলে খুলে কিছু বলেনি। ছেলের কাছে কোনও মোবাইল ফোন নেই। বুধবার ওই ধাবা থেকে আমাকে জানায় সুজিত কিছু টাকা অগ্রিম নিয়ে ধাবা ছেড়ে চলে গিয়েছে।'

পুলিশও জানিয়েছে, ধৃতের কাছে কোনও মোবাইল ফোন পাওয়া যায়নি। সুজিত যে ব্যক্তির সঙ্গে নিমতি এসেছিল, তার সম্পর্কে কোনও তথ্য পুলিশের কাছে নেই। জয়গাঁর এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটি চত্বর নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। বাইরে পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বায়ুসেনা ঘাঁটি সংলগ্ন ৩১সি জাতীয় সড়কের গুরদোয়ারা এলাকায় মেটাল ডিটেক্টর আনা হয়েছে। সেখানে জোরদার নাকা চেকিং শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে সেখানে যান আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী। ওই এলাকায় প্রতিটি গাড়িতে তল্লাশি করছে পুলিশ।

তবু প্রেম সগর্বে বেঁচে

প্রথম পাতার পর

বাচ্চার পাসপোর্ট নীল। মায়ের পাসপোর্ট সবুজ। কোথাও কোথাও একটা রংই জীবনের সংজ্ঞা ঠিক করে দেয়।

মুহূর্তে সেই নয় মাসের শিশুর ঠিকানা গেল বদলে, পলকে পালটে গেল বাবা-মায়ের জীবন, অভিব্যক্তি। ভেঙে পড়ছে মা, অসহায় বাবা। করাচি-দিল্লির মেলবন্ধন করেছিল ফেসবুক প্রেম। তারপর বিয়ে। এবার আবার বিচ্ছিন্ন। এখানেই প্রশ্ন একটা। নিয়ম নিয়মই, মানতেই হবে। তবে মানবিকতা তো নিয়মেরও ঊর্ধ্বে। এমন শিশুদের জন্য, অসহায় প্রবীণদের জন্য নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না? দু'দেশেই নাগরিকত্ব পেতে যে বহু জটিলতা!

বছর আটচল্লিশের হালিমা বেগম করাচি ছাড়েন ২৫ বছর আগে। ওড়িশার ভদ্রলোককে ভালোবেসে বিয়ে করে। এখন দুই ছেলে তরুণ। হালিমা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাননি বলে ফিরতে হল পাকিস্তানে। মহিলা সীমান্ত ছাড়ার সময়ও জানতেন না, কোথায় থাকবেন ওপারে। বাবা-মা প্রয়াত, ভাই ছয় সন্তানকে নিয়ে থাকছেন বাড়ির দুটো ঘরে। জায়গা নেই। আজ তাঁর খবর কে রাখে?

দেখে মনে পড়ে জীবনের শেষ প্রান্তে বাঙালি দার্শনিক, সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপলব্ধি। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে তখনই তিক্ততার ঘুণ ধরব ধরব। অন্নদাশঙ্কর বলেছিলেন, 'দুই বাংলার সম্পর্কের তিক্ততা মোছাতে পারে দুটো জিনিস। দু'দেশের ছেলেমেয়েদের বিয়ে যত বেশি হবে। দু'দেশের লোকেরা সীমান্ত পেরিয়ে যদি হোটেলের বদলে পরিচিতদের বাড়িতে থাকে।' বাস্তব বলছে, সেটা এখন আর বোধহয় সম্ভব নয়!

কাশ্মীরের সিআরপিএফ জওয়ান মুনির আমেদের সাম্প্রতিক গল্প বহুচর্চিত। ফেসবুকে আলাপ ও প্রেমের পর ভিডিও কলে বিয়ে করেছিলেন পাক তরুণী মেনাল খানকে। ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে এসে মেনাল ফেরেননি আর। সাসপেন্ড হন মুনির। তাঁর হয়ে জনতা ব্যাপকহারে প্রতিবাদী কথা বলছে বলেও খবর নেই। মুনির আমেরিকা বা ইউরোপের কাউকে বিয়ে করলে কি এত হেনস্তার শিকার হতেন? আমরা হেনা, বীর-জারা, গদর : এক প্রেম কথা, রিফিউজি, পরম্পরার মতো ভারত-পাক প্রেমকাহিনীর সিনেমা হাউসফুল করেছি হল ভরিয়ে। বজরঙ্গী ভাইজান বা পিকের মতো ভারত-পাক বন্ধুত্বের ইঙ্গিতবাহী ছবিও সুপারহিট। আজ বোধহয় সলমন বা আমিরের পক্ষেও ওরকম ছবি হিট করানো কঠিন। শুটিংয়ের অনুমতিই মিলবে না। বরং এলওসি কার্গিল বা উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক জাতীয় ছবিই হবে দেশপ্রেমকে ঘিরে।

ভাবতে ভাবতে পুনরাবিষ্কার করি, প্রচুর পাকিস্তানি ক্রিকেটার ভারতীয় তরুণীর দিল জিতেছেন। শোয়েব মালিক-সানিয়া মির্জা সেরা উদাহরণ। রীনা রায়-মহসীন খান, জাহির আব্বাস-রীতা লুথরা, হাসান আলি-সামিয়া আর্জু। কিছু প্রেম ভেঙে গিয়েছে, কিছু অটুট।

সাধারণ মানুষের প্রেমের কী হবে?পাক তরুণী জাভেরিয়া খানুম পাঁচ বছর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রেম করেছেন কলকাতার সমীর খানের সঙ্গে। ভিসা নিয়ে এখানে এসে বিয়ে। সীমা হায়দার নেপাল হয়ে পালিয়ে আসেন নয়ডায়, প্রেমিক শচীন মীনাকে বিয়ে করতে। ভারতের অঞ্জু এভাবেই পালান পাকিস্তানে নাসরুল্লাকে বিয়ে করতে। পাকিস্তানি হুডা ভালোবেসেছিলেন ভারতীয় জৈন সম্প্রদায়ের মনীতকে। চার বছরের প্রেম। মনীতকে বাবা-মা বলেন, মুসলিম বিয়ে করলে বাড়ি ছাড়তে হবে। বাড়িই ছাড়েন মনীত। পরে সব দেখে দু'পক্ষের বাবা-মা মেনে নেন সম্পর্ক। এঁরা একদিকে ভাগ্যবান, সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্য পাচ্ছেন। যোগাযোগ থাকছে প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে। অনেকে তৃতীয় দেশে ঘর বাঁধছেন কষ্ট করে। এর মাঝে রাজনীতির তিক্ততা কত প্রেম মুছে দিয়েছে, তা হিসেবহীন। করাচি-মুম্বইয়ের সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো।

পাকিস্তানের হায়দরাবাদের বছর উনিশের ছাত্রী ইকরা জিভানি আর বেঙ্গালুরুর মুলায়ম সিং যাদবের সাম্প্রতিক প্রেমকাহিনী যেমন। অনলাইনে লুডো খেলতে খেলতে আলাপ। প্রেম। নিজের গয়না বিক্রি করে, বন্ধুদের কাছে টাকা ধার নিয়ে ইকরা যান নেপালে। কাঠমান্ডুতে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা, সেখানেই বিয়ে। মুলায়ম স্ত্রীর জন্য নকল আধার কার্ড ও পাসপোর্ট বানিয়ে নেন। ইকরার নাম হয় রিয়া যাদব।

বেঙ্গালুরুতে ফিরে সংসার করছিলেন শান্তিতেই। প্রতিবেশীরা কেউ বুঝতেও পারেননি রিয়া পাকিস্তানি। সব গোলমাল করে আসলে হোয়াটসঅ্যাপ কল। সে সময় বেঙ্গালুরুতে জি টোয়েন্টি শীর্ষ বৈঠক, এয়ার শো চলছে। পুলিশ আন্তর্জাতিক কল পরীক্ষা করতে করতে দেখে এক রহস্যজনক কল প্রতিদিন যাচ্ছে পাকিস্তানে।

ইকরা ওরফে রিয়া তখন বাড়ি থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কলে কথা বলত মা-আত্মীয়দের সঙ্গে। পুলিশ তাকে তুলে আনে। মুলায়ম গ্রেপ্তার হয়ে যায় জাল পাসপোর্ট বানানোয়। রিয়াকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তান। উত্তরপ্রদেশের গ্রামে রিয়ার শাশুড়ি এখনও ছেলের বৌয়ের অপেক্ষায়। পাক হায়দরাবাদে ইকরার বাবাকে সাংবাদিকরা ফোন করলেই বলেন, 'বিষয়টা ক্লোজড চ্যাপ্টার।' মানে রিয়ার এপারে ফেরার পথ বন্ধ। বেঙ্গালুরুর অনেক পুলিশকর্তা এখন আক্ষেপ করেন, মেয়েটার তো বেআইনি অনুপ্রবেশ ছাড়া তেমন দোষ ছিল না। দেশই সবার আগে। নিয়ম হল নিয়ম। তবু আজ যখন সীমান্তের দু'পারে অজস্র মুখ বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় কাতর, কারও সন্তান কোলছাড়া, তখন শেষ দুটো মুখ বেশি করে মনে পড়ে। অন্যদের হয়তো কয়েক যুগ পরেও দেখা হবে। ইকরা-মুলায়মের কি দেখা হবে আর? ভালোবেসে কিছুই তো তারা পেল না!

যুদ্ধবিমান ধ্বংস

প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার সকালে 'হ্যারপ' ড্রোন দিয়ে লাহোরে চিনের তৈরি এইচকিউ-৯ মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। ড্রোন হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামও। যেখানে পাকিস্তান সুপার লিগের ক্রিকেট ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল।

রাতের পাক হামলার পর জম্মু, পুঞ্চ ও অমৃতসরকে পুরোপুরি ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় পাকিস্তানের লাগাতার গোলাবর্ষণ ও যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের জবাবে ভারতীয় সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছে। রাজস্থান সীমান্ত পুরোপুরি সিল করে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম ভারতের একাধিক শহরে আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং আরব সাগরে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করা হয়েছে। সীমান্তের সমস্ত ইনফ্যানট্রি ইউনিটকে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে। সংবেদনশীল অঞ্চলগুলিতে সরকারি কর্মীদের ছুটি বাতিল, স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ এবং ১০ মে পর্যন্ত একাধিক শহরে নো ফ্লাই জোন ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দিনভর একের পর এক বৈঠকে সশস্ত্র বাহিনীকে সদাসতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতের তরফে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি, সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করেন। যেখানে বিদেশসচিব বলেন, পহলগামে নিরপরাধ ভারতীয় নাগরিকদের ঠান্ডা মাথায় খুন করা ছিল প্রথম উসকানি। ভারত কোনও উসকানি দেয়নি।

মিস্রি বলেন, 'ভারতের জবাব ছিল নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু পাকিস্তান গোড়া থেকেই হাত ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল।' তাঁর অভিযোগ, পাকিস্তান যে সন্ত্রাসের আঁতুড়, তার প্রমাণ সারা বিশ্বে রয়েছে। পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জঙ্গিদের শেষকৃত্যে স্পষ্ট ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে ইসলামাবাদ।

শুভমান-বুমরাহর কাছে অনুপ্রেরণা রোহিত

টেস্ট ক্যাপ তুলে দিয়েছিলাম শচীন

মুম্বই, ৮ মে : দেওয়াল লিখন বুঝে গিয়েছিলেন। নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলার পর দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে টেস্ট অবসরের কঠিন সিদ্ধান্ত। রোহিত শর্মার হঠাৎ যে পদক্ষেপে চমক থাকলেও কারও কারও মতে প্রত্যাশিত।

অনেকে আঙুল তুলছেন কোচ গৌতম গম্ভীরের দিকে। কারও বা লক্ষ্য নির্বাচক কমিটি। যদিও ভবিষ্যতের ভাবনায় তরুণ অধিনায়ক গুরুত্বপূর্ণ। কিছুদিন আগে নিজের বেশি বয়সে অধিনায়কত্ব পাওয়া নিয়ে রোহিতও বলেছিলেন, 'সবাই তরুণ অধিনায়ক চায়, যে দীর্ঘদিন দলকে সামলাতে পারবে। ভেবেছিলাম আমি হয়তো দায়িত্ব পাব না।' চলতি পরিস্থিতিতে রোহিতের ক্ষেত্রে যা মিলে যাচ্ছে। বীরেন্দ্র শেহবাগ যেমন বলছিলেন, 'আমি নিশ্চিত নির্বাচকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। নির্বাচকরা কী চাইছে তা তুলে ধরে রোহিতের কাছে। কিছু বিকল্পও হয়তো দিয়েছিল। সবকিছু খতিয়ে দেখে অবসর।'

বীরুর যুক্তি, অস্ট্রেলিয়া সফরের শেষ টেস্টে প্রথম একাদশ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর রোহিত বলেছিল, অবসর নিচ্ছেন না। তাহলে এরমধ্যে কী এমন ঘটল? হয়তো নির্বাচকরা অধিনায়ক হিসেবে ইংল্যান্ডে পাঠাতে চায়নি রোহিতকে। তাই এই সিদ্ধান্ত। অস্বস্তি এড়াতে মাথা উঁচু করে সরে দাঁড়ানো।

রোহিত শর্মার প্রথম আইপিএল অধিনায়ক (ডেকান চার্জার্স) অ্যাডাম গিলক্রিস্টের গলায় ভিন্ন সুর। গিলি বলেছেন, 'সিডনি টেস্টের সময়ই এরকম ইঙ্গিত পেয়েছিলাম। ওই টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। পরে কথা বলে বুঝেছিলাম, টেস্ট কেরিয়ারের শেষ অধ্যায় চলছে। সামনে তখন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ছিল। সিদ্ধান্তটা তাই তুলে রেখেছিল।'

ছোটবেলার কোচ দীনেশ লাড যেমন দাবি করেন, 'তাড়াহুড়ো করে মোটেই সিদ্ধান্ত নেয়নি। তাহলে আগেই নিত। নিজের কেরিয়ার নিয়ে ভালোভাবে ভেবে চিন্তেই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মকে সুযোগ দিতেই এই পদক্ষেপ।'

শচীন তেন্ডুলকার অবশ্য কোনও বিতর্ক ঢুকতে নারাজ। প্রতিক্রিয়ায় আবেগ ভাসলেন। ভাসলেন রোহিতের অভিষেক টেস্টের স্মৃতিচারণায়। শচীনের ১৯৯তম টেস্ট ঘিরে গোটা ক্রিকেট সমাজ যখন মজে, সেই মঞ্চে শতরান করে প্রচারের আলোয় আসা হিটম্যানের।

মাস্টার ব্লাস্টারের কাছে যা এখনও তাজা। রোহিতকে উদ্দেশ্য করে সমাজমাধ্যমে শচীন লিখেছেন, '২০১৩ সালের ইডেন গার্ডেন্স। তোমার হাতে টেস্ট ক্যাপ তুলে দিয়েছিলাম। কয়েকদিন পর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ব্যালকনিতে তোমার সঙ্গে সময় কাটানো, মনে পড়ে যাচ্ছে। দুর্দান্ত টেস্ট সফর তোমার।'

ইংল্যান্ড সফরে নেতৃত্বের ব্যাটন কার হাতে উঠবে? জল্পনা তা নিয়েও। লড়াই মূলত শুভমান গিল ও জসপ্রীত বুমরাহর মধ্যে। দুইজনেই প্রতিক্রিয়ায় রোহিতকে নিজেদের অনুপ্রেরণা আখ্যা দিয়েছেন।

শুভমান শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, রোহিতভাই সবার কাছে অনুপ্রেরণাও। রোহিতের সঙ্গে নিজের ছবি পোস্ট করে শুভমান লিখেছেন, 'টেস্টে প্লেয়ার ও অধিনায়ক হিসেবে যে অবদান রেখেছ তার জন্য গর্বিত গোটা দেশ। আমার এবং বাকি সবার কাছে, যারা তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে খেলেছে, তাদের সবার কাছে তুমি অনুপ্রেরণা। তোমার থেকে যা শিখেছি, তা চিরকাল মনে রাখব। থ্যাংক ইউ ক্যাপ।'

বুমরাহ লিখেছেন, 'দুর্দান্ত টেস্ট কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন। তোমার সঙ্গে একই সাজঘরে কাটানো আমার কাছে সম্মানের। সাদা পোশাকে (টেস্ট দলে) তোমার পরম্পরা প্রত্যেককে অনুপ্রেরণা জোগাবে।'

পরিসংখ্যানে হিটম্যান

১২ টেস্টে রোহিত শর্মার শতরানের সংখ্যা। সবকয়টি এসেছে দলের জয়ে। টেস্টে জয়ের ক্ষেত্রে শতরানের সংখ্যায় রোহিত সেরা।

৯ ওপেনার হিসেবে টেস্টে রোহিতের শতরান। ২০১৯ সালের অক্টোবরে রোহিত টেস্টে প্রথমবার ওপেন করেন। তারপর থেকে ওপেনারদের মধ্যে রোহিত সর্বাধিক শতরান করেছেন।

১ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম তিনটি সংস্করণে ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান রয়েছে রোহিত শর্মার (২৭১৬)।

৫০.০৩ ২০১৯-'২০ থেকে ২০২৩-'২৪ মরশুমে রোহিতের টেস্টে গড়। যা ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক।

১০ ঘরের মাঠে টেস্টে রোহিতের শতরানের সংখ্যা। যার সবকয়টি এসেছিল ভারতের টানা ১৮টি হোম সিরিজ জয়ের সময়কালে।

১৩ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে ভাইজাগে ১৩টি ছক্কা মেরেছিলেন রোহিত। একটি টেস্টে যা সর্বাধিক।

৫ টেস্ট কেরিয়ারের প্রথম দুই ইনিংসে যে পাঁচ ব্যাটারের শতরান রয়েছে রোহিত তাঁদের অন্যতম।

৩০ ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের জুলাইয়ের মধ্যে ৩০টি টেস্ট ইনিংসে একবারও এক অঙ্কের রানে আউট হননি রোহিত। ব্যাটারদের মধ্যে যা দীর্ঘতম।

কপিল দেব

দুর্দান্ত কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন ওকে। রোহিতের জায়গা নেওয়া সহজ নয়। আমরা পরামর্শ দিতে পারি, কিন্তু বাছাইয়ের কঠিন দায়িত্বটা নির্বাচকদের।

যুবরাজ সিং

টেস্ট ক্রিকেট মানে লড়াই, ধৈর্য, দৃঢ়তা। তুমি সেই দাবিটা দারুণভাবে পূরণ করেছ। লড়াকু যোদ্ধা থেকে দলের নেতৃত্ব। স্পেশাল টেস্ট জার্নি।

কুলদীপ যাদব

শুধু অধিনায়ক নয়, বড় ভাই, মেন্টর ছিলে। তোমাকে দেখে অনেক কিছু শিখেছি। চিরকাল আমাদের সঙ্গে থাকবে তোমার টেস্ট লেগাসি।

অবসরের সিদ্ধান্ত রোহিতেরই, বলছেন রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মে : টেস্ট ক্রিকেটে তিনি এখন প্রাক্তন। তাঁর অবসরের পর কেটে গিয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা। দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে রোহিত শর্মার জন্য আসছে শুভেচ্ছাবার্তা।

সঙ্গে রয়েছে জল্পনাও। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের চাপেই কি রোহিত ইংল্যান্ড সফরের এক মাস আগে টেস্ট থেকে অবসর নিলেন? প্রশ্নটা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এমন অবস্থার মধ্যে আজ দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে বিসিসিআই সভাপতি রাজীব শুক্লা রোহিতের অবসর প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন। জানিয়েছেন, টেস্ট থেকে অবসরের জন্য রোহিতের উপর কোনও চাপ ছিল না। অবসরের সিদ্ধান্ত একান্তভাবেই হিটম্যানের নিজস্ব। যদিও বাস্তব ছবি ভিন্ন। অবসর না নিলে ইংল্যান্ড সফরের টেস্ট স্কোয়াড থেকে 'বাদ' পড়তেন হিটম্যান। সেই কারণেই দল নির্বাচনের আগে জাতীয় নির্বাচক ও বিসিসিআইকে স্বস্তি দিয়েছেন রোহিত। বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব অবশ্য অন্য কথা শুনিয়েছেন আজ। তিনি বলেছেন, 'রোহিত নিজেই টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা ওর সিদ্ধান্তকে সম্মান করি। বোর্ডের তরফে ওর উপর কোনও চাপ দেওয়া হয়নি।'

রোহিতের অবসরের খবর সামনে আসার পর ভারতীয় ক্রিকেটে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, লাল বলের টেস্টে আগামীর অধিনায়ক কে হবেন? শুভমান গিল ভারতীয় দলের অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে আপাতত সবার আগে, আজই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ সেই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। যদিও বিসিসিআই সহ সভাপতি রাজীব এই ব্যাপারে এখনই কোনও মন্তব্য করছেন না। বরং তাঁর মনে হচ্ছে, সঠিক সময়ে জাতীয় নির্বাচকরা নতুন অধিনায়ক বেছে নেবেন। উল্লেখ্য, রোহিতের টেস্ট থেকে অবসরের পর ভারতীয় ক্রিকেট পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। পাশাপাশি এই প্রথমবার ভারতীয় ক্রিকেটে তিন ফর্ম্যাটের নেতার দেখা মিলবে। টেস্টে নতুন কেউ দায়িত্বে আসবেন। রোহিত এখনও একদিনের ক্রিকেটে ভারত অধিনায়ক। আর সূর্যকুমার যাদব অনেকদিনই কুড়ির ক্রিকেটে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

জরিমানা বরুণের, রাহানের সমালোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মে : যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া মুখচোখ। শরীরীভাষায় শুধুই হতাশার ছবি।

চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে চূর্ণ হয়ে প্রায় মধ্যরাতে যখন সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্স অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, দেখে মনে হচ্ছিল দুনিয়ার শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। এরপর কোথায় যাবেন, কী করবেন, নিজেই জানেন না।

বাইশ গজের লড়াইয়ে শিক্ষানবিশের মতো ভুল করলে এমনই অবস্থা হয়। কেকেআর অধিনায়কেরও তাই হয়েছে। ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচে হারের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে বৈভব অরোরার সেই অভিশপ্ত ওভার। চেন্নাই ইনিংসের সেই ওভারে বৈভবকে ঠেঙিয়ে ৩০ রান নিয়ে ম্যাচের রং বদলে দিয়েছিলেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। ক্রিকেটমহলে সবারই জানা, ব্রেভিস জোরে বোলারদের বল খেলতে পছন্দ করেন। তুলনায় স্পিন খেলার ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতা রয়েছে। ইনিংসের শুরুতে স্পিনার দিয়ে আক্রমণ করালে ব্রেভিসের দ্রুত আউট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আধুনিক ক্রিকেটে এখন প্রতিপক্ষের শক্তি, দুর্বলতা জানা কোনও ব্যাপারই নয়। অথচ, ইডেনকে অবাক করে গতকাল রাতে কেকেআর অধিনায়ক ব্রেভিসের সামনে বৈভবে আস্থা রেখেছিলেন। মইন আলি, সুনীল নারায়ণদের মতো স্পিনারকে সেই সময় আক্রমণে নিয়ে আসেননি তিনি। রাহানে নিজের ভুল বুঝেছেন কি না, তা নিয়ে তর্ক চলছে। কিন্তু বাস্তব হল, ম্যাচ হারের পাশে কার্যত আইপিএল প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পর বৈভবের সেই ওভারকে কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছেন তিনি। নিজের ভুল আড়াল করে সতীর্থকে কাঠগড়ায় তুলে রাহানে বলেছেন, 'বৈভবের ওই ওভারটা ম্যাচের ফারাক গড়ে দিয়েছে। এটাই বাস্তব।' কিছু পরেই আবার সংবাদমাধ্যমকে অবাক করে রাহানে বলেছেন, 'কুড়ির ক্রিকেট তো এমনই। একটা ওভারেই ম্যাচের রং বদলে যায়।' দেখে, শুনে মনে হতে বাধ্য, নাইট অধিনায়ক মানসিকভাবে এতটাই চাপে পড়ে গিয়েছেন যে, অজুহাত হিসেবে ক্রিকেটের কোন দিকটা তুলে ধরবেন, নিজেই বুঝতে পারছিলেন না।

ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের কাছে ৩০ রান খেয়ে হতাশ কেকেআরের বৈভব অরোরা।

এমনই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে আজ সন্ধ্যার বিমানে

হায়দরাবাদে নাইটরা

হায়দরাবাদ পৌঁছে গেল কেকেআর। শনিবার উপ্পলের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের পাশে বাকি থাকা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ জিততে পারলে এখনও প্লে-অফ সম্ভব, এমনই 'দিবাস্বপ্নে' ডুবে রয়েছেন নাইটরা। অধিনায়ক রাহানে এমন সম্ভাবনার কথা সাংবাদিক সম্মেলনেই জানিয়েছেন। দলের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার গতকাল রাতে 'পথ কঠিন হলেও প্লে-অফ সম্ভব' এমন বার্তা দিয়েছেন নাইটদের সাজঘরে। কিন্তু তারপরও ক্রিকেট সমাজ বিশ্বাস করতে চাইছে না কেকেআরের প্লে-অফ স্বপ্ন সত্যি হওয়ার বিষয়টা। কারণ এত যদি-কিন্তু নিয়ে প্লে-অফে যাওয়া যায় না।

কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দলের রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী আবার গতকাল রাতের ম্যাচে জরিমানার কবলে পড়েছেন। মাঠে অভব্য আচরণের জন্য তাঁর ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ জরিমানা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, ব্রেভিসকে আউট করে অঙ্গভঙ্গি করার কারণেই বরুণের জরিমানা হয়েছে। এদিকে, হাতের চোটের কারণে গতকাল রাতের চেন্নাই ম্যাচ ইডেনে খেলেননি ২৩.৭৫ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ার। মনে করা হচ্ছে, শনিবারের ম্যাচে চোট সারিয়ে তিনি ফিরতে পারেন।

প্রস্তুতির ফাঁকে খোশগল্পে বিরাট কোহলি ও ঋষভ পন্থ।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

লখনউ সুপার জায়েন্টস
বনাম
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : লখনউ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

বাতিল হতে পারে মেসিদের ভারত সফর

তিরুবনন্তপুরম, ৮ মে : লিওনেল মেসি কি আদৌ কেরলে আসবেন?

চরম অনিশ্চয়তার মুখে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের কেরল আগমন। আপাতত যা পরিস্থিতি, আর্জেন্টিনার ভারত সফর সম্ভবত বিশবাঁও জলে।

গতবছর কেরলের ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আবদুরাহিমান বলেছিলেন, '২০২৫ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত মেসি কেরালায় থাকবেন। এখানে একটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ ছাড়াও ২০ মিনিটের একটি অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন। এই ইভেন্টের সমস্ত খরচ রাজ্যের ব্যবসায়ীরা বহন করবেন।'

সূত্রের খবর, ম্যাচ আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। ফলে আর্জেন্টিনার ভারত সফর বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তার ওপর আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, অক্টোবর-নভেম্বরে চিন, অ্যাঙ্গোলা ও কাতারের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলতে চলেছেন মেসিরা। তাই কেরালায় মেসির আগমন নিয়ে আরও বড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে।

পাঞ্জাব-মুম্বই ম্যাচ সরল আহমেদাবাদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মে : বন্ধ কাংড়া বিমানবন্দর। বন্ধ চণ্ডীগড় বিমানবন্দরও।

অপারেশন সিঁদুরের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবার চলতি অষ্টাদশ আইপিএলের আসরে। দুই প্রতিবেশী ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক নিয়মিতভাবে খারাপ হয়ে চলেছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে দেশজুড়ে। তার মধ্যেই আইপিএলের আসরে ১১ মে হিমাচলপ্রদেশের ধরমশালায় নির্ধারিত থাকা পাঞ্জাব কিংস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচ সরানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ধরমশালার বদলে মুম্বই বনাম পাঞ্জাব ম্যাচ আহমেদাবাদে হতে চলেছে বলে খবর। গুজরাট ক্রিকেট সংস্থার তরফেও এমন ইঙ্গিত মিলেছে আজ। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে এখনও কিছু ঘোষণা হয়নি।

ধরমশালা থেকে পাকিস্তান সীমান্ত খুব একটা দূরে নয়। তাই ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের পরই মনে করা হয়েছিল, ধরমশালা থেকে আইপিএলের ম্যাচ সরবে। আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই প্রতিবেদন প্রকাশিতও হয়েছে। গতকাল শোনা গিয়েছিল, ধরমশালা থেকে ম্যাচ সরে মুম্বইয়ে হতে পারে। আজ জানা গিয়েছে, মুম্বই নয়, আহমেদাবাদে হবে পাঞ্জাব বনাম মুম্বই ম্যাচ। সূত্রের খবর, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দল আজই আহমেদাবাদে পৌঁছে যাচ্ছে। সমস্যা হয়েছে দিল্লি ও পাঞ্জাব দলকে নিয়ে। বিমাবন্দর বন্ধ থাকায় দুই দলকে ধরমশালায় আজ ম্যাচ খেলে সড়কপথে সেখান থেকে দিল্লি আসতে হবে। দিল্লি থেকে শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাব রওনা হয়ে যাবে আহমেদাবাদ।

মাহির সুরে আগামীর ভাবনা হাসির

ব্রেভিস-আয়ুষদের নিয়ে নয়া স্বপ্নে বুঁদ চেন্নাই

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ৮ মে : বিসর্জনের বাজনা অনেক আগেই বেজে গিয়েছিল। নিয়মরক্ষা ম্যাচগুলি কার্যত আগামীর অঙ্ক মেলানোর ভাবনা হয়ে দাঁড়ায়। বুধবার ইডেন গার্ডেন্সে রাতের ম্যাচে সেই ভাবনায় কিছুটা হলেও অক্সিজেন প্রাপ্তি।

বিধ্বস্ত অবস্থায় কলকাতায় পা রেখেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনিরা। ফিরছেন তরুণ ব্রিগেডকে ঘিরে ভবিষ্যতের স্বস্তি নিয়ে। আয়ুষ মাত্রে, উর্ভিল প্যাটেল, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, অংশুল কম্বোজ-নতুনরাও তৈরি, বোঝাল কলকাতা নাইট রাইডার্স-দ্বৈরথে। জয়ে ফেরা, দুই পয়েন্ট প্রাপ্তি ছাপিয়ে ইয়ং ব্রিগেডের সাফল্য সুপার কিংসের মরা গাঙে কিছুটা হলেও জোয়ার এনেছে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ধোনির গলায় সেই সুর শোনা গিয়েছিল। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে যে সুরে সুর মেলালেন চেন্নাই সুপার কিংসের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসিও। জানান, চলছে নতুন 'রত্নের' খোঁজ। বাকি দুই ম্যাচে যা অগ্রাধিকার পাবে।

১২ ম্যাচে মাত্র তিনটি জয়। প্রথমবার টানা পাঁচ ম্যাচে হারের লজ্জা গায়ে মাখতে হয়েছে হলুদ ব্রিগেডকে। যদিও পিছনের দিকে আর তাকাতে নারাজ পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। ২০২৫ সালের ব্যর্থতার অন্ধগলি থেকেই '২৬-এর জন্য আলোর সন্ধানই পাখির চোখ। যে লক্ষ্যে সেরা প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ তুর্কি ব্রেভিস।

মুম্বইয়ের হয়ে আইপিএল অভিষেক সেভাবে জমাতে পারেননি। হলুদ জার্সিতে এবার নিজেকে মেলে ধরছেন। কেকেআরের ম্যাচে বুধবার ১১তম ওভারে ৩০ রান নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন ব্রেভিস। মুম্বইয়ের টিনএজার ওপেনার আয়ুষ প্রস্তুত দায়িত্ব নিতে।

ইডেনে উর্ভিলের ঝোড়ো ব্যাটিং বুঝিয়ে দিচ্ছিল, ভরসা রাখলে এরকম ঝড় আরও উঠবে। হাসির কথায়, 'ওদের ইতিবাচক এনার্জির প্রভাব পড়ছে দলের পারফরমেন্সে। টানা ব্যর্থতা, চলতি পরিস্থিতিতে মানসিক টানাপোড়েন তৈরি করে। সেদিক থেকে তরুণ ব্রিগেডের উপস্থিতি পজিটিভ ইমপ্যাক্ট ফেলছে।'

ত্রয়ীর প্রশংসা করে হাসি বলেছেন, 'মাত্রে অত্যন্ত প্রতিভাবান। বয়সও অল্প। ওর বাবা-মা চেষ্টা, মুম্বইয়ের ক্রিকেট পরিকাঠামোয় বেড়ে ওঠার ফলে ভিতটা খুব শক্তপোক্ত। আশাবাদী, আগামীতে বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে এবং চেন্নাইয়ের জার্সিতে ওর সফর লম্বা হবে। চলতি দশকে সম্ভবত ব্রেভিস সেরা প্রাপ্তি আমাদের। স্পেশাল ট্যালেন্ট। যার প্রতিফলন পড়তে শুরু করেছে। উর্ভিলের সেখানে বিগহিট নেওয়ার ক্ষমতা।'

হাসির কথায়, প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর থেকেই ফোকাস বদল। সুযোগ এনে দিয়েছে ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর। নিলামে একঝাঁক প্লেয়ার নেওয়া হয়েছে। তাদের দিকে বাড়তি নজর যেমন থাকবে, তেমনই গুরুত্ব পাবে খুঁজে আনা নতুনরাও। ম্যাচ পরিস্থিতিতে তাঁরা কতটা চাপ নিতে পারে, সেই পরীক্ষায় আপাতত চলবে।

আগামীর ভাবনার মাঝে ব্যর্থতার কারণও হাতড়ে বেড়াচ্ছে সুপার কিংস থিংকট্যাংক। হাসির আঙুল হোম অ্যাডভান্টেজ না পাওয়া। পিচ ফ্যাক্টর সহ একাধিক বিষয় তাদের পক্ষে না যাওয়াও ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। বলেছেন, 'মানছি আমাদের পারফরমেন্সে একেবারেই প্রত্যাশিত হয়নি। ক্ষমতা অনুযায়ী খেলতে ব্যর্থ আমরা। তবে কিছু কিছু জিনিস আমাদের বিপক্ষে গিয়েছে। অজুহাত দিচ্ছি না। কিন্তু এর প্রভাব পড়েছে দলের পারফরমেন্সে।'

ম্যাচের পর কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনায় মহেন্দ্র সিং ধোনি। বুধবার ইডেন গার্ডেন্সে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

প্লে-অফ নিশ্চিত করা পাখির চোখ বিরাটদের

টিকে থাকার যুদ্ধ ঋষভদের

লখনউ, ৮ মে : ১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট।

শেষ চার ম্যাচে টানা জয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। পকেটে কার্যত প্লে-অফের টিকিট। শুক্রবার 'যদি', 'কিন্তু' টুকুও ঝেড়ে প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর বিরাট কোহলিরা। লক্ষ্যপূরণে নবাবের শহরে প্রতিপক্ষ লখনউ সুপার জায়েন্টস।

ঋষভ পন্থের নেতৃত্বাধীন লখনউয়ের সামনে টিকে থাকার ম্যাচ। ১১ ম্যাচে ১০ পয়েন্টে রয়েছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল। বাকি তিন ম্যাচ জিতলেও প্লে-অফ নিশ্চিত নয়। তাকিয়ে থাকতে হবে বাকিদের দিকে। তার আগে নিজেদের কাজ সারতে হবে।

ভালো শুরু করে শেষদিকে খেই হারিয়ে ফেলে খাদের কিনারে লখনউ। শেষ তিন ম্যাচে টানা হারে দলের অন্দরমহলেও উত্তেজনা চরমে। মেন্টর জাহির খান, হেডকোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের মধ্যে সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। মূল মাথাব্যথা অবশ্য অধিনায়ক ঋষভের ফর্ম।

একটা করে ম্যাচ যাচ্ছে, লম্বা হচ্ছে ২৭ কোটিতে নেওয়া তারকার ব্যর্থতার তালিকা। দলের মধ্যে অধিনায়ককে বসিয়ে দেওয়ার ফিসফিসানিও শোনা যাচ্ছে। আগামীকাল ঘরের মাঠ একানা স্টেডিয়ামে সেরকম কোনও নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার জল্পনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

চাপে থাকা লখনউয়ের জন্য নিঃসন্দেহে কাঁটা আরসিবি অ্যাওয়ে রেকর্ড। এবার হাফডজন অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলে প্রতিটিতেই জিতেছে রজত পাতিদার ব্রিগেড। আগামীকাল সাতে সাত করার সঙ্গে প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফে রাখা- এক ঢিলে একাধিক পাখি মারার হাতছানি। থাকছে লিগ টেবিলের প্রথম দুইয়ে থাকার লক্ষ্যও।

লখনউয়ের বিরুদ্ধে সুযোগ হাতছাড়ায় নারাজ। ফুরফুরে মেজাজে থাকা আরসিবি-র জন্য অস্বস্তি বলতে ছন্দে থাকা দেবদত্ত পাড়িক্কালের ছিটকে যাওয়া। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য গোটা টুর্নামেন্টেই তাঁকে পাচ্ছে না আরসিবি। বদলি হিসেবে অভিজ্ঞ মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে নিয়েছে। তবে মিডল অর্ডারে বাড়তি দায়িত্ব থাকবে অধিনায়ক রজত পাতিদারের ওপর।

ভালো শুরুর ক্ষেত্রে ফের অস্ত্র সেই ফিল সল্ট-কোহলির ওপেনিং জুটি। ১১ ম্যাচে ৫০৩ রান করে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে চতুর্থ স্থানে বিরাট। সল্ট বড় রান না পেলেও পাওয়ার প্লেতে আগ্রাসী শুরু দিচ্ছেন। মাঝে জেকব বেথেল, রোমারিও শেফার্ডরাও ম্যাচ উইনিং পারফরমেন্স উপহার দিচ্ছেন।

বোলিংয়ে জোশ হ্যাজেলউড, ক্রুনাল পান্ডিয়াদের সঙ্গে যশ দয়াল, ভুবনেশ্বর কুমাররা ভরসা জোগাচ্ছেন। নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জ কঠিন হতে চলেছে চাপে থাকা লখনউয়ের জন্য। নিকোলাস পুরান (৪১০ রান) ছাড়া ধারাবাহিকতার অভাব বাকিদের মধ্যে। আইডেন মার্করাম, আয়ুষ বাদোনি মোটামুটি রান পেলেও দলকে সাফল্যের রাস্তায় ফেরানোর জন্য তা যথেষ্ট হয়নি গত কয়েকটি ম্যাচে।

টিম লখনউয়ের মতো পরীক্ষার ম্যাচ অধিনায়ক ঋষভেরও। ১১ ম্যাচে মাত্র ১২৮ রান। স্ট্রাইক রেটও একশোর নীচে। এতটাই চাপে রয়েছেন, সাত-আট নম্বরেও নামতে হচ্ছে। স্বীকারও করেন, রান পাচ্ছেন না নিজে, তাই যাঁরা সফল, তাদের পর নামছেন। সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার বদলে ক্রমশ দলের বোঝা। আগামীকাল?

উত্তরের মধ্যে ঋষভ এবং লখনউয়ের ভাগ্য অনেকাংশে নির্ভর করবে।

যুব সাফে আজ ভারত-শ্রীলঙ্কা

কলকাতা, ৮ মে : অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে শুক্রবার অভিযান শুরু করছে ভারত। অরুণাচল প্রদেশে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচেই বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের দলের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। এর আগে কোচ হিসাবে অনূর্ধ্ব-১৫ ও অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন বিবিয়ানো। এবারও টুর্নামেন্ট শুরুর আগে এক মাসেরও বেশি সময় শিবির করেছেন দল নিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই এই দল নিয়েও যথেষ্ট আশাবাদী তিনি। কোচ হিসাবে খেতাব জয়ের ধারা বজায় রাখার পাশাপাশি অনূর্ধ্ব-২০ এএফসি এশিয়ান কাপের ছাড়পত্র আদায়ের দিকে চোখ বিবিয়ানোর।

শুভেচ্ছা

☺ **মাতঙ্গিনী ক্যাটারার, মাতঙ্গিনী শিশু নিকেতন ও মাতঙ্গিনী পুস্তকালয়।** 25তম শুভ জন্মদিনে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের সকল নগরবাসীকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। ধন্যবাদান্তে-**সঞ্জীব কুমার দাস, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।**

জন্মদিন

☺ শুভ দ্বিতীয় জন্মদিন **দিব্যাজ্যোতি** তোমার জীবনের এই বিশেষ দিনে **মা, বাবা, দিদি, দাদা, নানি, জ্যা, বেবি, বম্মা, দিদন, দাদু, মামা, মামি ও সকল দত্ত পরিবারের** পক্ষ থেকে রইল অসীম আশীর্বাদ ও ভালোবাসা। তোমার হাসিমুখ আমাদের পৃথিবীর সবথেকে বড় আনন্দ।

ইস্টবেঙ্গলে চুক্তি বাড়ছে বিষ্ণুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মে : নতুন চুক্তিপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার কেবল সইয়ের অপেক্ষা।

না মুম্বই সিটি, না অন্য কোনও দল। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ইস্টবেঙ্গলেই থাকছেন পিভি বিষ্ণু। বিষ্ণুর সঙ্গে এমনিতেই ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে লাল-হলুদের। তবে শোনা যাচ্ছিল, মুম্বইয়ের লোভনীয় প্রস্তাব রয়েছে তাঁর কাছে। সেদিকে নাকি খানিক ঝুঁকেও ছিলেন কেরালাইট ফুটবলার। মাঝে ভেসে ওঠে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের নামও। তবে শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

সূত্রের খবর, বিষ্ণুর সঙ্গে নতুন করে তিন বছরের চুক্তি করছে ইস্টবেঙ্গল। সেই চুক্তিপত্র ইতিমধ্যেই কেরালাইট ফুটবলারের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। ম্যানেজমেন্ট আশাবাদী, দ্রুত তিনি চুক্তিতে সই করে দেবেন। এমনিতে লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁর পছন্দের ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে অন্যতম একজন বিষ্ণু। ম্যানেজমেন্টের কাছে যে কোনও মূল্যে তাঁকে রেখে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন স্প্যানিশ কোচ। সেইসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের 'হেড অফ ফুটবল' থংবই সিংটোর সম্মতিতেই বিষ্ণুর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি হচ্ছে।

স্কুল রেগাটায় সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মে : স্কুল রেগাটা চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু ১১ মে থেকে। উদ্বোধন করবেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ১৭ মে ফাইনাল। ফাইনালে উপস্থিত থাকবেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মোট ৪৪টি স্কুল অংশ নিচ্ছে এবার লেক ক্লাব আয়োজিত এই রোয়িং প্রতিযোগিতায়। এবার ৫০তম বর্ষে আয়োজকদের তরফে ভাবনা, জেলা স্তরেও ছোটদের মধ্যে রোয়িং ছড়িয়ে দেওয়া। তার জন্য উত্তরবঙ্গ ও পুরুলিয়ার দিকে ২ কিলোমিটার লম্বা জলাশয়ের খোঁজ চলছে।

যুব লিগ থেকে বিদায় বাগানের

কলকাতা, ৮ মে : অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগ থেকে বিদায় নিল মোহনবাগান। বৃহস্পতিবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা এআইএফএফ ফিফা ট্যালেন্ট অ্যাকাডেমির কাছে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে। পাশাপাশি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে বাংলার অপর দল বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি। তারা পাঞ্জাব এফসি-র কাছে ৬-২ গোলে পরাজিত হয়েছে।

ছয় গোল বাংলার

কলকাতা, ৮ মে : খেলো ইন্ডিয়া গেমসের দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ে ফিরল অনূর্ধ্ব-১৮ বাংলা ফুটবল দল। বৃহস্পতিবার চণ্ডীগড়কে ৬-০ গোলে হারালো তারা। বাংলার হয়ে ইরফান সরদার চারটি, আমন যাদব ও জাহির হুসেন একটি করে গোল করেছে। বাংলার পরের ম্যাচ শনিবার মেঘালয়ের বিরুদ্ধে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠে ত্রিমুকুট জয়ের স্বপ্ন আরও উজ্জ্বল হল প্যারিস সাঁ জাঁ-র। উচ্ছ্বাসে মেতেছেন ফাবিয়ান রুইজ, ব্র্যাডলি বারকোলারা।

ফাইনালে উঠে কটাক্ষের জবাব এনরিকের

প্যারিস সাঁ জাঁ-২ (রুইজ, হাকিমি)
আর্সেনাল-১ (সাকা)

দুই লেগ মিলিয়ে প্যারিস ৩-১ গোলে জয়ী

প্যারিস, ৮ মে : 'কৃষক লিগ' ফরাসি লিগ ওয়ান। যেখানে মালিক প্যারিস সাঁ জাঁ, বাকিরা ভাগচাষি। কথাটা অনেকেই বলেন মজা করে।

> দারুণ একটা জয়। সবাই বাহবা দিচ্ছে। এই জয়টা উপভোগ করছি আমরা।
>
> **লুইস এনরিকে**

পিএসজি সমর্থকদের অভিমত, ঘরোয়া ফুটবলে তাঁদের সাফল্যকে খাটো করতেই এই কটাক্ষ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়ে যেন তারই জবাব দিলেন প্যারিসের ক্লাবটির কোচ লুইস এনরিকে। মাঠে, মাঠের বাইরেও। উলটোদিকে সেমিফাইনালে হারের পরও আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতার দাবি, এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা দল তাঁরাই।

সেরা দল ছিটকে গেল : আর্তেতা

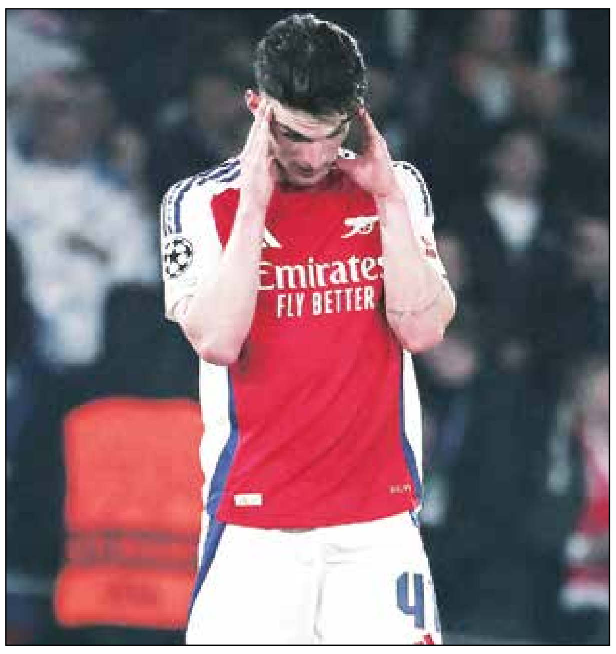

আরও একটি ট্রফিহীন মরশুম। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে হতাশ আর্সেনালের ডেকলান রাইস। বুধবার রাতে প্যারিস সাঁ জাঁ-র কাছে হারের পর।

> আমার মনে হয় না এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আর্সেনালের চেয়ে ভালো কোনও দল রয়েছে। সেই আমরাই ছিটকে গেলাম। এই হার আমাদের প্রাপ্য ছিল না। ছেলেদের লড়াইয়ে আমি গর্বিত।
>
> **মিকেল আর্তেতা**

বুধবার রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় লেগের সেমিফাইনালে আর্সেনালকে ২-১ গোলে হারিয়েছে পিএসজি। লন্ডন থেকেও ১-০ গোলে জিতে ফিরেছিল তারা। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-১ ব্যবধানে জিতে ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়েছে এনরিকের দল। খেতাব থেকে একধাপ দূরে দাঁড়িয়েও যেন অনেকটাই তৃপ্ত পিএসজি কোচ। সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই পালটা প্রশ্ন ছুড়ে কটাক্ষের জবাব, 'আমরা কৃষক লিগের দল, তাই না?' এরপর নিজেকে খানিক সামলে নিয়ে বলেছেন, 'দারুণ একটা জয়। সবাই বাহবা দিচ্ছে। এই জয়টা উপভোগ করছি আমরা।'

লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে, নেইমারদের নিয়েও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে পারেনি পিএসজি। ওসমানে ডেম্বেলে, আচরাফ হাকিমিরা এবার কি পারবেন প্যারিসকে প্রথমবার ইউরোপ সেরা শিরোপার স্বাদ দিতে? বেশ আশাবাদী শোনাল এনরিকেকে। বলেছেন, 'একঝাঁক তরুণদের নিয়ে আমরা যে ফুটবল এবার খেলেছি, তাতে ফাইনালে খেলাটা আমাদের প্রাপ্যই ছিল।' অন্যদিকে, সেমিফাইনালের লড়াইয়ে হারের পর আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতার দাবি, টুর্নামেন্টের সেরা দলটাই ছিটকে গেল। বলেন, 'আমার মনে হয় না এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আর্সেনালের চেয়ে ভালো কোনও দল রয়েছে। সেই আমরাই ছিটকে গেলাম। এই হার আমাদের প্রাপ্য ছিল না। ছেলেদের লড়াইয়ে আমি গর্বিত।'

ব্ল্যাকআউটের জেরে পরিত্যক্ত ম্যাচ

ধরমশালায় খালি করে দেওয়া হল গ্যালারি

পাঞ্জাব কিংস- ১২২/১
(১০.১ ওভার পর্যন্ত)
(ম্যাচ পরিত্যক্ত)

ব্ল্যাকআউটের জেরে নিভে গেল ধরমশালা স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইট (উপরে)। গ্যালারি থেকে বের করে নেওয়া হচ্ছে দর্শকদের।

ধরমশালা, ৮ মে : জম্মু ও কাশ্মীরের পাশাপাশি রাজস্থান, পাঞ্জাবের একাংশেও বৃহস্পতিবার রাতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। উড়ে এসেছে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র, মর্টার। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তাপের জের এবার সরাসরি ঢুকে পড়ল আইপিএল বৃত্তে। যার জেরে বৃহস্পতিবার প্রথম ইনিংসের মাঝপথেই পরিত্যক্ত হল পাঞ্জাব কিংস-দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচ।

পাকিস্তানের হামলার জেরে ধরমশালার সংলগ্ন জম্মু ও পাঠানকোট এলাকায় 'ব্ল্যাকআউট' জারি করা হয়। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ধরমশালা স্টেডিয়ামে এদিনের আইপিএল ম্যাচ মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পাঞ্জাব ইনিংসের ১০.১ ওভারে থঙ্গরাসু নটরাজনের বলে প্রিয়াংশ আর্য ফেরার পরই ব্ল্যাকাউটের জেরে স্টেডিয়ামের একটি ফ্লাডলাইট বন্ধ হয়ে যায়। তারপরই সতর্কতামূলক

আইপিএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়তো আজ

ব্যবস্থা হিসেবে স্টেডিয়ামের আরও দুইটি ফ্লাডলাইট নিভিয়ে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে গ্যালারি খালি করে দর্শকদের স্টেডিয়ামের বাইরে বের করে দেওয়া হয়।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড যদিও জানিয়েছে, ধরমশালায় স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকায় মাঠের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ম্যাচটি বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তাপই যে ম্যাচ বন্ধ হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে, তা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার কথাতেও তা পরিস্কার হয়েছে। ম্যাচ বন্ধের কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, 'পরিস্থিতি এখন যথাযথ নয়। যারজন্যই আমরা এদিন ম্যাচ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ক্রিকেটার, সমর্থক, সাপোর্ট স্টাফদের নিরাপত্তাই আমাদের বিচার্য।'

রাতের দিকের খবর, ধরমশালা থেকে দুই দলের প্লেয়ার, সাপোর্ট স্টাফদের দিল্লিতে নিয়ে আসার জন্য বিসিসিআই বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে। শুক্রবার এই ট্রেন হিমাচল প্রদেশের উনা স্টেশন থেকে দুই দলের ক্রিকেটার, সাপোর্ট স্টাফ, সম্প্রচারকারী চ্যানেলের কর্মীদের নিয়ে ফিরবে।

এদিন ম্যাচ বন্ধ হওয়ার পরই আইপিএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে রাতেই বিসিসিআই কর্তারা ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেছিলেন। চলতি আইপিএলে বাকি ম্যাচ আদৌ হবে কিনা, তা নিয়ে শুক্রবার হয়তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বৃষ্টির কারণে ম্যাচ এদিন শুরু হয়েছিল এক ঘণ্টা দেরিতে। বৃষ্টিতে তৈরি হওয়া স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ অবশ্য কাজে লাগাতে পারেননি দিল্লি ক্যাপিটালসের মিচেল স্টার্ক, দুষ্মন্ত চামিরারা। তাদের উপর শুরু থেকেই ছড়ি ঘোরালেন প্রিয়াংশ (৩৪ বলে ৭০) ও প্রভসিমরান সিং (২৮ বলে অপরাজিত ৫০)। প্রিয়াংশ খাতা খুললেন স্টার্ককে জোড়া বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। অর্ধশতরানে পৌঁছে যান ২৫ বলে। অন্যদিকে প্রথম আনক্যাপড ভারতীয় হিসেবে টানা চারটি অর্ধশতরানের নজির গড়েন প্রভসিমরান।

ফেডারেশনের ক্যালেন্ডার নিয়ে বিভ্রান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মে : আগামী মরশুমের জন্য ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। তবে তা নিয়ে বিভ্রান্তি যথেষ্ট। এবার থেকে সুপার কাপের বদলে ফের ঐতিহ্যবাহী ফেডারেশন কাপ ফিরিয়ে আনছে এআইএফএফ।

ক্যালেন্ডারে বলা হচ্ছে, এই টুর্নামেন্ট হবে মরশুমের শুরুতেই। এই মরশুমে সুপার কাপ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে ফেডারেশন। বহু ক্লাবই খেলতে যেমন রাজি হয়নি তেমনি অনেক ক্লাব আবার পূর্ণ শক্তির দলও পাঠায়নি। ফলে টুর্নামেন্টের আকর্ষণ নষ্ট হয়েছে। তাই আগামী মরশুমে ঐতিহ্যবাহী ফেডারেশন কাপ নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না এআইএফএফ। এই টুর্নামেন্ট অগাস্টে করলে তাহলে শতাব্দীপ্রাচীন ডুরান্ড কাপ কবে হবে? এআইএফএফ একইসঙ্গে ফেডারেশন কাপের পরই করতে চায় ডুরান্ড। সেক্ষেত্রে এফএসডিএল-কে পিছিয়ে দিতে হবে আইএসএল শুরুর সময়। প্রশ্ন এখানেই। আদৌ কি নিজেদের নির্ধারিত সময় ছাড়তে রাজি হবে এফএসডিএল? নাকি ফেডারেশন কাপ প্রাক মরশুম টুর্নামেন্ট হলে এপ্রিল-মে মাসে চলে যেতে হবে ডুরান্ড কাপকে?

তাছাড়া রাজ্য সরকারের সঙ্গে যে চুক্তি ডুরান্ড কমিটির হয়েছিল তা গত মরশুমেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে ডুরান্ড আবার দিল্লিতে ফিরে যাবে কি না, প্রশ্ন সেখানেও। আপাতত মরশুম শুরুর দিকে তাকিয়ে ফুটবল মহল।

ঐতিহ্যবাহী ফেডারেশন কাপ ফিরিয়ে আনতে চাইলেও মরশুমের ক্যালেন্ডার নিয়ে সমস্যায় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

ইরফানের বদলি এডমুন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মে : জাতীয় শিবির শুরুর আগেই ফুটবলার পরিবর্তন শিবিরে। এদিনই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের তরফে জানানো হল, ইরফান ইয়াদওয়াদ শিবিরে যোগ দিতে পারছেন না। তাঁর জায়গায় দলে যোগ দিচ্ছেন এডমুন্ড লালরিনডিকা। একদিন আগেই ২৮ জন ফুটবলারের সম্ভাব্য তালিকা দেন হেড কোচ মানোলো মার্কুয়েজ।

এই তালিকায় ছিলেন চেন্নাইয়ান এফসি-র ইরফান। কিন্তু তাঁর অ্যাপেনডিক্স অস্ত্রোপচার হতে চলেছে। ফলে তিনি শিবিরে যোগ দিতে পারবেন না। তাঁর জায়গায় নেওয়া হল ইন্টার কাশীর হয়ে এই মরশুমে নজরকাড়া এডমুন্ডকে। আগামী ১৮ মে থেকে কলকাতায় শিবির শুরু করবেন মানোলো। ২৯ তারিখ দল চলে যাবে ব্যাংককে। সেখানে ৪ জুন থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ। ভারতীয় দলের এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ ১০ জুন হংকংয়ের বিপক্ষে।

জাভির নজরে ভারতীয় ফুটবল

মাদ্রিদ, ৮ মে : ভারতীয় ফুটবলের ব্যাপ্তি বিশ্বজুড়ে ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে। বিদেশের ফুটবল তারকারাও এদেশের ফুটবল সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন।

সাম্প্রতিক সময়ে স্প্যানিশ কোচদের রমরমা চলছে ভারতীয় ফুটবলে। একদা স্প্যানিশ ফেডারেশনের স্পোর্টিং ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করা হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা এখন ভারতীয় ফুটবলের 'চ্যাম্পিয়ন' কোচ। ভারতীয় ফুটবলের 'স্প্যানিশ যোগ'- এর কারণে অনেক ফুটবল তারকার নজরে রয়েছে এদেশের ফুটবল। যার মধ্যে অন্যতম কিংবদন্তি স্প্যানিশ ফুটবলার জাভি হার্নান্ডেজ।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই কথা জানিয়েছেন একদা বিশ্বের অন্যতম সেরা মিডিও জাভি। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বিশ্বের কোন কোন দেশের ফুটবল লিগ তিনি দেখেন? উত্তরে জাভি বলেছেন, 'লা লিগা আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ। এরপরে ইপিএল ভালো লাগে। ফরাসি লিগ অতটাও পছন্দের নয়। আমি সিরি আ-র খেলাও দেখি। পানামা, সৌদি আরব ও কাতারে আমার অনেক বন্ধু রয়েছে। ওখানকার লিগের খেলাও দেখি। এছাড়াও ভারতীয় লিগের খেলা দেখি। কারণ, ওখানে এখন অনেক স্প্যানিশ কোচ কাজ করছে।'

বর্তমান সময়ে আইএসএলে সাতজন স্প্যানিশ কোচ রয়েছেন। এর মধ্যে মোহনবাগান কোচ মোলিনা নিজের ফুটবল কেরিয়ারে জাভির বিরুদ্ধে খেলেছেন। পরবর্তী সময়ে মোলিনা যখন স্প্যানিশ ফেডারেশনের স্পোর্টিং ডিরেক্টর, তখন বার্সেলোনার কোচের দায়িত্বে ছিলেন জাভি। এছাড়াও ওড়িশা কোচ সের্জিও লোবেরা দীর্ঘদিন বার্সেলোনার যুব দলের দায়িত্বে ছিলেন। সেইসময় অবশ্য জাভি সিনিয়ার দলে খেলেছেন। চেনা পরিচিত স্প্যানিশ কোচেদের কারণেই ভারতীয় ফুটবলের প্রতি আরও বেশি আগ্রহী তিনি। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে জাভি নিজেও যদি ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত হন, তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মোবারকের ২ সোনা

মোথাবাড়ি, ৮ মে : নেপাল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন সংস্থার সাউথ এশিয়ান মাস্টার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ২ সোনা, ১ রুপো সহ ৩ পদক জিতেছেন মালদার মোবারক হোসেন। তিনি ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম এবং ১০০ মিটারে দ্বিতীয় হয়েছেন। নেপালের পোখরাতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৩-৬ মে। বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দা সিভিক পুলিশে কর্মরত মোবারক বলেছেন, 'মালদা জেলা পুলিশের থেকে আমি সবরকম সাহায্য পেয়েছি।'

সোনার পদক নিয়ে মোবারক হোসেন।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর কলেজ ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের সিনিয়ার দল।

চ্যাম্পিয়ন সিনিয়ার দল

গাজোল, ৮ মে : গাজোল প্রিমিয়ার লিগ টি২০ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন হল কলেজ ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের সিনিয়ার দল। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ২৯ রানে জুনিয়ার দলকে হারিয়েছে। টসে জিতে সিনিয়ার দল ৭ উইকেটে ২০৬ রান তোলে। অধিনায়ক সুজয় ঘোষ ৪৯, সুদীপ্ত রানা ৪২ ও ব্রজগোপাল সরকার ৩৪ রান করেন। বিপ্লব ঘোষ নেন ২ উইকেট। জবাবে জুনিয়ার দল ১৭৭ রানে গুটিয়ে যায়। সুশান্ত মার্ডি ৬১ ও অরিজিৎ দাস ৩৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা ব্রজগোপাল ও ভূদেব রায় ২ উইকেট নেন। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ১৫ হাজার টাকা। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

উত্তরের খেলা

ভেটেরান্সের বার্ষিক সভা ১১ মে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ মে : শিলিগুড়ি ভেটেরান্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ১১ মে হবে। অ্যাসোসিয়েশনের সচিব স্বপন দে জানিয়েছেন, জিটিএসসি-তে দুপুর ৩টায় সভা শুরু হবে।

দাসপাড়া ক্রিকেট শুরু

চোপড়া, ৮ মে : দাসপাড়া ক্রিকেট কাউন্সিলের ১২ দলীয় এমএলএ কাপ ক্রিকেট বৃহস্পতিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে মণ্ডলবস্তি রিক্রিয়েশন ক্লাব ৭ উইকেটে আয়োজকদের হারিয়েছে। প্রথমে দাসপাড়া ১২ ওভারে ৯ উইকেটে ১১৬ রান তোলে। জবাবে মণ্ডলবস্তি ১০.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১১৭ রান তুলে নেয়।

এপিএল ক্রিকেটে সেরা মহাকাল

মালবাজার, ৮ মে : ইয়ং বয়েজ ক্লাবের আদর্শ প্রিমিয়ার লিগ (এপিএল) ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল মহাকাল। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ৪১ রানে রিভেঞ্জার্সকে হারিয়েছে। টসে জিতে মহাকাল ১২ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৬ রান তোলে। ৪৩ রান করেন পরিতোষ রায়। জবাবে রিভেঞ্জার্স ১০ ওভারে ৮৫ রানে আটকে যায়। ২ উইকেট নেন ম্যাচের সেরা পরিতোষ। সেরা ব্যাটার ও সেরা বোলার যথাক্রমে পরিতোষ ও এসপি ঠাকুর।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা লক্ষ্মী কান্ত পালিত - কে 26.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 68B 87160 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা আমাকে সামান্য কিছু টাকা খরচ করে একজন কোটিপতিতে রূপান্তরিত করেছে। এটি আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত করেছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমানিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।